বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-২৭ ॥ ১৩ মে ২০২৫ ॥ ৩০ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১৪ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

দেশের ইতিহাসে গুমের সূচনা করেছে আওয়ামী লীগ: শফিকুল আলম

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, আওয়ামী লীগের এমন কেউ নেই যে বড় ধরনের লুটপাটে জড়িত ছিলেন না। বাংলাদেশের ইতিহাসে গুমের সূচনা তারাই (আওয়ামী লীগ) করেছে। সোমবার (১২ মে) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে 'মিট দ্য রিপোর্টার্স' অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

হত্যার উসকানি, প্ররোচনা ও নির্দেশদাতা শেখ হাসিনা: চিফ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে হত্যার উসকানি, প্ররোচনা ও নির্দেশদাতা শেখ হাসিনা। এই গণঅভ্যুত্থানে সব হত্যাকাণ্ডের দায় তার। সোমবার (১২ মে) শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণহত্যার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর সংবাদ সম্মেলনে চিফ প্রসিকিউটর মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

ফেসবুক-ইউটিউবে আ.লীগের পক্ষে কথা বললেই গ্রেপ্তার: আসিফ মাহমুদ

স্টাফ রিপোর্টার : ফেসবুক-ইউটিউবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বললেই গ্রেপ্তার করা হবে বলে ফেসবুকে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। সোমবার (১২ মে) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এমন পোস্ট করেন তিনি।

প্রায় দেড় যুগ পর গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রায় দেড় যুগ পর আসবেন গ্রামের বাড়ি বাথুয়া। তাঁকে বরণ করে নিতে চলছে প্রস্তুতি। জানা গেছে, ড. মুহাম্মদ ইউনূস আগামীকাল বুধবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ম সমাবর্তন অনুষ্ঠান শেষে বিকেলে তাঁর পৈতৃক বাড়ি হাটহাজারীর শিকারপুর ইউনিয়নের বাথুয়া গ্রামে যাবেন। বিকেল ৫টায় হাজি মোহাম্মদ নজু মিঞা সওদাগর বাড়ির অদূরে নুরালী বাড়ি উপ-ডাকঘর সংলগ্ন কবরস্থানে শায়িত তাঁর দাদা-দাদির কবর জেয়ারত করবেন এবং পাশের মাঠে আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর সাথে কুশল বিনিময় করবেন। বাথুয়া গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয়ের বাস্তবায়নে সদ্যনির্মিত হাজি মোহাম্মদ দুলা মিয়া সওদাগর সড়ক সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি নুরালী বাড়ি উপ-ডাকঘর সংলগ্ন ড. মুহাম্মদ ইউনূসের পারিবারিক করবস্থানে চলছে চুনকামের কাজ। এছাড়া পাশের মাঠও পরিষ্কার করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার বাবার পৈত্রিক নিবাস হাজি মোহাম্মদ দুলা মিয়া সওদাগর ২-এর পাতায় দেখুন

সোমবার যুমনায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের সঙ্গে বাংলাদেশে সফররত নেপালের ডেপুটি স্পিকার ইন্দিরা রানার সৌজন্য সাক্ষাৎ। -পিআইডি

রংপুরের হাসপাতাল নেপাল ও ভুটানের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে বলেছেন, রংপুরে আমাদের আসন্ন এক হাজার শয্যার হাসপাতাল নেপাল ও ভুটানের রোগীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। আমরা আঞ্চলিক স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও অভিন্ন সমৃদ্ধিতে বিশ্বাস করি। গতকাল সোমবার ঢাকায় নেপাল দূতাবাস আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ সফররত নেপালের ফেডারেল পার্লামেন্টের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ডেপুটি স্পিকার ইন্দিরা রানার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা এসব কথা বলেন। আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে জলবিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা। ভারতীয় গ্রিড ব্যবহার করে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানির জন্য গত অক্টোবরে ২-এর পাতায় দেখুন

যখন দেখবেন আকাশে সূর্য উঠে গেছে তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে: সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংক্রান্ত গেজেট হাতে পেলেই নিবন্ধন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন। সোমবার (১২ মে) আগারগাঁওস্থ নির্বাচন ভবনে কার্টার সেন্টারের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। সিইসি বলেন, 'যখন দেখবেন আকাশে সূর্য উঠে গেছে, তখন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে, অপেক্ষা করেন। উই আর ওয়েটিং ফর দি গেজেট নোটিফিকেশন টু কাম।' প্রজ্ঞাপন হলেই নিবন্ধন বাতিল সম্ভব? জানতে চাইলে এএমএম নাসির উদ্দিন বলেন, গণমাধ্যমের তথ্য শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। প্রজ্ঞাপন হলে আমরা বসে সিদ্ধান্ত নেবো। প্রজ্ঞাপনটা আসতে দেন। ডেফিনিটলি সাংবিধানিক সংস্থা। আমরাও এটা নিয়ে কনসার্ন। বাট, উই আর ওয়েটিং ফর দি গেজেট নোটিফিকেশন টু কাম। নির্বাচনী আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে দলটি নিবন্ধন বাতিল হয়ে যায়। অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতাদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি, জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক কয়েকটি দলের দাবির মুখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই দলটিকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে নিষিদ্ধ করা হবে বলে জানিয়েছে তারা।

শনিবার রাতে উপদেষ্টা পরিষদের এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপত্র পরবর্তী কর্মদিবসে (সোমবার) জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা। সভায় তিনটি সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপত্র পরবর্তী কর্মদিবসে জারি করা হবে। গণমাধ্যমে তথ্য জানলেও অফিসিয়ালি 'এক্সেটলি' কী আছে তা না পেলে কী হয়েছে তা বলতে পারছি না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রজ্ঞাপন জারি

সুন্দরবনের ১০ কিমির মধ্যে শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ নিষিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবন সংরক্ষিত বনের চারপাশে ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার (ইসিএ) মধ্যে নতুন কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সরকার। 'বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫' এ দেওয়া ক্ষমতাবলে সোমবার (১২ মে) এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এর আগে গত ২১ এপ্রিল সচিবালয়ে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের সভাপতিত্বে জাতীয় পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কমিটির নির্বাহী কমিটির ১৬তম সভায় এ সিদ্ধান্ত ২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করে গেজেট প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : দল বা সংগঠনের (সত্তার) কার্যক্রম নিষিদ্ধের বিধান যুক্ত করে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ সংশোধন করেছে সরকার। গত রোববার ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫ এর গেজেট প্রকাশ করেছে আইন মন্ত্রণালয়। এখন থেকে রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে আর কোনো বাধা থাকলো না। দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলে অনলাইন বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও প্রচারণার সুযোগ বন্ধ করা হয়েছে এই আইনের সংশোধনীতে। এর আগে এই দিন সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত রয়েছে এমন ব্যক্তি বা সত্তার এবং তাদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার বিধান যুক্ত করে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ার নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন করে উপদেষ্টা পরিষদ। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দল নিষিদ্ধের সুযোগ থাকলেও দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিধান ছিল না। এদিকে গত শনিবার রাজনৈতিক দল, তার অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বা সমর্থক গোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে ১৯৭৩ সালের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন করে গেজেট প্রকাশ করে সরকার। ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮ ধারার সংশোধন: ২০০৯ সালের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন। সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে' শব্দগুলোর পর 'বা সত্তার যাবতীয় ২-এর পাতায় দেখুন

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে মেয়েকে হত্যার অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে জান্নাতি নামে এক স্কুল শিক্ষার্থীকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ। মেয়েকে হত্যার অভিযোগে গত রোববার জান্নাতির বাবা জাহেদুলকে গ্রেপ্তার করেছে কুড়িগ্রাম সদর থানা পুলিশ। একই সঙ্গে জান্নাতির মা মোর্শেদা ও বড় চাচি কহিনুর বেগমকে আটক করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম সদর থানার ওসি মো. হাবিবুল্লাহ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। জান্নাতির বাবা জাহেদুলের দেওয়া তথ্য মতে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে নবজাতকের মৃত্যুর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিছিয়ে বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে, তবে নবজাতক মৃত্যুহার এখনও একটি বড় সমস্যা। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নানা অগ্রগতি সত্ত্বেও জন্মের সময় শিশু মৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। উন্নত চিকিৎসা সুবিধা, দক্ষ প্রসূতি সেবাদানকারী, ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি বাস্তবায়নের অভাবের কারণে প্রসবকালীন ও জন্ম-পরবর্তী জটিলতায় বহু নবজাতক প্রাণ হারাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর এক লাখের বেশি শিশু জন্মের পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যায়, যার মধ্যে প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ নবজাতক জন্মের প্রথম মাসেই মারা যায়। শিশুমৃত্যুর এই উচ্চ হার মূলত প্রসবকালীন জটিলতা, অপর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা, এবং সংক্রমণজনিত রোগ এর কারণে হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডঐঙ) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের নবজাতক মৃত্যুহার দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশ উদ্বেগজনক। উন্নত সেবার অভাবে অনেক শিশুর মৃত্যু হচ্ছে, যার অন্যতম কারণ হলো- অপর্যাপ্ত প্রসূতি সেবা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দক্ষ ধাত্রী ও চিকিৎসকের অভাব, জন্মের পর সংক্রমণজনিত সমস্যার দ্রুত চিকিৎসা না পাওয়া, প্রসবকালীন কম ওজন ও অপরিণত জন্ম, সমপ্রতি ইউনাইটেড নেশনস ইন্টার-এজেন্সি গ্রুপ ফর চাইল্ড মরটালিটি এস্টিমেশনের (ইউএন আইজিএমই) প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশে বছরে ৬৩ হাজারের বেশি মৃত শিশু প্রসবের ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতি ৪১ জন শিশুজন্মের ক্ষেত্রে একজন মৃত শিশু প্রসবের ঘটনা ঘটেছে, যা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, মা ও নবজাতকের যত্নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। ১৯৯০ সাল থেকে অগ্রগতি অর্জিত হলেও, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে ২-এর পাতায় দেখুন

১৭ ও ২৪ মে শনিবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকাজ চলবে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ১১ ও ১২ জুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় আগামী ১৭ মে শনিবার ও ২৪ মে শনিবার সুপ্রিম কোর্টের আপিল এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকাজ চলবে। সোমবার (১২ মে) সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ড. আজিজ আহমেদ ভূঞা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং অধস্তন আদালতগুলো ১১ ও ১২ জুন বুধবার ও বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে ১৭ মে শনিবার ও ২৪ মে শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে অফিস খোলা রাখার ঘোষণা করা হয়েছে। এ অবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগ আগামী ১১ ও ১২ জুন বুধবার ও ২-এর পাতায় দেখুন

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সম্মেলনে যোগ দিতে বার্লিন গেলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মন্ত্রিপর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন সোমবার (১২ মে) বার্লিনের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছেন। তিনি সেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবদান, বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরবেন। চলতি বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝিতে ঢাকা সফর করেন জাতিসংঘের শান্তি কার্যক্রমবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যাঁ-পিয়ের লাক্রোয়া। ঢাকা সফরকালে তিনি তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন তারা মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠক নিয়ে আলোচনা করেন। উল্লেখ্য, প্রতি দুই বছর পর পর জাতিসংঘ ২-এর পাতায় দেখুন

১৪ মাসের বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সার্ভিস বেনিফিটসহ সব পাওনা পরিশোধের দাবিতে সোমবার শ্রম ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে স্টাইল ক্রাফট লিমিটেড ও ইয়াং ওয়ানস বিডি লিমিটেডের শ্রমিকরা।

পিলখানা হত্যাকাণ্ড

বিডিআরের ৪০ জওয়ানের জামিন

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে মামলায় ৪০ বিডিআর জওয়ানের জামিন দিয়েছেন আদালত। গত ৮ মে ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক ইব্রাহিম মিয়া জামিনের এ আদেশ দেন। সোমবার (১২ মে) সংশ্লিষ্ট আদালতের চিফ প্রসিকিউটর আলহাজ বোরহান উদ্দিন জামিনের বিষয় নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, গত ৮ মে জামিনের বিষয়ে শুনানি শেষ হয়। সন্ধ্যায় বিচারক জামিনের আদেশ দেন। আজ পূর্ণাঙ্গ আদেশ পাওয়া গেছে। দুই শতাধিক ব্যক্তি জামিনের আবেদন করেন। যাচাই-বাছাই শেষে আদালত সন্তুষ্ট হয়ে ৪০ জনের জামিন মঞ্জুর করেছেন। বাকি আসামিদের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে। জামিন পাওয়া আসামিরা হলেন- রেজাউল করিম, শাজাহান, রফিকুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, রেজাউল করিম, ২-এর পাতায় দেখুন

মহাসড়কের পাশে ২১৭ পশুর হাট ইজারা না দিতে নির্দেশনা

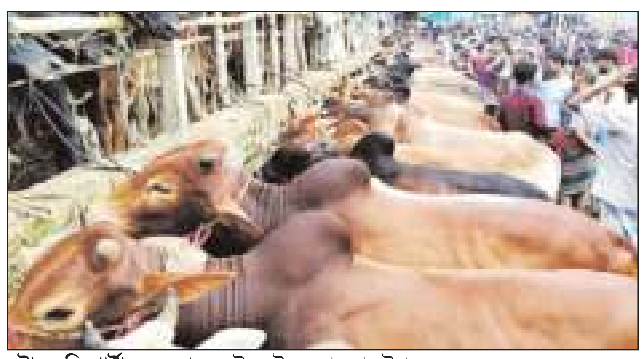

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ঈদ উল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রয়ে মহাসড়কের ওপর বা তার পাশে চিহ্নিত সম্ভাব্য ২১৭টি পশুর হাট ইজারা প্রদান না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সোমবার (১২ মে) রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত অংশীজন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, হাটের প্রবেশমুখ সড়কের বিপরীতে করতে হবে। পশুবাহি গাড়ি সবসময় মহাসড়কের বাম পাশ দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করা। সড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় কোরবানির পশু পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন হাটে কোরবানির পশু যাবে এ বিষয়ে ট্রাকের সম্মুখে ব্যানার ব্যবহার করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। এছাড়া পণ্য ও পশুবাহি যানবাহনে বিশেষ করে ফিরতি যানবাহনে যাত্রী বহন না করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেওয়া হয়। সভায় যানবাহন সুষ্ঠুভাবে চলাচলের সুবিধার্থে মহাসড়কের ওপর ধান, খড়, কাঠ, ইত্যাদি না শুকাতে এবং নির্মাণ সামগ্রী না রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার পাশাপাশি যানজটপ্রবণ এলাকা এড়িয়ে চলার জন্য বিকল্প সড়ক ব্যবহারে চালকদের উৎসাহ দেওয়া উচিত বলে সম্মতি দেওয়া হয়। বিআরটিএ, পুলিশ কমিশনার, সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, সওজ অধিদপ্তর, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে যাত্রীসাধারনের যাতায়াত নিরাপদ ও ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনা-জয়সহ ২৯ জনের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত প্রতিবেদন ২৫ মে

স্টাফ রিপোর্টার : প্লট বরাদ্দে জালিয়াতির অভিযোগে দুদকের করা পৃথক দুই মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী ২৫ মে দিন ধার্য করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালতে আসামিদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য দিন ধার্য ছিল। এদিন পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিল না করায় বিচারক নতুন এদিন ধার্য করেন। দুদকের ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে সহজ হচ্ছে সঞ্চয়পত্র কেনা টকটাইম-সিমে বাড়ছে না ভ্যাট

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হবে আগামী ২ জুন। এই বাজেট ঘোষণা নিয়ে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এ নিয়ে ১৯ মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সঙ্গে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। এজন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো চূড়ান্ত করছে এনবিআর। জানা যাচ্ছে, জাতীয় সঞ্চয়পত্র কিনতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা উঠে যাচ্ছে এবার। মোবাইলে টকটাইম, সিম ও ইন্টারনেটের ওপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাটের হার অপরিবর্তিত থাকছে। আর সিগারেটে অপরিবর্তিত থাকছে ভ্যাটের খড়গ। ১৯ মে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অর্থ উপদেষ্টা, এনবিআর চেয়ারম্যান, অর্থ সচিব ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। সঞ্চয়পত্র কিনতে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা থাকছে না উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রভাবে এক বছর ধরে সঞ্চয়পত্রের বিক্রি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে গেছে। সঞ্চয়পত্র ভেঙে বিনিয়োগ তুলে নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। ফলে সঞ্চয়পত্র থেকে সরকারের নিট বা প্রকৃত ঋণ ঋণাত্মক হয়ে গেছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সাড়ে ৮৩ হাজার কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রির লক্ষ্য সরকারের। এই লক্ষ্যমাত্রার ২-এর পাতায় দেখুন

ছয় বিভাগে ঝড় শিলাবৃষ্টির আভাস

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ছয়টি বিভাগে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও হতে পারে বজ্রঝড়ও। গতকাল সোমবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ একেএম নাজমুল হক জানিয়েছেন, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ ২-এর পাতায় দেখুন

পবিত্র ঈদুল আজহা : ফিরতি যাত্রার ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু ৩০ মে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৭ জুনকে পবিত্র ঈদুল আজহার দিন ধরে ট্রেনের টিকিট অগ্রিম বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। বরাবরের মতো এবার ঈদের পরে বিশেষ ব্যবস্থায় ৭ দিনের ট্রেনের টিকিট বিক্রি করবে রেলওয়ে। ঈদ উপলক্ষ্যে ঘরমুখো মানুষের ফিরতি যাত্রার ট্রেনের টিকিট বিক্রি শুরু হবে আগামী ৩০ মে থেকে। যাত্রীদের সুবিধার্থে এবারও শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করা হবে ২-এর পাতায় দেখুন

ঈদে ১৩ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে সিএনজি স্টেশন

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন ঈদুল আজহার আগে ও পরে ১৩ দিন ২৪ ঘণ্টা সিএনজি ফিলিং স্টেশন খোলা রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঈদের দিন, আগের সাতদিন ও পরের পাঁচদিন সার্বক্ষণিক খোলা রাখা হবে। সোমবার (১২ মে) রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত অংশীজন সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে যাত্রীসাধারণের পারাপারের নিমিত্ত পর্যাপ্ত ফেরির ব্যবস্থা রাখা, কমলাপুর এলাকার টিটিপাড়া আন্ডারপাসসহ সড়কটি আগামী ২০ মে'র মধ্যে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ১৩ মে ২০২৫ ॥ ৩০ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

প্রবাসী আয়ে ইতিহাস

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাসী আয়ে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে গেছে চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে। সবশেষ ৭ মে পর্যন্ত দেশে ২৫ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা। এর আগে, দেশে সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছিল ২০২০-২১ অর্থবছরে ২৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার। সোমবার (১১ মে) বাংলাদেশ ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, জুলাই ২০২৩ থেকে ৭ মে ২০২৪ পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৯ দশমিক ৭২ বিলিয়ন ডলার। আর চলতি অর্থবছরে ৭ মে ২০২৫ পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে ২৫ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার। এ মাসের প্রথম সাত দিনে এসেছে ৭৩৫ মিলিয়ন ডলার। যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। সে সময়ে এসেছিল ৬০১ মিলিয়ন ডলার। মাসের হিসাবে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স এসেছে মার্চে। এ মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছিল রেকর্ড ৩২৯ কোটি ৫৬ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। ঈদের পর এপ্রিলে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ২৭৫ কোটি ১৯ লাখ ৪০ হাজার ডলার। মাসের হিসাবে যা দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্সের রেকর্ড। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স এসেছে সৌদি আরব থেকে। এরপর শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় রয়েছেড়সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য (ইউকে), মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, ওমান, সিঙ্গাপুর ও কাতার। বিদায়ী এপ্রিলে সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স এসেছে ৪৯ কোটি ১৪ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৭ কোটি ২১ লাখ ৭০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স এসেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে। তবে গত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চড়এই তিন মাসে প্রবাসী আয় পাঠানোয় শীর্ষে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এপ্রিলে দেশটি থেকে ৩৩ কোটি সাত লাখ ৪০ হাজার ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়ে নেমে গেছে তিনে। এ ছাড়া আলোচিত সময়ে যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, কুয়েত, ইতালি, ওমান, সিঙ্গাপুর ও কাতার থেকে যথাক্রমে রেমিট্যান্স এসেছে ২৯ কোটি ৪১ লাখ ডলার, ২১ কোটি ৯ লাখ ডলার, ১৬ কোটি ২৭ লাখ ৩০ হাজার, ১৫ কোটি পাঁচ লাখ ৯০ হাজার ডলার, ১৪ কোটি ৮৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার, ১১ কোটি ৮৫ লাখ ৮০ হাজার ডলার ও ১০ কোটি ৪২ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এ ছাড়া বাহরাইন থেকে এসেছে ছয় কোটি ৪৫ লাখ ৩০ হাজার ডলার, ফ্রান্স থেকে তিন কোটি ১৭ লাখ ৮০ হাজার ডলার, সাউথ আফ্রিকা থেকে দুই কোটি ৮৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার, সাউথ কোরিয়া থেকে দুই কোটি ৪৪ লাখ ১০ হাজার ডলার, কানাডা থেকে দুই কোটি ৩৭ লাখ ডলার, জার্মানি থেকে এক কোটি ৬৯ লাখ ২০ হাজার ডলার, অস্ট্রেলিয়া থেকে এক কোটি ৬৩ লাখ ৪০ হাজার ডলার, গ্রিস থেকে এক কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ডলার, জর্ডান থেকে এক কোটি ৪৪ লাখ ৭০ হাজার ডলার, মালদ্বীপ থেকে এক কোটি ২৫ লাখ ১০ হাজার ডলার। স্পেন থেকে এক কোটি ২৫ লাখ ডলার, মরিশাস থেকে এক কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার ডলার, ব্রুনাই দারুসসালাম থেকে ৮৫ লাখ ৭০ হাজার ডলার, জাপান থেকে ৮৫ লাখ ২০ হাজার ডলার, পর্তুগাল থেকে ৭৩ লাখ ৮০ হাজার ডলার, ইরাক থেকে ৭৩ লাখ ডলার, লেবানন ৬৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা, পোল্যান্ড ৫৯ লাখ ২০ হাজার ডলার, সুইডেন থেকে ৫৫ লাখ ডলার এবং ফিনল্যান্ড থেকে ৩৮ লাখ ১০ হাজার ডলার এসেছে। অন্যান্য দেশ মিলে প্রবাসী আয় এসেছে চার কোটি ২১ লাখ ৮০ হাজার ডলার।

স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে বছরে ৪০/৫০ লাখ মানুষ দরিদ্র হয় : ডা. সায়েদুর রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টার স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেছেন, শুধু স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে গিয়ে বছরে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লাখ মানুষ দরিদ্র হয়। এর ফলে চিকিৎসা আরও স্পষ্ট করে বললে ওষুধের কারণে আমাদের অনেক সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতের অর্জন অর্থহীন হয়ে পড়ে। গতকাল সোমবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সিভিল সার্জন সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে তিনি একথা বলেন। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক সায়েদুর রহমান বলেন, মানুষ মোট স্বাস্থ্যে ব্যয়ের ৭০ শতাংশ তার নিজের পকেট থেকে খরচ করে। আবার সেই খরচের দুই-তৃতীয়াংশ ওষুধের পেছনে খরচ করে। এ কারণে ন্যায়সঙ্গত মুনাফ-ার সুযোগ রেখে মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকার কর্তৃক যৌক্তিকভাবে ওষুধের মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর হবে, বলেন তিনি। ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, সিভিল সার্জনদের সম্মেলন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করবে। এটি সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ইতিবাচক মাইলফলক হয়ে থাকবে। প্রধান উপদেষ্টার এই বিশেষ সহকারী বলেন, গত ৮ মাসে সরকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে জনবল বাড়ানো, অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন পদ সৃষ্টি ও ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অন্যতম। আমরা বিশ্বাস করি, এগুলো বাস্তবায়িত হলে একটা

৭-এর পাতায় দেখুন

কাপ্তাই হ্রদ দেশের সম্পদ, এই হ্রদকে রক্ষা করতে হবে: মৎস্য উপদেষ্টা

রাঙ্গামাটি প্রতিনিধি : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, কাপ্তাই হ্রদ দেশের সম্পদ, এই হ্রদকে রক্ষা করতে হবে। কাপ্তাই হ্রদকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে নতুন ল্যান্ডিং স্পট গড়ে তোলার পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা গেলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি দেশের বাইরেও কাপ্তাই হ্রদের মাছ রপ্তানি করা সম্ভব। সোমবার (১২ মে) সকালে কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্রের আয়োজনে রাঙ্গামাটি বিএফডিসি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত কাপ্তাই হ্রদে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ চাল বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অতিরিক্ত সচিব সুরাইয়া আখতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) অনুপ কুমার চাকমা, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, জেলা পুলিশ সুপার ড. এস এম ফরহাদ হোসেন প্রমুখ। আলোচনা সভা শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতারসহ অতিথিবৃন্দ কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন এবং কাপ্তাই হ্রদে মাছ ধরা বন্ধকালীন সময়ে ২৬ হাজার ৬৫১ জন বেকার জেলে পরিবারের মাঝে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

জামায়াতকে কাজে লাগানো শেষ, এখন পাকিস্তানপন্থি বলে চালিয়ে দাও : রাশেদ খাঁন

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা ও এর সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সংশ্লিষ্টতা নিয়ে এবার মুখ খুললেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন। তিনি বলেছেন, আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের কর্মসূচিতে যমুনা বা শাহবাগ ঘেরাওয়ে সর্বশক্তি নিয়ে উপস্থিত ছিল জামায়াত-শিবির। জামায়াত-শিবিরকে কাজে লাগানো শেষ, এখন তাদের পাকিস্তানপন্থি বলে চালিয়ে দাও। গতকাল সোমবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ কথা বলেন রাশেদ। তিনি বলেন, আ. লীগ নিষিদ্ধের কর্মসূচিতে যমুনা বা শাহবাগ ঘেরাওয়ে সর্বশক্তি নিয়ে উপস্থিত ছিল জামায়াত-শিবির। জাশি ও এনসিপির নেতাদের একসঙ্গে বসে ও দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিতে দেখা গেছে। অন্যান্য ইসলামিক দলেরও ভালো সাপোর্ট ছিল। আমার ধারণা যমুনা ও শাহবাগে ঘেরাওয়ে ৬০ শতাংশ বিভিন্ন ইসলামিক দলের নেতাকর্মী

৭-এর পাতায় দেখুন

ভারত না গিয়ে দেশি নার্স-ডাক্তারদের মান বাড়ানোর দাবি রিজভীর

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, কেন ডলার খরচ করে ইন্ডিয়াতে যাবো? তারা প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে নিয়ে নেগেটিভ বয়ান তৈরি করে অপপ্রচার করছে। তাদের পেছনে ডলার খরচ না করে তা আমাদের নার্স-ডাক্তারদের পিছনে খরচ করলে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার দরকার পরে না। সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। রিজভী বলেন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। একজন ধনী পরিবারের মেয়ে হয়ে তিনি সমাজ কল্যাণ কাজে নেমে আসেন। তিনি মানুষের সেবার জন্য নার্সিং পেশা চালু করেন। তিনি শত্রু মিত্র সবার সেবা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে সেটি রাজনৈতিক কারণে, সেখানে নার্সিং এর রূপ, তাদের সেবা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ সেবা, মায়ের সেবা। একজন নার্স মায়ের সেবা হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু আমাদের দেশে তাদের প্রতি বৈষম্য দেখানো হয়। এমনকি নার্সদের আবাসন সুবিধা নেই। নিজের বেতন থেকে বাসা ভাড়া দিতে হয়। আমাদের যেমন ভালো ডাক্তার দরকার, তেমনি নার্সদের যে লজিস্টিক সাপোর্ট দরকার সেটি দিতে হবে। উড়াল সেতু, মেগা প্রজেক্ট কি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো নাকি, যে দেশের মানব উন্নয়ন হয় না, সে দেশ কখনো সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। লুট পাট ও পাচার হওয়া টাকার অর্ধেক স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করলে দেশ উন্নতি লাভ করত। করনার সময় স্বাস্থ্যখাতে অনিময় করেছে, যার নায়ক দরবেশ এখন জেলে আছেন। বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, জানি না এবারের বাজেটে স্বাস্থ্যখাত কিভাবে দেখবে, অথচ অত্যন্ত জরুরি এই সার্ভিসটা। কেন আমি ডলার খরচ করে ইন্ডিয়াতে যাবো? কেন তাদেরকে টাকা দিয়ে আসবো? তারা প্রতিমুহূর্তে আমাদেরকে নিয়ে

৭-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব বিটুসহ কারাগারে ৩

স্টাফ রিপোর্টার : ষড়যন্ত্রমূলক মিটিং করার অভিযোগে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে রমনা মডেল থানার মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব আশরাফ সিদ্দিকী বিটুসহ ৩ জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মাহবুবুর রহমানের আদালত গত রোববার এ আদেশ দেন। গতকাল সোমবার আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। অন্যরা হলেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. মোশাররফ হোসেন সরকার ও নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কুমিল্লা জেলার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নেছার আহম্মেদ। এদিন তাদের আদালতে হাজির করা হয়। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রমনা মডেল থানার উপ-পরিদর্শক আমির হামজা তাদের কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। এ সময় আসামিপক্ষে তাদের আইনজীবীরা জামিন চেয়ে আবেদন করেন। তবে

৭-এর পাতায় দেখুন

শুভাঢ্যা খাল খননের কাজ করবে সেনাবাহিনী

কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি : আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য এবার কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা খাল খননের কাজ করবে সেনাবাহিনী, জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। একবছর মেয়াদি এ খাল খনন প্রকল্প শুরু হবে চলতি বছরের জুনে। এতে ব্যয় হবে ৩১৭ কোটি টাকা। সোমবার (১২ মে) সকালে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের শুভাঢ্যা খাল পরিদর্শনে গিয়ে এসব কথা বলেন তিনি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা বলেন, "অনেক জায়গায় খালের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে, বর্জ্যের স্তূপ তৈরি হয়েছে। ফলে খালকে পুনরুদ্ধার করা একটি বড় চ্যালেঞ্জের কাজ।" খাল পুনরুদ্ধার এবং পরিষ্কারে এলাকাবাসীকেও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন, "আর্থিক সাশ্রয় নিশ্চিত করতে এবার কেরানীগঞ্জের শুভাঢ্যা খাল খননের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দেওয়া হবে। ৩১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একবছর মেয়াদি এই প্রকল্পটি চলতি বছরের জুনে শুরু হবে।

১৪ দলের নিবন্ধন বাতিলের আবেদন গণঅধিকার পরিষদের

স্টাফ রিপোর্টার : গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ জোটভুক্ত ১৪ দলের নিবন্ধন বাতিল চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত আবেদন করেছে গণঅধিকার পরিষদ। গতকাল সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে গণঅধিকার পরিষদের সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের কাছে এ আবেদন জমা দেন। ?প্রতিনিধিদলে ছিলেন- গণঅধিকার পরিষদের মুখপাত্র ফারুক হাসান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন, উচ্চতর পরিষদ সদস্য আবু হানিফ, শাকিল উজ্জামান, মাহফুজুর রহমান খান, হাবিবুর রহমান রিজু, যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি মনজুর মোর্শেদ মামুন। লিখিত আবেদনে বলা হয়, গত ১০ মে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আওয়ামী লীগ ও তার নেতাদের বিচার কার্যসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত

৭-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আড়ালে নাটকীয়তা চলছে: মির্জা আব্বাস

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আড়ালে দেশে সাজানো নাটকীয়তা চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। তিনি বলেছেন, একটি অজনপ্রিয় দল শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশে বিএনপিকে হেয় করছে। এমনকি অনেক উপদেষ্টা যারা দেশের নাগরিক না তারাই দেশ পরিচালনা করছেন। এছাড়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ঘোষিত (ডিএমপি) নিষিদ্ধ এলাকায় এনসিপির বিক্ষোভ করার ঘটনায় সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। সোমবার (১২ মে) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন পিন্টুর স্মরণে আয়োজিত আলোচনা সভায় মির্জা আব্বাস এসব কথা বলেন। বিএনপির এই নেতা বলেন, নাসির উদ্দিন পিন্টুকে আজ যেভাবে স্মরণ করা হচ্ছে, তাতে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এই নাসির উদ্দিনদের মতো হাজারো নেতাকর্মীর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আজকের এই বিএনপি। এসময় আওয়ামী লীগ

৭-এর পাতায় দেখুন

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে বিএনপি নেতা নাসিরউদ্দিন পিন্টুর ১০ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণসভায় বক্তব্য দিচ্ছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।

বিডিআর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সিপাহী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক পলাতক সিপাহীকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত রোববার রাতে লোহাগাড়া থানাধীন ফোর সিজন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রেজাউল করিম (৪৯)। তিনি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার পূর্ব ডেংগাপাড়ার আবুল বাসারের ছেলে। র‍্যাব-৭-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) এআরএম মোজাফফর হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, চাঞ্চল্যকর পিলখানায় বিডিআর হত্যাকাণ্ডে দায়ের করা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সিপাহী মো. রেজাউল করিমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে পটিয়া থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। র‍্যাবের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বাংলাদেশ

ফ্যাসিস্টদের পালিয়ে যাওয়া গণতন্ত্রের প্রাথমিক বিজয়: আলী রীয়াজ

স্টাফ রিপোর্টার : চব্বিশের অভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শাসকের পলায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাথমিক বিজয় নিশ্চিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেছেন, চব্বিশের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিস্ট শাসকের পলায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্রের প্রাথমিক বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। এখন বিজয়ের লক্ষ্য পূরণে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে হবে। সোমবার (১২ মে) সংসদ ভবনের এল ডি হলে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের আলোচনার শুরুতে এসব কথা বলেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি। আলী রীয়াজ বলেন, গত ৫৩ বছর ধরে এ দেশের মানুষ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে সংগ্রাম করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি বলে জনগণ এসব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত থেকেছেন। তিনি বলেন, আমরা একটা ইতিহাসের মাহেন্দ্রক্ষণে রয়েছি। স্বাধীনতার পর এমন সুযোগ আর কখনো আসেনি। তাই অপূর্ণ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা আমাদের সবার দায়িত্ব। ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আরও বলেন, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের লক্ষ্য যেমন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা, তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক শক্তিগুলোসহ নাগরিক সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখা; এই ঐক্যকে সুদৃঢ় করে একটি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা। গণতান্ত্রিক বাম ঐক্যের সমন্বয়ক এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে আজ আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল এমএল এর সভাপতি কমরেড হারুন চৌধুরী, সমাজতান্ত্রিক মজদুর

৭-এর পাতায় দেখুন

শুল্ক কমাতে একমত যুক্তরাষ্ট্র ও চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বাণিজ্য যুদ্ধের তীব্রতা কমিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একটি চুক্তিতে পৌঁছেছে। পরস্পরের ওপর আরোপ করা পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য শুল্ক ৯০ দিনের জন্য ব্যাপক পরিসরে কমাতে একমত হয়েছে দুই দেশ। সোমবার যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম দুই অর্থনীতিকে হুমকির মুখে ফেলে দেওয়া বাণিজ্যযুদ্ধের উত্তেজনা কমাতেই এই চুক্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। খবর বিবিসির। ট্রাম্পের নতুন শুল্ক আরোপের আগে চীনের ওপর মার্কিন শুল্ক ছিল ২০ শতাংশ। পরে নতুন শুল্ক যখন ট্রাম্প ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করেন তখন তিনি বলেছিলেন তিন মাস সবার জন্য বাড়তি ১০ শতাংশ শুল্ক হার প্রযোজ্য হবে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় দুপক্ষের মধ্যে আলোচনার পর এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, গঠনমূলক ও দৃঢ় আলোচনার পর উভয় দেশ ৯০ দিনের জন্য শুল্ক স্থগিত করতে রাজি হয়েছে। এর আওতায় দেশ দুটি পারস্পরিক শুল্ক ১১৫ শতাংশ কমাবে। চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যের ওপর আরোপিত বর্তমান ১৪৫ শতাংশ শুল্ক কমিয়ে ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনবে। অন্যদিকে চীন মার্কিন পণ্যের ওপর আরোপ করা ১২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক কমিয়ে ১০ শতাংশে নামিয়ে আনবে। উভয় দেশের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, আগামী ১৪ মে থেকে শুল্কের এই কাঁটছাট কার্যকর হবে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে স্কট বেসেন্ট বলেন, আমরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমাদের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। দুই পক্ষের প্রতিনিধিদলই একমত হয়েছে যে তারা বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না। মার্কিন অর্থমন্ত্রী বলেন, উভয় দেশই নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছে। আমাদের লক্ষ্য ভারসাম্যপূর্ণ বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হওয়া এবং এটি তারই সূচনা।

চার দশকের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিল কুর্দিরা, বিলুপ্তি ঘোষণা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবিতে চলা চার দশকের সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতি টানলো কুর্দিরা। আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে)। সোমবার (১২ মে) এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দেয় সংগঠনটি। খবরটি প্রকাশ করেছে পিকেকে ঘনিষ্ঠ ফিরাত নিউজ এজেন্সি। বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা সব ধরনের সামরিক কার্যক্রম বন্ধ করছি। তুর্কি-কুর্দি সম্পর্ককে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার সময় এসেছে। সংগঠনটি আরও জানায়, এখন থেকে কুর্দি রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও একটি গণতান্ত্রিক কুর্দি জাতি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পিকেকে তাদের 'ঐতিহাসিক মিশন' শেষ করেছে। কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) এ বিবৃতির বিষয়ে অবশ্য এখনও

৭-এর পাতায় দেখুন

বেনজীরের স্ত্রীর দুবাইয়ের দুই ফ্ল্যাট জব্দ, ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের স্ত্রী জিসান মির্জার নামে দুবাইয়ে থাকা এক কোটি চার লাখ ৭৯ হাজার দিরহামের দুটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তার নামে দুটি ব্যাংক হিসাবে থাকা এক লাখ ৬২ হাজার দিরহাম অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সোমবার (১২ মে) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এ দিন দুদকের উপপরিচালক জয়নাল আবেদীন এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে অর্জিত অর্থ অবৈধভাবে পাচার করেছেন, যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ধারা ২৭(১) এর অধীনে ফৌজদারি অপরাধ। সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই থেকে অপরাধের অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য অভিযুক্ত জিসান মির্জার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর বা হস্তান্তর বন্ধ করার জন্য স্থাবর সম্পত্তি জব্দ এবং অস্থাবর সম্পত্তি অবরুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। এর আগে গত ৮ মে বেনজীর আহমেদের মেয়ে তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের নামে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে থাকা একটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেন একই আদালত। এর আগে গত ১৫ ডিসেম্বর ৭৪ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ এবং তার

৭-এর পাতায় দেখুন

যৌতুকের মিথ্যা মামলা করায় বাদীকে জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বামীর বিরুদ্ধে যৌতুকের অভিযোগে মিথ্যা মামলা করায় রুপা আক্তার নামে এক নারীকে তিন হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুনাইদের আদালত এ আদেশ দেন। এ সময় তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করে দণ্ডের টাকা পরিশোধ করেন। আদালত সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ এপ্রিল এ মামলায় আসামি পুলিশ কনস্টেবল সাগর মিয়াকে খালাস দেন আদালত। একইসঙ্গে ওই কনস্টেবলের প্রাক্তন স্ত্রী ও মামলার বাদী রুপা আক্তারকে শোকজ করা হয়। কেন তার বিরুদ্ধে তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হবে না, তা ১২ মে

৭-এর পাতায় দেখুন

১৭৮৩ কোটি টাকা আদায়ে এস আলমের ৩১ একর সম্পদ নিলামে

স্টাফ রিপোর্টার : এবার এস আলম গ্রুপের বেনামি প্রতিষ্ঠানের ১৭৮৩ কোটি টাকা ঋণ আদায়ে ৩১ একর সম্পদ নিলামে তুলেছে ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। খেলাপি প্রতিষ্ঠানটির নাম কর্ণফুলী ফুডস (প্রা.) লিমিটেড। চট্টগ্রাম নগরীর সাগরিকা বিসিক শিল্প এলাকার প্লট-সি ২৬/২৭ সরকারি শিল্প প্লটের ঠিকানায় ওই ঋণ দেয় ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। গতকাল সোমবার স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ নিলাম ডাকে ব্যাংকটির জুবিলী রোড শাখা। চট্টগ্রামের স্থানীয় এক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি জুবিলী রোড শাখার বিনিয়োগ গ্রাহক কর্ণফুলী ফুডস (প্রা.) লিমিটেড। এই প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পটিয়ার কেলিশহর ইউনিয়নের কেলিশহর কাশেম চৌধুরী বাড়ির নুরুল ইসলাম চৌধুরী ও নুর নাহার দম্পতির ছেলে মো. রহিম উদ্দিন চৌধুরী এবং চেয়ারম্যান নগরীর বাকলিয়া থানাধীন পশ্চিম বাকলিয়া খালপাড় মক্কা আবাসিক এলাকার ইসলামীয়া ম্যানসনের মুনীর আহমেদ ও হালিমা বেগম দম্পতির ছেলে নজরুল ইসলামের কাছ থেকে গত ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত লভ্যাংশসহ ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগ বাবদ ১ হাজার ৭৮৩ কোটি ২২ লাখ ২ হাজার ২৩১ টাকা এবং আদায়কাল পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচ আদায়ের নিমিত্তে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ১২ (৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রির জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ৪৩টি আলাদা তপসিলে ৩০ একর ৬০ শতক জমিসহ কারখানা রয়েছে। এ জমির মধ্যে নালা, পুকুর, খাস প্রকৃতির জমিও রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যাংকটির জুবিলী রোড শাখার কর্মকর্তারা খেলাপি ঋণটি এস আলমের গ্রুপের বলে জানিয়েছে। ওই ঋণ অনুমোদনের সময় ফাইলে স্বাক্ষর দিতে অনীহা প্রকাশের কারণে দুই কর্মকর্তাকে বদলি ও চাকুরিচ্যুত হতে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

ঈদে ১৩ দিন ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকবে

ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। ঈদের এক সপ্তাহ আগে এমআরটি, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণসহ ওয়াসা, ডেসকো, ডিইএসও/ডিপিডিসি, তিতাস, টেলিফোন ইত্যাদির জন্য রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজ বন্ধ রাখতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন- সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, সেতু সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম প্রমুখ।

শেখ হাসিনা-জয়সহ ২৯ জনের

পাবলিক প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে ১৫ এপ্রিল ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব মামলার অভিযোগপত্র আমলে নিয়ে শেখ হাসিনা ও তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়সহ চার্জশিটভুক্ত ২৯ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। একইসাথে গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ২৯ এপ্রিল দিন ধার্য করেন আদালত। ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠার সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ১৪ জানুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন দুদকের উপ-পরিচালক সালাহউদ্দিন। মামলাটি তদন্ত শেষে গত ১০ মার্চ তদন্তে প্রাপ্ত আরও চারজনসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া। শেখ হাসিনা ছাড়া এ মামলায় অপর ১১ আসামি হলেন- জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, রাজউকের সাবেক সদস্য শফি উল হক, খুরশীদ আলম, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, তদন্তপ্রাপ্ত জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার ও সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ। ক্ষমতার অপব্যবহার করে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে ১০ কাঠার সরকারি প্লট বরাদ্দ নেওয়ার অভিযোগে ১৪ জানুয়ারি সজীব ওয়াজেদ জয় ও তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান। মামলাটি তদন্ত শেষে গত ১০ মার্চ তদন্তে প্রাপ্ত আরও দুইজনসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান। শেখ হাসিনা-জয় ছাড়াও এ মামলায় চার্জশিটভুক্ত অপর ১৫ আসামি হলেন- জাতীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম সরকার, সিনিয়র সহকারী সচিব পূরবী গোলদার, সচিব কাজী ওয়াছি উদ্দিন, সচিব শহিদ উল্লাহ খন্দকার, রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানের পিএ মো. আনিছুর রহমান মিঞা, সাবেক সদস্য মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, তন্ময় দাস, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, মেজর (ইঞ্জি.) সামসুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (অব.), সহকারী পরিচালক মাজহারুল ইসলাম, পরিচালক কামরুল ইসলাম, উপ-পরিচালক নায়েব আলী শরীফ, সদস্য মো. নুরুল ইসলাম, তদন্ত প্রাপ্তে আসামি সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-১ মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ও সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

পবিত্র ঈদুল আজহা : ফিরতি যাত্রার

। সোমবার (১২ মে) রাজধানীর বিদ্যুৎ ভবনে আয়োজিত অংশীজন সভায় এসব তথ্য জানান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম। সভায় তিনি বলেন, পশ্চিমাঞ্চলে চলাচল করার সব আন্তঃনগর ট্রেনের টিকিট সকাল ৮টায় এবং পূর্বাঞ্চলে চলাচল করা সব ট্রেনের টিকিট দুপুর ২টায় বিক্রি শুরু হবে। অগ্রিম টিকিট বিক্রির তারিখ ঘোষণা করে তিনি বলেন, ঈদের পর আন্তঃনগর ট্রেনের ৯ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ৩০ মে; ১০ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ৩১ মে; ১১ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ১ জুন; ১২ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ২ জুন; ১৩ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ৩ জুন; ১৪ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ৪ জুন এবং ১৫ জুনের টিকিট বিক্রি হবে ৫ জুন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, সেতু সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ প্রমুখ।

ছয় বিভাগে ঝড় শিলাবৃষ্টির আভাস

চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এছাড়া খুলনা বিভাগের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দেশের অন্যত্র তা ১-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস হ্রাস পেতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এদিকে রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও যশোর জেলাসমূহের উপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অবশিষ্টাংশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগসহ রংপুর, দিনাজপুর, নীলফ-ামারী, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ, জামালপুর এবং শেরপুর জেলাসমূহের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা কিছু কিছু এলাকা থেকে প্রশমিত হতে পারে। মঙ্গলবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। আগামীকাল বুধবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী শুক্রবার সকাল থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো/বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, সেইসাথে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

দেশে সহজ হচ্ছে সঞ্চয়পত্র কেনা

বিপরীতে চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) ৩৬ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে। এর বিপরীতে প্রথম সাত মাসে ৪৩ হাজার ৪৭৬ কোটি টাকার সঞ্চয়পত্র ভাঙা হয়েছে। বর্তমানে পাঁচ লাখ টাকার বেশি সঞ্চয়পত্র কিনতে গেলে আগের বছরের আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র জমা দিতে হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন সীমিত ও মধ্যম আয়ের মানুষরা। এবার পাঁচ লাখ বা তার বেশি টাকার সঞ্চয়পত্র কিনতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নিতে পারে সরকার। নতুন বাজেটে এ সুযোগ রাখা হতে পারে। এর ফলে সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ আরও সহজ হবে। এনবিআর সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সঞ্চয়পত্রের গ্রাহকদের জটিলতা ও ভোগান্তি কমাতে এ সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে সরকার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এনবিআরের আয়কর বিভাগের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'বাজেটে সঞ্চয়পত্র কেনায় রিটার্ন দাখিলের প্রমাণপত্র (পিএসআর) নেওয়ার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দেওয়া হতে পারে। অথবা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সঞ্চয়পত্র কেনার সীমা পর্যন্ত এই সুবিধা দেওয়া হতে পারে। এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেকেই করযোগ্য আয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু সঞ্চয়পত্র কেনার কারণে প্রতিবছর রিটার্ন জমা দিতে হয়। এতে অনেকেই ভোগান্তির সম্মুখীন হন। এবার এটা সহজ করা হবে।' এনবিআর সূত্রে জানা যায়, ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি মেয়াদি আমানত খুলতেও রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও উঠিয়ে নিতে পারে সরকার। এ ছাড়া চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ারসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ পেতে এবং তা বহাল রাখতেও এ ধরনের বিধান থাকছে না। তবে এসব সেবায় টিআইএন প্রয়োজন হবে। সব মিলিয়ে ১০ সেবায় রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র উঠিয়ে নিতে পারে সরকার। বর্তমানে দেশে ৪৫টি সরকারি-বেসরকারি সেবা পেতে রিটার্ন জমার প্রমাণপত্র বা পিএসআর দেখাতে হয়। সঞ্চয়পত্রে পিএসআর উঠানোর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে এনবিআরের সাবেক সদস্য (করনীতি) ড. সৈয়দ আমিনুল করিম বলেন, 'স্বল্প আয়ের মানুষের রিটার্ন জমা দেওয়ার মতো করযোগ্য আয় নেই। কিন্তু তাদের ৫ থেকে ১০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র আছে। এখন এই বাধ্যবাধকতা উঠে গেলে রিটার্ন জমায় হয়রানিও কমে যাবে।' বর্তমানে চার ধরনের সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর। এগুলো হলো, পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, তিন মাস অন্তর মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, পরিবার সঞ্চয়পত্র এবং পেনশনার সঞ্চয়পত্র। এর মধ্যে পরিবার সঞ্চয়পত্রের চাহিদা সবচেয়ে বেশি আর শুধু নারীরাই এই সঞ্চয়পত্র কিনতে পারেন। এদিকে, গত ডিসেম্বরে শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট ও শুল্ক বাড়ায় সরকার। তার মধ্যে তামাক জাতীয় পণ্যের সম্পূরক শুল্ক বাড়ায় সরকার। বর্তমানে সিগারেটে ভ্যাট রয়েছে ১৫ শতাংশ। আগামী বাজেটে তা অপরিবর্তিত থাকছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটে ভ্যাট সাড়ে সাত শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়। আবার জানুয়ারিতে তিন স্তরের সিগারেটে সম্পূরক শুল্ক বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ করা হয়। এক অর্থবছরে দুই বার কর বাড়ানোর কারণে এবার সিগারেটে ভ্যাট না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার। জানুয়ারিতে নিম্ন স্তরে ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০ টাকা করা হয়। এতে প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ৬০ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ করা হয়। এছাড়া মধ্যম স্তরে ৭০ টাকা থেকে ৮০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশ করা হয়। উচ্চ স্তরে ১২০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪০ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। আর অতি উচ্চস্তরের সিগারেটের দাম ১৬০ টাকা থেকে ১৮৫ টাকা এবং সম্পূরক শুল্ক ৬৫ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ শতাংশ করা হয়। সরকার জানুয়ারিতে দাম বৃদ্ধির পর্যায়ে একটি ব্র্যান্ডের প্রতি শলাকা সিগারেটের দাম ছিল ১৮ টাকা, যা এখন বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকায়। আরও একটি ব্র্যান্ডের প্রতিটি শলাকার দাম ১৩ টাকা থেকে বেড়ে ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া একটি ব্র্যান্ডের প্রতি শলাকা সিগারেটের দাম ছিল ১০ টাকা থেকে বেড়ে ১২ টাকা করা হয়েছে। এর বাইরে কয়েকটি ব্র্যান্ডের সিগারেটের মূল্য এক টাকা করে বেড়েছে। তবে এনবিআরের এ সিদ্ধান্তে খুশি নয় তামাকবিরোধী সংগঠনগুলো। জানতে চাইলে উন্নয়ন সমন্বয়ের হেড অব প্রোগ্রাম শাহীন উল আলম বলেন, দুইবার বাড়ানো হয়েছে বলে এনবিআরের আত্মতুষ্টিতে ভোগার সুযোগ নেই। এখানে আরও কর বাড়ানোর সুযোগ আছে। এখন পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সিগারেটের দাম অনেক কম। এজন্য বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ বিদেশে যায় তখন প্রবাসীরা সিগারেট আনার বায়না করেন। সিগারেটের মূল্যবৃদ্ধিকে সহনীয় উল্লেখ করে শাহীন উল আলম বলেন, 'এটা মানুষের কাছে সহনীয় হয়ে গেছে। একবারে অনেক বাড়াতে হবে। সিগারেটে করহার আরও বাড়াতে হবে। সিগারেটের মূল্যস্তর কমাতে হবে। খুচরা সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করতে হবে। সর্বোপরি সিগারেট কোম্পানিগুলোর ছলচাতুরি বন্ধে সরকারকে কঠোর হতে হবে।' বাজেটে সিগারেটের ওপর আর কর না বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানও। এক প্রাক-বাজেট আলোচনায় এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, সিগারেটের ওপর আর কর বাড়ানো হবে না। টকটাইম, ইন্টারনেটে ভ্যাট বাড়ছে না চলতি অর্থবছরের বাজেটে মোবাইল টকটাইম ও ইন্টারনেট সেবার ওপর ভ্যাট ৫ শতাংশ বাড়িয়ে ২০ শতাংশ করা হয়। এছাড়া সিম বিক্রিতে ১০০ টাকা ভ্যাট বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়। জানুয়ারিতে মুঠোফোনের সিম বা রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে টেলিফোন সেবায় (টকটাইম, ইন্টারনেট ব্যবহার ইত্যাদি) সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৩ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তা বাড়েনি। গত অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী মোবাইল সেবার ওপর সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট ও সারচার্জ মিলিয়ে মোট করভার ৩৯ শতাংশের বেশি আছে। আগামী বাজেটে তা আর বাড়ানো হবে না বলে জানিয়েছেন ভ্যাট বিভাগের এক কর্মকর্তা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা বলেন, 'গত বাজেটে মোবাইল সেবার ওপর ভ্যাট বাড়িয়েছি। এবার আর বাড়তি কিছু বসছে না। গত বছর যেগুলোর ওপর ভ্যাট বাড়ানো হয়েছে সেগুলোর ওপর করের বোঝা বাড়ছে না।' অপরদিকে, আগামী বাজেটে মোবাইল ফোন সেবার ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ১ শতাংশ সারচার্জ কমানোর সুপারিশ করেছে দেশের মোবাইল অপারেটর কোম্পানিগুলো। তাদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশের (অ্যামটব) এ দাবি জানিয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া প্রাক-বাজেট আলোচনায় অ্যামটব মহাসচিব মোহাম্মদ জুলফিকার বলেন, বৈশ্বিক বিবেচনায় মোবাইল ফোন অপারেটররাই সবচেয়ে বেশি কর প্রদান করে থাকে। তদুপরি সরকার প্রায় প্রতিবছর এই খাতে কর বৃদ্ধি করে আসছে, যার বিরূপ প্রভাব গ্রাহকদের ওপর পড়ছে। একই দাবি মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের। সংগঠনটির সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সব কিছুই যেহেতু আমরা পুনর্মূল্যায়ন করছি, মোবাইল ফোন সেবায় সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাটের বিষয়টিও রিভিউ করা দরকার আছে। এটা আমরা দাবি করেছিলাম। এখানে সংস্কার করে করহার যৌক্তিক করা প্রয়োজন।' 'ব্যান্ডউইথের দাম কমানো হয়েছে, আরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রাহক এর সুফল পাচ্ছে না। মোবাইল অপারেটররা দাম কমাচ্ছে না। তারাও করহার কমানোর দাবি করছে', যোগ করেন মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি আরও বলেন, মানুষের হাতে ডিভাইস কম, সাধ্যমতো ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারছে না। করহারটা বৈষম্যমূলক। এটা অনেক বেশি, কমানো উচিত। কর, মূসক, শুল্ক এরপর করপোরেট কর যদি যুক্ত করেন তাহলে দেখা যায় গ্রাহক ১০০ টাকা রিচার্জ করলে তার প্রায় ৫৮ টাকা সরকারকে দিতে হয়।

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ

কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিতে পারিবে' শব্দগুলো সংযোজিত হইবে। আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন: উক্ত আইনের ধারা ২০ এর (ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'যদি কোনো ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় বা কোনো সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়' শব্দগুলো ও সংখ্যার পরিবর্তে 'যদি কোনো ব্যক্তি বা সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়' শব্দগুলো, সংখ্যাগুলো ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; (খ) উপ-ধারা (১) এর- (অ) দফা (গ)-তে উল্লিখিত 'নিষিদ্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'উক্ত' শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং (আ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:- (ঙ) উক্ত সত্তা বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যেকোনো প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা বা মুদ্রণ কিংবা গণমাধ্যম, অনলাইন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে যেকোনো ধরনের প্রচারণা, অথবা মিছিল, সভা-সমাবেশ বা সংবাদ সম্মেলন আয়োজন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে। (গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'নিষিদ্ধ' শব্দের পরিবর্তে 'উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত' শব্দগুলো, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং (ঘ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংঘটনের' শব্দগুলোর পরিবর্তে 'ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার' শব্দগুলো, সংখ্যাগুলো ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

মহাসড়কের পাশে ২১৭ পশুর হাট

নির্বিঘ্ন করার জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত হয়। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দ্রুত উদ্ধারের জন্য রেকার প্রস্তুত রাখা। দেশের সব বাস টার্মিনাল ও মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং সড়কপথে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই,পকেটমার, মলম পার্টি, অজ্ঞান পার্টির দৌরাত্ম্য প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সায়েদাবাদ, মহাখালী, গাবতলী ও ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালসহ ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে ছেড়ে যাওয়া-আসা মোটরযানের সুশৃঙ্খল চলাচল নিশ্চিত করা এবং মোটরযানে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করা। লক্কড়-ঝক্কড়/ফিটনেসবিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি চলাচল বন্ধকরণ ও মেরামতের ওয়ার্কশপসমূহে ঈদের দশ দিন আগ থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত মালামাল/যাত্রী পরিবহন না করা। সড়কের উভয় পাশে অস্থায়ী/ভাসমান বাজার অপসারণ করা। নসিমন, করিমন, ইজিবাইক, ইত্যাদি থ্রি-হুইলার জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল বন্ধ নিশ্চিত করা। পণ্যবাহি গাড়িতে যাত্রী পরিবহন প্রতিরোধ করা। নির্ধারিত স্থান ব্যতিত পার্কিং না করা এবং যত্রতত্র স্থানে যাত্রী উঠা-নামা না করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহাসড়কে ঈদের সময় ৭ দিনের জন্য উন্নয়ন কাজ বন্ধ রাখা। যানজটের সম্ভাব্য ১৪৯টি স্পটসমূহের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ৪৯টি, ঢাকা-উত্তরবঙ্গ মহাসড়কের ৫৪টি, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ৬টি, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৪২টি, ঢাকা-পাটুরিয়া-আরিচা মহাসড়কের ৮টি স্পট, ঢাকা-ভাঙ্গা-বেনাপোল, ঢাকা-বরিশাল এবং ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ঈদ-উল-আজহার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে মনিটরিং করার জন্য হাইওয়ে পুলিশ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সমন্বয়ে মনিটরিং টিম গঠন করে কার্যক্রম গ্রহণ এবং ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করতে বলা হয়েছে। সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. এহছানুল হক, সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ উপস্থিত ছিলেন।

বিডিআরের ৪০ জওয়ানের জামিন

মো. শামীম, ওয়ালি উল্লাহ, হাবিবুর রহমান, তারিকুল ইসলাম, বনি আমিন চৌধুরী, মো. এ বারিক, ইমতিয়াজ আহমেদ নবীন, মোয়াজ্জেম হোসেন, মিজানুর রহমান, সিদ্দিকুর জামান জোয়ার্দার ওরফে লিটন, মো. এ মোনাফ, আকিদুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, মিজানুর রহমান, কৌতুক কুমার সরকার, মো. সালাউদ্দিন, সোহরাব হোসেন, কামাল হোসেন, মো. ইশহাক, দারুল ইসলাম, শ্রী সুমন চক্রবর্তী, আবু সাঈদ, সেজান মাহমুদ, মো. সেলিম, বিধান কুমার সাহা, মাসুম হাসান, ফিরোজ মিয়া, শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস, রফিকুল ইসলাম, কামাল মিয়া, নূর-এ-আলম মিয়া, এনামুল হক, শফিকুল ইসলাম, রবিউল আলম এবং আল আমিন। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি ১৭৮ জন বিডিআর জওয়ানকে জামিন দেন একই আদালত। পরে গত ২৩ জানুয়ারি ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান তারা। জানা যায়, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি)-এর বিদ্রোহী জওয়ানরা সংস্থাটির সদরদপ্তর রাজধানীর পিলখানায় নারকীয় তাণ্ডব চালায়। তাদের হাতে প্রাণ হারান ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ ব্যক্তি। এই বিদ্রোহের পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে আরেকটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয়। দুই কমিটির প্রতিবেদনে বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনার বিচার সেনা আইনে করার সুপারিশ করা হলেও উচ্চ আদালতের মতামতের পর সরকার প্রচলিত আইনেই এর বিচার করে। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় দুটি ফৌজদারি মামলা করা হয়। এর একটি ছিল হত্যা মামলা আর অন্যটি বিস্ফোরক আইনের মামলা। খুনের মামলায় ৮৫০ জনের বিচার শেষ হয় ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর। এতে ১৫২ জনের ফাঁসি, ১৬০ জনের যাবজ্জীবন ও ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আর ২৭৮ জন খালাস পান। ২০১৭ সালের ২৭ নভেম্বর এই মামলায় হাইকোর্টের আপিলের রায়ও হয়ে যায়। অপরদিকে, বিস্ফোরক মামলায় ৮৩৪ জন আসামি রয়েছে। মামলাটি হত্যা মামলার সঙ্গে বিচার কাজ শুরু হয়েছিল ২০১০ সালে। কিন্তু মাঝপথে শুধু হত্যা মামলার সাক্ষ্য উপস্থাপন করলেও বিস্ফোরক মামলার সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি। একপর্যায়ে বিস্ফোরক মামলার কার্যক্রম একপ্রকার স্থগিত করে দেয় রাষ্ট্রপক্ষ। যে কারণে মামলাটির বিচারকাজ শেষ হতে বিলম্ব হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সম্মেলনে যোগ

শান্তিরক্ষা মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠক হয়ে থাকে। সম্মেলন শান্তিরক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা এবং সদস্য দেশগুলোর জন্য তাদের রাজনৈতিক সমর্থন প্রকাশ করে থাকে। এর আগে ২০২৩ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠক ঘানার রাজধানী আক্রায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৭ ও ২৪ মে শনিবার সুপ্রিম কোর্টের

বৃহস্পতিবার পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং ১৭ মে শনিবার ও ২৪ মে শনিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে উভয় বিভাগের দাপ্তরিক ও বিচারিক কার্যক্রম চলমান থাকবে।

দেশে নবজাতকের মৃত্যুর চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে মৃত সন্তান প্রসবের রেকর্ড বাড়ছে। যাতে অবিলম্বে গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করা হয়। ইউএন আইজিএমই চাইল্ড মরটালিটি প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ১ লাখেরও বেশি শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মারা গেছে। এসব মৃত্যুর প্রায় দুই তৃতীয়াংশই হয়েছে শিশুর বয়স ২৮ দিন হওয়ার মধ্যেই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) সম্পর্কিত লক্ষ্য পূরণে বাংলাদেশকে অবশ্যই প্রতি বছর অতিরিক্ত ২৮ হাজার নবজাতককে বাঁচাতে হবে, যা মাতৃ ও নবজাতকের উন্নত যত্নের জরুরি প্রয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বাংলাদেশে ইউনিসেফের ওআইসি রিপ্রেজেন্টেটিভ ফারুক আদ্রিয়ান দুমুন বলেন, অপ্রতিরোধ্য জটিলতা যেমন অপরিণত জন্ম, সন্তান প্রসবের সময় জটিলতা সেপসিস ও নিউমোনিয়ার মতো সংক্রমণের মতো জটিলতায় বাংলাদেশে প্রতিবছর এক লাখেরও বেশি নবজাতক মারা যায়, যা তাদের বেঁচে থাকা ও বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন। তিনি বলেন, আমরা লাখো শিশু ও মাকে বাঁচাতে পারি, যদি আমরা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে অগ্রাধিকার দিতে আরো বিনিয়োগ করি এবং সব পর্যায়ে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের, বিশেষ করে ধাত্রী মায়েদের সংখ্যা বাড়াতে পারি, তাদের সঠিক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারি যাতে প্রতিটি নবজাতক যেন একটি নিরাপদ হাতে জন্মগ্রহণ করতে পারে। আন্দ্রিয়ান আরো বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ইউনিসেফ মাতৃ ও শিশুর মৃত্যু রোধে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) প্রতিনিধি ডা. আহমেদ জামশিদ মোহামেদ বলেন, মৃত শিশুর জন্ম ও প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ মানুষের জন্য একটি হৃদয়বিদারক বাস্তবতা হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ বিগত দশকগুলোতে মাতৃ স্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তারপরেও মানসম্মত ও সময়োচিত সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে গেছে। এই প্রবণতা বদলে দেওয়া এবং মর্মান্তিক ক্ষতি বন্ধে আমাদের অবশ্যই এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন, গর্ভকালীন ও সন্তান প্রসবকালীন সেবা বিষয়ে ডব্লিউএইচও'র পরামর্শসমূহ এবং এর লেবার কেয়ার গাইড এবং গ্লোবাল স্ট্রেটেজি ফর উইমেন'স, চিলড্রেন'স অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট'স হেলথ-এ সরকার ও অংশীদারদের জন্য এ বিষয়ে স্পষ্ট এবং তথ্য-প্রমাণভিত্তিক করণীয় সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের জন্য আর মাত্র পাঁচ বছর বাকি আছে। তাই মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা উন্নততর করতে আমাদের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। জামশিদ বলেন, ইউনিসেফের সঙ্গে সমন্বিতভাবে ডব্লিউএইচও প্রতিরোধযোগ্য শিশু মৃত্যু ও মৃত শিশুর জন্মের অবসানের লক্ষ্যে অবিলম্বে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। সরকারের জোরালো অঙ্গীকার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় টেকসই বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম চর্চা অনুসরণের মাধ্যমে আমরা এই বেদনাদায়ক ক্ষতি প্রতিরোধ এবং প্রতিটি শিশুর জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারি। ইউনিসেফ জানায়, বাংলাদেশে নবজাতকের মৃত্যু ও মৃত সন্তান প্রসবের উচ্চ হারের পেছনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন ঘরে শিশুর জন্ম (৩০ শতাংশ), আকারে ছোট ও অসুস্থ নবজাতকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবার পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকা এবং দক্ষ সেবাদাতা/ধাত্রীর ঘাটতি। এছাড়াও মা ও নবজাতকের অন্যান্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে উপজেলা পর্যায়ে ২৪/৭ মানসম্পন্ন সেবার অভাব, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পর্যায়ে প্রসবের পর অপর্যাপ্ত সেবা এবং অনিয়ন্ত্রিত বেসরকারি খাত, যার ফলে এসফেকশিয়া (জন্মকালীন শ্বাসরুদ্ধতা), অপরিণত বয়স এবং সংক্রমণজনিত প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু ঘটে। এসব কারণে বার্থ অপরিণত শিশুর জন্ম ও সংক্রমণের মতো প্রতিরোধযোগ্য জটিলতাতেও শিশুমৃত্যু ঘটছে। একই সঙ্গে, মানসম্মত গর্ভকালীন ও সন্তান প্রসবকালীন সেবার ঘাটতি এবং গর্ভধারণকালে অন্যান্য অসুস্থতাজনিত পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা করতে না পারার কারণে বাংলাদেশে উচ্চ হারে মৃত শিশুর জন্ম হচ্ছে, যা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অন্তরায়। তহবিল ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সম্পদের ঘাটতি এসব সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলছে এবং তা শিশু মৃত্যু কমিয়ে আনার অগ্রগতিকে ম্লান করে দিচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বাংলাদেশে নবজাতক মৃত্যুহার কমাতে বেশ কিছু কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। যেমন- সরকারি হাসপাতালগুলোতে নবজাতক ওঈট, পর্যাপ্ত ওষুধ ও আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ নিশ্চিত করে প্রসূতি ও নবজাতক সেবার মানোন্নয়ন করা। গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে প্রসূতি চিকিৎসক, নার্স ও ধাত্রী নিয়োগ বাড়ানো প্রয়োজন। এতে প্রসবকালীন সেবার মান উন্নত হবে। গর্ভবতী নারীদের নিয়মিত চিকিৎসা পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া, ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প আয়োজন করে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সর্বোপরি, নবজাতক ও মাতৃসেবার মানোন্নয়নে সরকার ও বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা উচিত।

প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে মেয়েকে হত্যার

করেন ওসি। এর আগে গত শনিবার সকালে কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার হলোখানা ইউনিয়নের কাগজিপাড়া গ্রামে নিজ বসতবাড়ির পাশে কৃষিজমি থেকে জান্নাতির লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ ঘটনায় জান্নাতির চাচা খলিল বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামি করে মামলা করেন। জান্নাতির পরিবারের দাবি, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন রাতের বেলা জান্নাতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলে রাখে। তবে তাদের এমন দাবির সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জান্নাতির বাবা জাহেদুল ও চাচা খলিলের সঙ্গে একই এলাকার মকবুল পাটোয়ারি গংয়ের জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। এ ছাড়াও খলিল ও জাহেদুলের ছোট ভাই রফিকুলের সঙ্গেও জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব চলমান। এসব নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে মামলাও রয়েছে। প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে গরু-ছাগল চুরি, খড়ের গাদায় আগুন দেওয়াসহ পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে। এলাকার একাধিক সূত্রে জানা গেছে, জাহেদুল ও তার বড় ভাই খলিল জমি নিয়ে বিরোধে তাদের ভাই রফিকুল ও তার স্ত্রী হালি বেগমকেও মারধর করেন। রফিকুল বাদী হয়ে মামলাও করেছেন। কিন্তু জাহেদুল ও খলিলের ভয়ে তারা কয়েক মাস এলাকাছাড়া ছিলেন। জাহেদুল ও খলিল প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে ছোট ভাই রফিকুল ও তার স্ত্রীকে মারার হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ হালি বেগমের। হালি বেগম বলেন, 'স্বামীর আপন ভাই খলিল, জাহেদুল ও একরামুলরা পিটিয়া আমার হাত-পা ভাঙি দিছে। স্বামীসহ আমাক মারার বুদ্ধি করছিল। আমাদেক মারি ফেলে মাইনষক ফাঁসাইবে। এটা জানার পর আমি বাড়ি ছাড়ি গেছিলাম। রফিকুল বলেন, 'জাহেদুল খুব খারাপ লোক। খলিল আর একরামুল মিলিয়া আমাক মারিয়া পাটোয়ারিসহ খন্দকার গোষ্ঠিক ফাঁসার প্লান করছিল। ওরা আমাক পাইলে এক ঘণ্টার মধ্যে মারি ফেলাইবে। ওরা নিজের মেয়েক নিজে মারছে। এটার কোনো ভুল নাই। মাইনষেক ফাঁসার জন্যে মারি ফেলাইছে। আপন ভাইদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণ প্রশ্নে রফিকুল বলেন, আমার পাঁচ বিঘা জমি ওরা আবাদ করতে দেয় না। আমি বন্ধক রাখছি। সেই বন্ধক নেওয়া লোকদেরও জমিতে নামতে দেয় না। এ নিয়ে আমাক ও আমার স্ত্রীক মারধর করি মারি ফেলাইতে ধরছে। আমি মামলাও করছি। জাহেদুলকে গ্রেপ্তারের খবরে এলাকাবাসীর অভিযোগ, জান্নাতিকে হত্যা করে প্রতিপক্ষকে ফাঁসানোর পেছনে শুধু জাহেদুল নয় তার বড় ভাই খলিলের প্রত্যক্ষ মদত থাকতে পারে। এলাকায় খলিলের ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে পরিচিত রুহুল আমিন ওরফে উকিল এবং আব্দুল কাদের নামে দুই প্রতিবেশী খলিল ও জাহেদুলকে সব ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ ঘটনায় তাদের কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তবে এ নিয়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করে কেউ বক্তব্য দিতে রাজি হননি। জান্নাতি হত্যাকান্ডের দিন তার চাচা খলিল প্রতিপক্ষের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে দাবি করেন, আমরা হত্যাকারীদেরকে চিনি। তারা জান্নাতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারি ফেলছে। তবে জাহিদুল, তার স্ত্রী মোর্শেদা ও খলিলের স্ত্রী কহিনুরকে পুলিশ আটক করার পর থেকে খলিলের ফোন বন্ধ পাওয়া গেছে। তিনি পলাতক রয়েছেন বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে। ওসি হাবিবল্লাহ বলেন, তদন্তে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় জান্নাতির বাবা জাহেদুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডের কিছু আলামত জব্দ করা হয়েছে। এ ছাড়াও জান্নাতির মা ও চাচিকে জিজ্ঞসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আর কারও সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা নিয়ে আমরা কাজ করছি। তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়।

সুন্দরবনের ১০ কিমির মধ্যে

হয়। তবে, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার আলোকে ওই অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রম নেওয়া যাবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে গঠিত ইসিএ এলাকায় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এ সিদ্ধান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।

রংপুরের হাসপাতাল নেপাল ও

সই হওয়া বাংলাদেশ-নেপাল-ভারত ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তির কথা উল্লেখ করে উভয় পক্ষই বৃহত্তর আকারে জলবিদ্যুৎ উদ্যোগের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছে। উভয় পক্ষ ভৌত যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করেছে। প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন যে, নেপালের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ উন্নত করা হলে বাণিজ্য ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস হবে এবং এই অঞ্চলজুড়ে মানুষ ও পণ্য চলাচল সহজ করতে পারবে। প্রধান উপদেষ্টা জলবিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা ও সড়ক যোগাযোগে আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতার সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের মধ্যে একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক কৌশল প্রণয়নের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও সেভেন সিস্টার্সের জন্য একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থাকা উচিত। আমাদের আলাদা হওয়ার চেয়ে একসঙ্গে আরও বেশি অর্জন করার আছে। ড. মুহাম্মদ ইউনূস অভিন্ন অবকাঠামো ও জ্বালানি উদ্যোগের মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে জলবিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা। ভারতীয় গ্রিড ব্যবহার করে নেপাল থেকে বাংলাদেশে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানির জন্য গত অক্টোবরে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-নেপাল-ভারত ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ বিক্রয় চুক্তির কথা উল্লেখ করে উভয় পক্ষই বৃহত্তর আকারে জলবিদ্যুৎ উদ্যোগের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। ডেপুটি স্পিকার ইন্দিরা রানা বিভিন্ন সেক্টরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীর করতে নেপালের আগ্রহের কথা জানান। তিনি বলেন, আমাদের সব সংসদ সদস্যই বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চান। আমরা আমাদের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব জোরদার এবং মানুষে-মানুষে সংযোগ জোরদারে গুরুত্ব দিচ্ছি। ডেপুটি স্পিকার বাংলাদেশে নেপালি শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি তুলে ধরে বলেন, বর্তমানে ২ হাজার ৭০০ জনেরও বেশি নেপালি শিক্ষার্থী বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিকভাবে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করছে। তিনি শিক্ষার মানের প্রশংসা করেন এবং দুই দেশের মধ্যে আরও শিক্ষা বিনিময় ও একাডেমিক সহযোগিতার আহ্বান জানান। উভয় পক্ষ ভৌত যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা করে। প্রধান উপদেষ্টা উল্লেখ করেন, নেপালের সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ উন্নত করা বাণিজ্য ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। এই অঞ্চলজুড়ে মানুষ ও পণ্য চলাচল সহজ করবে। বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন- প্রধান উপদেষ্টার এসডিজি সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ইশরাত জাহান।

প্রায় দেড় যুগ পর গ্রামের বাড়ি

বাড়িতে হাটহাজারী উপজেলা ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানা স্থাপনায় সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করছেন। বাড়ির তত্ত্বাবধায়ক মো. জামসেদের জরাজীর্ণ ঘর ভেঙে তৈরি করা হচ্ছে নতুন ঘর। এছাড়া বাড়ির ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বসানো হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ শৌচাগার। জানা গেছে, ড. ইউনূসের পরিবারের সবাই ৫০-৬০ বছর ধরে নগরের পাঁচলাইশ থানাধীন নিরিবিলি নামক একটি ভবনে বসবাস করছেন। ১৯৪০ সালের ২৮ জুন তিনি বাথুয়া গ্রামের হাজী এম নজু মিয়া সওদাগর বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। আট ভাই-দুই বোনের মধ্যে তিনি ৩য়। হাটহাজারীর ইউএনও এ বি এম মশিউজ্জামান বলেন, ১৪ মে বিকেলে প্রধান উপদেষ্টা গ্রামের বাড়ি সংলগ্ন দাদা-দাদির কবর জেয়ারত করবেন এবং আত্মীয়-স্বজন ও এলাকাবাসীর সাথে কুশলাদি বিনিময়ের কথা রয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৩৮৫৭০ হজযাত্রী, ৬ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র হজ পালনের জন্য বাংলাদেশ থেকে এখন পর্যন্ত ৩৮ হাজার ৫৭০ জন সৌদি আরবে পৌঁছেছেন। গত রোববার সকালে হজ পোর্টালে প্রকাশিত বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বুলেটিনের তথ্যমতে, ৩৮ হাজার ৫৭০ জনের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৪ হাজার ৫৬৪ জন, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৩৪ হাজার ৬ জন হজ করতে গেছেন। তারা সৌদিতে গেছেন ৯৬টি ফ্লাইটে। এর মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ৪৭টি, সৌদি এয়ারলাইন্স ৩৩টি, ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ১৬টি ফ্লাইট পরিচালনা করে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ১৮ হাজার ৮৫০ জন, সৌদি এয়ারলাইন্স ১২ হাজার ৯৬২ জন এবং ফ্লাইনাস এয়ারলাইন্স ৬ হাজার ৭৫৮ জন হজযাত্রী পরিবহন করেছে। এবার বাংলাদেশ থেকে মোট ৮৭ হাজার ১০০ জন হজযাত্রী হজ পালনের জন্য সৌদি আরব যাবেন। এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার ২০০ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৮১ হাজার ৯০০ জন হজ পালন করবেন। এখন পর্যন্ত মোট ৮৬ হাজার ২১৩টি ইস্যু করা করা হয়েছে। হজ শেষে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে ১০ জুন। হজযাত্রীদের দেশে ফেরার ফ্লাইট শেষ হবে ১০ জুলাই। চলতি বছর হজ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন- রাজবাড়ীর পাংশার মো. খলিলুর রহমান (৭০), কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের ফরিদুজ্জামান (৫৭), পঞ্চগড় সদরেরআল হামিদা বানু (৫৪), ঢাকার মোহাম্মদপুরের মো. শাহজাহান কবীর (৬০), জামালপুরে হাফেজ উদ্দিন এবং নীলফামারির বয়েজ উদ্দিন।

চট্টগ্রামে ট্রাক চাপায় পথচারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম নগরের কোতোয়ালী থানাধীন রিয়াজুদ্দিন বাজার এলাকায় ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। গত রোববার দিবাগত রাতে রেয়াজুদ্দিন বাজার চৈতন্য গলির রাস্তার পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যুবরণকারী নাসির উদ্দিনের (৬২) বাড়ি সাতকানিয়ার গাটিয়াডেঙ্গায়। তিনি নগরের পাথরঘাটায় থাকতেন। তাঁর ১ ছেলে ও ১ মেয়ে। তিনি চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সদস্য কামাল উদ্দিন খোকনের বড় ভাই। কামাল উদ্দিন খোকন বলেন, লাশ চমেক হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। গ্রামের বাড়িতে আসরের নামাজের পর পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত ১০টার দিকে রিয়াজুদ্দিন বাজার কাঁচাবাজারে বিদ্যুতের একটি খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় সবজি পরিবহনকারী ট্রাক তাকে চাপা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। কোতোয়ালী থানার ওসি আব্দুল করিম বলেন, রেয়াজুদ্দিন বাজারে ট্রাকের সাথে ধাক্কা লেগে ওই পথচারীর মৃত্যু হয়। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতাল মর্গে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় ট্রাক ও চালককে আটক করা হয়েছে।

একাত্তরে গণহত্যায় অভিযুক্তদের রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যার আহ্বান এনসিপি'র

স্টাফ রিপোর্টার : একাত্তরে গণহত্যায় সহযোগিতায় অভিযুক্তদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করার আহ্বান জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি। গতকাল সোমবার এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব (দফতর) সালেহ উদ্দিন সিফাতের সই করা এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রামের অধ্যায়গুলো ১৯৪৭, ১৯৭১ এবং ২০২৪-এর যথাযথ স্বীকৃতি এবং মর্যাদা বাংলাদেশে রাজনীতি করার পূর্বশর্ত। একাত্তরে যারা এই জনপদের মানুষের জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলে এবং যাদের বিরুদ্ধে গণহত্যায় সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে, আমরা চাই তারা নিজেদের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে জাতীয় সমঝোতা ও ঐক্যকে সুদৃঢ় করবেন এবং চব্বিশের অভ্যুত্থানের জনআকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নে সহযোগী হবেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, আওয়ামী লীগকে সন্ত্রাসী সংগঠন ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইনে আওয়ামী লীগের দলগত বিচারের বিধান যুক্ত করা এবং জুলাইয়ের ঘোষণাপত্র জারির দাবিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মত, পক্ষ এবং সাধারণ ছাত্র-জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। অথচ একটি পক্ষ সচেতনভাবে দলীয় স্লোগান এবং বাংলাদেশের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামবিরোধী স্লোগান দিয়েছে। যা জুলাই পরবর্তী সাম্প্রতিক আন্দোলনে জাতীয় ঐক্য নবায়নের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। এনসিপি দ্ব্যর্থহীনভাবে জানাতে চায়, আমাদের কোনো সদস্য সাম্প্রতিক আন্দোলনে দলীয় স্লোগান কিংবা এই জনপদের মানুষের সংগ্রাম ও ইতিহাসবিরোধী কোনো স্লোগান দেননি। যেসব আপত্তিকর স্লোগান নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পক্ষটিকেই বহন করতে হবে। এনসিপিকে এর সঙ্গে জড়ানো সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। আন্দোলনকারীরা জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময় একটি পক্ষ আপত্তি জানালেও তারা দৃঢ়তার সঙ্গে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ফ্যাসিবাদী জমানায় নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে চব্বিশের অভ্যুত্থানে যারা ভূমিকা পালন করেছেন, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের আবশ্যিকভাবে 'বাংলাদেশপন্থি' ভূমিকা পালন করে যেতে হবে। এনসিপি মনে করে, কোনো রাজনৈতিক দল বা পক্ষের অতীতের রাজনৈতিক অবস্থান বা আদর্শের কারণে ইতিপূর্বের বিভাজন ও অনৈক্যের রাজনীতির সূত্রপাত ঘটলে সংশ্লিষ্টদের দায় রয়েছে, জনগণের সামনে নিজেদের সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যাখ্যা করে জাতীয় ঐক্যের পথে হাঁটার। বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর ঐক্যের মাধ্যমেই শুধু মুজিববাদকে সামগ্রিকভাবে পরাস্ত করা সম্ভব হবে বলে মনে করে এনসিপি।

দিনাজপুরের সড়কে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের কাহারোলে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ওই মোটরসাইকেলের অপর এক আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। গত রোববার দিবাগত রাত ৯টায় বীরগঞ্জ-পীরগঞ্জ সড়কের কাহারোল উপজেলার কাশিপুর টংক বাবুর হাট সংলগ্ন হাওয়া ইটভাটার সামনে এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ থানার কিসমত সৈয়দপুর গ্রামের এন্তাজ আলীর ছেলে আরিফুল ইসলাম (২৬) এবং পীরগঞ্জ থানার হরিতা গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৪০)। দুর্ঘটনায় ওই মোটরসাইকেলের ওপর এক অজ্ঞাত আরোহীকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন। জানা গেছে, রাত ৯টায় পীরগঞ্জ থেকে একটি মোটরসাইকেলে তিন জন বীরগঞ্জ উপজেলা সদরের দিকে আসছিলেন।

যৌতুকের মিথ্যা মামলা করায়

তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা না পেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়। এ জন্য তিনি আদালতে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা জমা দেন। তবে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় এই মামলায় বাদীকে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারায় সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। পরে তিনি জরিমানার টাকা পরিশোধ করেন। মামলা সূত্রে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৯ জুলাই চার লাখ টাকা দেনমোহরে পুলিশ কনস্টেবল সাগর মিয়ার সঙ্গে রুনা আক্তারের বিয়ে হয়। তবে রুনাকে তার শ্বশুরবাড়িতে নেওয়া হয়নি। সাগরকে স্বর্ণের চেন ও একটি আংটি দেওয়া হয়। কয়েক দিন পরে আসামি সাগর ১৫ লাখ টাকা যৌতুক দাবি করতে থাকেন। তবে টাকা না দেওয়ায় রুনার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়।

স্বাস্থ্যব্যয় মেটাতে বছরে ৪০/৫০ লাখ

ন্যূনতম কাঙ্ক্ষিত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যার ফলে সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। তিনি বলেন, দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই আমরা চেয়েছি স্বাস্থ্য খাতের স্টিয়ারিংটা সরকারের হাতে আসুক। যাতে কর্মপরিকল্পনায় গণ-মানুষের অধিকার প্রতিফলিত হয়, কাজে ওভারল্যাপিং বন্ধ হয়, সরকারি অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, সে কারণে আমরা দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ প্রচলিত খাত বৃদ্ধি কর্মসূচির পরিবর্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি হাতে নিয়েছি। এতে কাজের ফোকাস সুনির্দিষ্ট হবে, স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে সম্পদের যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

জামায়াতকে কাজে লাগানো শেষ,

ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল। আরও বেশিও হতে পারে। মূলত তারা উপস্থিত না হলে আন্দোলনটা জমতো না। গণঅধিকার পরিষদের এই নেতা বলেন, আন্দোলন আংশিক সফল হওয়ার পরে কেন যেন, এনসিপির নেতারা জামায়াত-শিবিরের তকমা থেকে বের হতে চাচ্ছে। কিন্তু সরাসরি এনসিপির কমিটিতেই শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতা আছে। যারা বিরুদ্ধে বলছে, তাদের কেউ কেউ শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। যাইহোক, এখন রাজনীতি করতে গেলে তাদের প্রগতিশীল হয়ে উঠতেই হবে! ফেসবুকে দেওয়া ওই পোস্টে রাশেদ খাঁন আরও বলেন, কোনো কোনো মহল থেকে অভিযোগ আসছে, শাহবাগের প্রতিশোধ নিয়েছে জামায়াত শিবির! আমি সেভাবে বলতে চাই না। কারণ আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের জোরালো দাবি জনগণের পক্ষ থেকে আছে। তাদের প্রশ্ন, যমুনার আন্দোলন কেন শাহবাগে গেলো?! যাইহোক, জামায়াত-শিবিরকে কাজে লাগানো শেষ, এখন তাদের পাকিস্তানপন্থি বলে চালিয়ে দাও। এবারের ঘটনা থেকে জাশির যদি ন্যূনতম শিক্ষা হয়, তবে ডাক দিলেই আর আগের মতো দৌড় দিবে না। আর যদি তারা মনে করে, চড় মেরে ক্ষমা চাইলেও সব ক্ষমা করে দেওয়া যায়, তবে আবার ডাক আসলে, তারা আবার জনশক্তি নিয়ে হাজির হয়ে যাবে....! আর যদি তাদের রাজনীতির উদ্দেশ্যই হয় অন্যের আহ্বানে জনশক্তি সরবরাহ করা, তবে এক্ষেত্রে আমার কোনো মন্তব্য নেই।

বিডিআর হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত

রাইফেলসের (বিডিআর) সদর দফতরে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা সদর দফতর দখল করে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদসহ ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তা এবং ১৭ জন বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এ সময় তারা অনেক অফিসার এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে সরকারি স্থাপনা ও সম্পদ ভাঙচুর এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়েছিল। বিদ্রোহ ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় ঢাকার নিউ মার্কেট থানায় ৮৫০ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-০৯(০৪)২০০৯। এ মামলার রায়ে সিপাহী মো. রেজাউল করিমকেও মৃত্যুদণ্ড সাজা প্রদান করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত।

বেনজীরের স্ত্রীর দুবাইয়ের দুই ফ্ল্যাট

স্ত্রী ও দুই মেয়ের বিরুদ্ধে পৃথক চারটি মামলা করে দুদক। বেনজীর আহমেদ ২০২০ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইজিপি ছিলেন। এর আগে তিনি ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার ও র‌্যাবের মহাপরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

চার দশকের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে ক্ষান্ত

কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি তুর্কি সরকার। পিকেকের এই সিদ্ধান্তে তুরস্ক ও ইরাকের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রায় ৪০ বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘাতের অবসান ঘটল। ৪০ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এই সশস্ত্র সংঘাতে। উল্লেখ্য, পিকেকে প্রধান আবদুল্লাহ ওজালান। ১৯৯৯ সাল থেকে তুরস্কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন তিনি। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক বিবৃতিতে সব সশস্ত্র গ্রুপকে ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। সে ধারাবাহিকতায় এবার এলো সংগঠন বিলুপ্তির আনুষ্ঠানিক এ ঘোষণা। উল্লেখ্য, কুর্দিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে তুরস্কে বিদ্রোহ চালিয়ে আসছিল পিকেকে। তুরস্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে এই গোষ্ঠীকে। পিকেকের বিদ্রোহ শুরুর পর থেকে সহিংসতায় ৪০ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে আড়াই বছরের একটি অস্ত্রবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কে সহিংসতার মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুর্দি-সমর্থিত রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ব্যাপক কঠোর অবস্থানে যায় তুরস্ক সরকার। অনেক নেতাকেই গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ড দেয়। বাশার আল-আসাদের পতনের পর সিরিয়ার কুর্দি-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতেও হামলা চালাতে থাকে তুরস্ক-সমর্থিত বাহিনীগুলো। গত মাসে কুর্দি-নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসকে নিরস্ত্র করার জন্য সিরিয়ার নতুন প্রশাসনকে আহ্বান জানায় তুরস্ক। তবে, ওজালানের আহ্বানের পর এসব সংঘাত থামার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তুরস্কের কুর্দি নেতারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত কুর্দি গোষ্ঠী। বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্য বিভিন্ন জাতিরাষ্ট্রে ভাগ হলেও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র পায়নি কুর্দিরা। ইরাক, ইরান, সিরিয়া, তুরস্কসহ এই চারটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে তারা।

শুল্ক কমাতে একমত

প্রথম দফায় শুল্ক আরোপের ফলে বিশ্ববাণিজ্যে বড় ধরনের অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল এবং বৈশ্বিক মন্দার শঙ্কাও জোরালো হয়েছিল। তবে এবার এই চুক্তির ঘোষণায় বিশ্ব শেয়ারবাজারে তাৎক্ষণিক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। শুল্ক কমানোর চুক্তির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববাজারে চাঙা ভাব দেখা গেছে। হংকংয়ের প্রধান সূচক ৩ শতাংশ বেড়ে গেছে। এসঅ্যান্ডপি ৫০০ স্টক ফিউচারের উত্থান হয়েছে। এছাড়া বাড়তি শুল্ক স্থগিতের খবরে চীনা মুদ্রা ইউয়ানের দর বেড়ে ছয় মাসে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইউরোপীয় শেয়ারবাজারগুলোও উচ্চমুখী প্রবণতায় লেনদেন শুরু করে এবং মার্কিন বাজারগুলোও ২ থেকে ৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করা হয়েছে, এই সময়সীমার মধ্যে চীনের উচিত হবে ফেন্টানিল নামক ভয়াবহ মাদকের অবৈধ রপ্তানি বন্ধে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া। এ বিষয়ে চীনের সদিচ্ছা দেখে ওয়াশিংটন আশাবাদ প্রকাশ করেছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানিলের প্রবেশ ঠেকাতে চীন পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে না এমন অভিযোগ তুলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথমে চীনা পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন।

১৭৮৩ কোটি টাকা আদায়ে এস

হয়েছে বলেও জানান তারা। এর আগে, ৮২ কোটি টাকা আদায়ে আদায়ে এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন এস আলম স্টিলস, এস আলম ব্যাগ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড, ২৭ এপ্রিল ২১৮০ কোটি টাকা আদায়ে এস আলম গ্রুপের মালিকানাধীন স্টিল মিল, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ভোজ্যতেল কারখানাসহ ১১৪৯ শতাংশ জমি এবং ২০ এপ্রিল ১৯৯৮ কোটি টাকা পাওনা আদায়ে এস আলম গ্রুপের চিনিকলসহ প্রায় ১১ একর সম্পত্তিসহ আরও বেশ কয়েকটি নিলাম ডাকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।

ফ্যাসিস্টদের পালিয়ে যাওয়া

পার্টির সভাপতি কমরেড আলি হোসেন, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দলের (পিডিপি) মহাসচিব হারুন আল রশীদ খান এবং সমাজতান্ত্রিক মজদুর পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড ডাক্তার সামছুল আলমসহ ২০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। এ সময় কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন, ড. ইফতেখারুজ্জামান এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আড়ালে

নিষিদ্ধের দাবিতে শাহবাগে লাগাতার আন্দোলনকে নাটক আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, কোনো অপকর্মের আগে শেখ হাসিনাও মানুষের দৃষ্টি সরাতে এমন কৌশল অবলম্বন করতেন। বিএনপি আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের বিরোধিতা না করলেও একটি অজনপ্রিয় দল শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশে বিএনপিকে হেয় করছে। তিনি বলেন, যারা আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন নিয়ে বিএনপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতে চায় তারা দেশ ও জনগণের শত্রু। কারণ আওয়ামী লীগকে বিএনপি কখনো আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় না। ১৭ বছর যারা কারো নির্যাতিত হয়েছে বিএনপি তাদের পুনর্বাসন করবে এটি যারা বলে তারা বিএনপিকে হিংসা করে। তাছাড়া, প্রশাসনে বিএনপি নিধন করে আওয়ামী-জামায়াতপন্থিদের স্থলাভিষিক্ত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা আব্বাস। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, অনেক উপদেষ্টা যারা দেশের নাগরিক না তারাই দেশ পরিচালনা করছেন। মনে হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসন চলছে দেশে। এদিকে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিয়ে দেশ ছেড়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। অথচ সরকার নাকি কিছু জানে না। তারা কী জানেন? 'করিডোর নিয়ে জামায়াত-এনসিপি কেউ কথা বলছে না' সেন্টমার্টিন, সাজেক নিয়ে এনসিপি কেন কথা বলছে না- দলটির কাছে এমন প্রশ্ন রেখে মির্জা আব্বাস বলেন, বিশ্বের ডিকশনারিতে মানবিক করিডোর বলে কিছু নেই। একেকটা নাম দিয়ে এসব বানানো হচ্ছে। আমরা কেন সেন্টমার্টিন যেতে পারব না? আমি এনসিপির ভাইদের বলতে চাই আপনারা এ বিষয় নিয়ে কথা বলেন না কেন? দেশ ভালো অবস্থানে নেই। আবার আমরা শুনতে পাচ্ছি মানবিক করিডোর দেওয়া হবে। কেন কার স্বার্থে করিডোর? জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া কোনো করিডোর দেওয়ার অধিকার এই সরকারের নেই। মির্জা আব্বাস আরও বলেন, দেশে সন্দেহভাজন বিদেশিদের আগমন বেড়েছে। বিভিন্ন মিশন চালু হচ্ছে। সব অপকর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে করছে সরকার। সরকার কারও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে। এটি দেশপ্রেমিক সরকার নয়। এসময় মানবিক করিডোর নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের নীরবতা তুলে ধরে বিস্ময় প্রকাশ করে বিএনপির এই নেতা বলেন, আমরা খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই। বিএনপি ছাড়া করিডোর নিয়ে কেউ কথা বলছে না। জামায়াত, চরমোনাই কেউ কথা বলছে না। বিএনপিকে শেষ করতে পারলেই আওয়ামী লীগের মতো দেশ লুটেপুটে খাওয়া যাবে। নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে সংগঠনের আহ্বায়ক সাইদ হাসান মিন্টুর সভাপতিত্বে এই আয়োজনে আরও উপস্থিতি ছিলেন ওলামা দলের মাওলানা শাহ মো. নেছারুল হক প্রমুখ।

১৪ দলের নিবন্ধন বাতিলের আবেদন

দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, জুলাই আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বাদী ও সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে সাইবার স্পেস-সহ আওয়ামী লীগের যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, জুলাই গণহত্যায় জড়িত থাকার কারণে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। একইভাবে তাদের জোটসঙ্গী জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দল বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর চালানো গণহত্যাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে গণহত্যাকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এছাড়াও দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করে গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগ যে একদলীয় ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছিল, তার অন্যতম সহযোগী ও বৈধতাদানকারী হিসেবে সক্রিয় ছিল জাতীয় পার্টিসহ জোটবদ্ধ বাকি দলগুলো। বিগত তিনটি একতরফা নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করেছে ১৪ দল এবং জাতীয় পার্টি। আবেদনে বলা হয়, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পর পর তিনটি নির্বাচনে জনগণকে ভোট দিতে না দেওয়া, গুম, ক্রসফায়ার, আয়নাঘরে নির্যাতন, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রতিবেশী দেশের হাতে তুলে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ধ্বংস করাসহ বিগত ১৬ বছরে বাংলাদেশের ওপর চালানো বর্বর আওয়ামী দুঃশাসনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের ওপর নির্মম বর্বরতা চালানো ও ধারাবাহিক দুঃশাসনের প্রধান হোতা আওয়ামী লীগ ও তার জোট সঙ্গী প্রত্যেকটি দলকে গণহত্যা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে দলীয় নিবন্ধন বাতিল ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যথাযথ শাস্তির মুখোমুখি করার আহ্বান জানিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে আবেদনে বলা হয়, আমরা আশা করি, দ্রুত সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টিসহ তাদের দোসরদের নিবন্ধন বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে জনক্ষোভ দূর করতে আপনার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শেখ হাসিনার সাবেক সহকারী প্রেস

মামলার মূল নথি না থাকায় আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। একইসঙ্গে নথি পাওয়া সাপেক্ষে জামিন শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। এর আগে শনিবার রাতে যাত্রাবাড়ী থানাধীন শহীদ ফারুক সড়কের সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, সংহতি ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতি সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় কাজে বাধা দানের জন্য গত ৯ ফেব্রুয়ারি সাড়ে ৭টার দিকে আসামিরা রমনা পার্কের ভেতরে ষড়যন্ত্রমূলক মিটিং করেন। এ সময় অভিযান পরিচালনা করে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে অজ্ঞাতনামা আসামিরা পালিয়ে যান। এ ঘটনার পরদিন ১০ ফেব্রুয়ারি রমনা মডেল থানায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়। উল্লেখ্য, আশরাফ সিদ্দিকী বিটু ২০১৭ সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইংয়ে সহকারী প্রেস সচিব হিসেবে নিয়োগ পান। পরবর্তীকালে ২০২১ সালে তার চুক্তির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়ানো হয়। তবে ২০২২ সালের ২১ জুলাই নিজ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ওই পদ থেকে তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করা হয়। চাকরি ছাড়ার সুনির্দিষ্ট কারণ জানা না গেলেও তখন বিষয়টি প্রশাসনিক পর্যায়ে আলোচিত ছিল।

ভারত না গিয়ে দেশি নার্স-ডাক্তারদের

নেগেটিভ বয়ান তৈরি করে অপপ্রচার করছে। তাদের পিছনে যদি এই আমরা ডলার খরচ না করে, এই টাকা গুলো যদি আমাদের নার্স-ডাক্তারদের পিছনে খরচ করি, তাহলে ইন্ডিয়ায় যাওয়ার তো কোনো কারণই থাকতে পারে না। ডাক্তারদের লজিস্টিক সাপোর্ট ঠিক করতে পারলেই তো কেউ ওই (ইন্ডিয়া) দিকে যেতো না । সেই কাজ গুলো অন্তর্বর্তী সরকারকে করা দরকার ছিলো। আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা ডা. রফিকুল ইসলাম, কাদের গনি চৌধুরী, জাহানারা পারভিন, আব্দুস সাত্তার পাটোয়ারী, জাহিদুল কবির, ছাত্রদলেরসহ সভাপতি তৌহিদুর রহমান আউয়াল প্রমুখ।

সুন্দরবন দিয়ে পুশ-ইন করা ৭৪ জন বাংলাদেশি, ৪ জন ভারতীয় নাগরিক

স্টাফ রিপোর্টার : সুন্দরবনের মান্দারবাড়িয়া উপকূলীয় এলাকায় ফেলে যাওয়া ৭৮ জন বাংলাভাষীর মধ্যে ৭৪ জনকে বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করেছে বাংলাদেশ কোস্টগার্ড। অপর চার জন ভারতীয়। নাম-পরিচয় যাচাই-বাছাই শেষে কোস্টগার্ড সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। জানা গেছে, গত ৯ মে একটি ভারতীয় জাহাজ ও স্পিডবোটযোগে এসব মানুষকে বঙ্গোপসাগরের একটি চরে ফেলে যাওয়া হয়। পরে তারা হেঁটে এসে আশ্রয় নেন শ্যামনগর উপজেলার মান্দারবাড়িয়া টহল ফাঁড়িতে। শ্যামনগরের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোছা. রনী খাতুন বলেন, এভাবে হঠাৎ করে ৭৮ জনকে নির্জন উপকূলীয় চরে ফেলে যাওয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিষয়টি জানার পরপরই বন বিভাগ ও কোস্টগার্ডের সহায়তায় তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নেওয়া হয় এবং শুকনো খাবার, চাল-ডাল ও বিশুদ্ধ পানিসহ প্রয়োজনীয় ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়। কোস্টগার্ড জানায়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার পর ১১ মে দুপুর আড়াইটার দিকে তাদের মোংলায় আনা হয়। সেখান থেকে একই জাহাজে করে তাদের শ্যামনগরের উদ্দেশে রওনা করা হয়েছে, যেখানে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হবে। বন বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক মশিউর রহমান বলেন, প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, এসব বাংলাভাষীকে ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করে পরে বঙ্গোপসাগরের নির্জন চরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে তাদের ওপর কোনো নির্যাতন বা অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এ ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। একইসাথে আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতির পরিপন্থী এই পুশ-ইন প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মানবাধিকারকর্মীদের মধ্যে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন অভিভাবক ঐক্য ফোরাম সভাপতি মো. জিয়াউল কবির দুলু। গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আশানুরূপ কোনো লেখাপড়া হয় না। কতিপয় শিক্ষক নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দিয়ে, ফেল করানোর ভয়ভীতি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের নিজ কোচিং সেন্টারে যেতে বাধ্য করে এবং অভিভাবকরা উপায়হীন হয়ে সন্তানকে পরীক্ষায় ফলাফল ভালো করানোর জন্যই শিক্ষকের কোচিংয়ে পাঠাতে উৎসাহিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য হাইকোর্ট আমার দাখিল করা রিট মামলার আদেশের প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে একটি নীতিমালা জারি করেন। ওই নীতিমালায় বলা হয়েছে, শিক্ষকরা নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীদেরকে কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। এজন্য একটি মনিটরিং কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। গত ১৩ বছরে রাজধানী ঢাকায় বিভাগীয় কমিশনের দপ্তরে ওই মনিটরিং কমিটির মাত্র একটি সভা হয়েছিল। ঢাকা বিভাগের কমিশনার অফিসের কর্মকর্তারা আদৌ এ মনিটরিং কমিটির খোঁজ বর্তমানে জানেন না। এ সুযোগে কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ও গভর্নিং বডি/এডহক কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে মাসিক হারে চাঁদা দিয়ে ম্যানেজ করে কোচিং বাণিজ্য ও শিক্ষা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। আরও বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি সম্প্রতি শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার নীতিমালাটি ওয়েবসাইটে সার্কুলার আকারে জারি করে শিক্ষকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু এ লোক দেখানো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘুনে ধরা সমাজের কতিপয় নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষককে এ অনৈতিক কোচিং ব্যবসা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব না। এজন্য প্রয়োজন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে সারাদেশে সাড়াশি অভিযান চালানো। এর ফলেই মনে হয় কোচিং বাণিজ্য দমিয়ে রাখা সম্ভব। পাশাপাশি কোচিং বাণিজ্য বন্ধে আইন প্রণয়ন করেই শিক্ষকদের ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনতে হবে নতুবা শিক্ষাকে বা আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা সম্ভব নয়।

তীব্র তাপপ্রবাহ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরুরি নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশজুড়ে চলমান তীব্র তাপপ্রবাহ নিয়ে জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। গত রোববার এক বিবৃতিতে এ নির্দেশনা জারি করা হয়। বিবৃতিতে নির্দেশনাগুলো প্রতিপালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। সেগুলো হচ্ছে- ১। দিনের বেলায় ঘরের বাইরে বের হলে ছাতা, টুপি/ক্যাপ, বা কাপড় দিয়ে মাথা যথাসম্ভব ঢেকে রাখুন। ২। হালকা রঙের সুতির ঢিলে-ঢালা জামা পরিধান করুন। ৩। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করুন এবং তরল জাতীয় খাবার গ্রহণ করুন।
৪। সম্ভব হলে একাধিকবার গোসল করুন।
৫। অতিরিক্ত তেল-মসলা যুক্ত খাবার পরিহার করুন এবং বাসি, খোলা খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।
৬। প্রস্রাবের রঙের দিকে লক্ষ্য রাখুন, গাঢ় হলুদ রঙের প্রস্রাব হলে অবশ্যই পানি পানের পরিমাণ বাড়ান।
৭। গরমে অসুস্থ বোধ করলে দ্রুত নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
৮। গরমে যেসব ব্যক্তি অধিক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছেন যেমন– ক) শিশু ও গর্ভবতী মা খ) বয়স্ক ব্যক্তি গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঘ) শ্রমজীবী ব্যক্তি, যেমন রিকশাচালক, কৃষক, নির্মাণ শ্রমিক, দিনমজুর ঙ) স্থূলকায় ব্যক্তি চ) শারীরিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি বিশেষ করে হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপের রোগী, তারা বিশেষ ভাবে সাবধান থাকবেন। ৯। প্রয়োজনে 'স্বাস্থ্য বাতায়ন'এর ১৬২৬৩ নম্বরে পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।

রংপুরে বাসচাপায় ২ মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার মীরবাগ বুড়াইল ব্রিজ এলাকায় বাসচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাত ২টার দিকে রংপুর-কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার কবির মাহমুদ গ্রামের নিবারণ চন্দ্রের ছেলে সঞ্জয় চন্দ্র (২৭) ও একই উপজেলার মাস্টারপাড়া গ্রামের মৃত আজিম উদ্দিনের ছেলে মো. বেলাল হোসেন (৪০)। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, রাত ২টার দিকে লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা শাহ আলী পরিবহন নামে একটি বাস মীরবাগ বুড়াইল ব্রিজ এলাকায় মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে গুরুতর আহত হন তারা। পরে স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে কাউনিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভর্তি করলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর যাত্রীবাহী বাসটি রাস্তার পাশে খাদে ফেলে দিয়ে চালক ও হেলপার পালিয়ে যান। কাউনিয়া থানার ওসি আব্দুল লতিফ এর সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ময়নাতদন্তের পর লাশগুলো পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সবজি ক্ষেতে কাজ করার সময় বজ্রপাতে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলার শীলকূপ ইউনিয়নের পূর্ব শীলকূপ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোহাম্মদ ফিরোজ আহমদ (৩৬) উপজেলার শীলকূপ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব শীলকূপ ইসমাইল সিকদার বাড়ির মৃত মো. এয়াকুব আলীর ছেলে। জানা যায়, সকালে সবজি ক্ষেতে কাঁকরোল তুলতে যান ফিরোজ। হঠাৎ বজ্রপাত শুরু হলে তিনি ঘটনাস্থলে মারা যান। এসময় পাশে থাকা কৃষকরা তাকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। শীলকূপ ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত ইউপি চেয়ারম্যান রাশেদ নূরী জানান, বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে। মৃত কৃষকের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, বজ্রপাত দেখে ভয়ে তিনি মারা যান। তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

আ.লীগ নেতাকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের কানাইঘাটে আওয়ামী লীগ নেতাকে মারধর করে পুলিশে সোপর্দ করার ঘটনায় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মামুন রশীদকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। গত রোববার রাত ১২টার দিকে সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী সই করা নোটিশটি মামুন রশীদকে পাঠানো হয়। নোটিশে আওয়ামী লীগ নেতাকে মারধরের কথা উল্লেখ করা না হলেও সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তাকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। নোটিশে আগামী সাতদিনের মধ্যে তাকে জবাব দিতে বলা হয়েছে। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে মামুন রশীদকে শোকজ করা হয়েছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। তার ব্যাখ্যা পাওয়ার পর গঠনতন্ত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নোটিশে বলা হয়, দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকেও সম্প্রতি আপনি এমন কিছু কার্যক্রমে জড়িয়েছেন, যা সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি দলের দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং তা দলীয় আদর্শ, শৃঙ্খলা ও নীতিমালার পরিপন্থি। আপনার এ ধরনের অবস্থানকে সংগঠনের বিরুদ্ধে কার্যত বিরুদ্ধাচরণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। কেন আপনার বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না, তা আগামী ১৯ মের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশনা দেওয়া হলো। এর আগে কানাইঘাটে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে স্থানীয়রা কানাইঘাট সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক আফসার উদ্দিন আহমেদকে মারধর করে। একপর্যায়ে তিনি আত্মরক্ষার্থে মসজিদে ঢুকে পড়েন। সেখান থেকে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় উপজেলা বিএনপির সভাপতি মামুনুর রশীদের বাড়িতে। এরপর তাকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। গত রোববার রাতে বিএনপি নেতা মামুনুর রশীদ বলেন, ওই চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ সরকারের সময় এলাকার মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। তার ভাই আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহা উদ্দিন নাছিমের সহপাঠী। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে খুব অত্যাচার করেছেন এলাকায়। তার বিরুদ্ধে বিএনপি নেতাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের সতর্কতা জারি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী মেহেরপুর জেলার সীমান্তে চলাচল ও কৃষি কাজে সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। একইভাবে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডও (বিজিবি) সন্ধ্যার পর থেকে সীমান্ত এলাকায় চলাচল সীমিত রাখতে বলেছে। সেইসঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সীমান্ত এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে। এতে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। সরেজমিনে সীমান্ত এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নোম্যান্স ল্যান্ডে বাংলাদেশ-ভারত দু'দেশেরই জমি রয়েছে। কাঁটাতারের বেড়ার এপারে অনেক জমি রয়েছে ভারতীয়দের। তারা নানা জটিলতার কারণে চাষাবাদ করতে আসেন না। বাংলাদেশিদের বর্গা দেন। দীর্ঘদিন এ বর্গা প্রথা চলে এলেও কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধের দামামার কারণে গুপ্ত হামলার আশঙ্কায় ভারতীয় বিএসএফ ওই জমির চাষাবাদ ছাড়া অপ্রয়োজনে সীমান্ত এলাকায় চলাচল নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মাইকিং করেছে। সীমান্তবাসীদের মতে, সীমান্তে নোম্যান্স ল্যান্ডে ভারত অংশের কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ১৫০ মিটারের মধ্যে ভারতীয় কৃষকের অন্তত দেড় হাজার থেকে দুই হাজার বিঘা জমি রয়েছে। যার সিংহভাগই বাংলাদেশি কৃষক বর্গা নিয়ে আবাদ করেন। বিঘা প্রতি ৮-১০ হাজার টাকা লিজ বা বর্গা খরচ দিতে হয়। এবছরও সবাই ওই জমি আবাদ করেছেন। আর কয়েকদিন পর ফসল ঘরে তুলবেন তারা। কিন্তু সীমান্তে সতর্কতা সরূপ বিএসএফ-বিজিবি অপ্রয়োজনীয় চলাচল ছাড়াও বিকেল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দিয়ে মাইকিং করেছে। সীমান্তবাসী আরও জানান, বাংলাদেশ সীমান্তের মেহেরপুর জেলার সীমান্তবর্তী মুজিবনগর, গাংনী ও মেহেরপুর সদর উপজেলা। সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮৯ কিলোমিটার। এই সীমান্তটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার সঙ্গে সংযুক্ত। এর সঙ্গে সংযুক্ত এলাকা হিসেবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নবীননগর, শিকারপুর, তাজপুর, ভাদুপাড়া, নবচন্দ্রপুর, লালবাজার, করিমপুরসহ অনেকগুলো গ্রাম। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে দুই দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে ৭৪টি সীমান্ত গেট রয়েছে। যেগুলো দিয়ে ভারতীয় কৃষক কৃষিকাজ করতে কাঁটাতারের এপারে নিজ জমিতে আসেন। তারা এখন আসছেন বিএসএফের প্রহরায়। সবচেয়ে বেশি জমি রয়েছে মেহেরপুরের ইচাখালী সীমান্তে। অন্তত ২৫-৩০ জন চাষির প্রায় ৭৫ বিঘা জমি রয়েছে সেখানে। এসব জমির মালিকদের বেশিরভাগই গোভিপুরের। এই জমিগুলোর মালিকানা নিয়ে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও এখনও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। এসব জমি দেশভাগের সময় ভারতের অংশে চলে যায়। তবে বাংলাদেশি কৃষকরা সেগুলো বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে আসছেন। মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুর গ্রামের আসাদুল হক জানান, দেশভাগের পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ সেতু বন্ধন সৃষ্টি করেছে। নোম্যান্স ল্যান্ডে উভয় দেশের কৃষক কাজ করে। এখনও সকলেই ফসল কেটে ঘরে তুলছেন। কোনো বাধা নেই। তবে পাক-ভারত যুদ্ধের কারণে উভয় দেশের চাষিদেরকে চলাচলের ওপর সতর্কতা জারি করেছে। বিভিন্ন মসজিদের মাইকে ছাড়াও স্থানীয়ভাবে সন্ধ্যার পর থেকে চলাচলে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়। একই কথা জানান ইছাখালি গ্রামের আরশেদ হোসেন। মেহেরপুর গাংনীর সীমান্তবর্তী তেতুঁলবাড়িয়া ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল ওয়াহাব জানান, পাক-ভারত যুদ্ধের প্রভাব এখানে নেই। আগের মতোই দু'দেশের চাষিরা চাষাবাদ করছেন। তবে সতর্কতা সরূপ উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত চলাচল সম্পূর্ণ সীমিত করা হয়েছে। ৪৭ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার মাহাবুব মুর্শেদ জানান, সীমান্ত এলাকায় সতর্কতা জারি করে মাইকিং করা হয়েছে। বিকেল থেকে সবারই চলাচল সীমিত। এলাকায় টহল জোরদার করা হয়েছে। দু'দেশের যৌথ টহলও চলমান। তবে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রভাব এ সীমান্তে নেই বলেও জানান এই কর্মকর্তা।

মহেশপুর সীমান্তে গাজা-মদসহ ২২ বাংলাদেশি আটক

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটককৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। গত রোববার মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ তথ্য জানানো হয়। বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন কুমিল্লাপাড়া, খোশালপুর ও জীবননগর বিওপির অভিযানে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটকদের মধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন শিশু। বাকি ১৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ। আটককৃত ব্যক্তিরা নড়াইল, যশোর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, বাগেরহাট, নোয়াখালীও খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা। এছাড়া বেনীপুর, উথলী ও রাজাপুর বিওপি'র পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে ৪২ বোতল ভারতীয় মদ, ৩ কেজি গাঁজা ও ৯৫২ পিস নিষিদ্ধ উত্তেজক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

কেদারপুর-দেহেরগতি সংযোগ ব্রীজের নির্মাণে উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার : বাবুগঞ্জের কেদারপুরে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কেদারপুর-দেহেরগতি সীমান্তবর্তী সংযোগ ব্রীজের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত রোববার সকাল ১১ টায় এ ব্রিজ নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৩৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১২ ফুট প্রস্থের এ ব্রিজের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮ লাখ টাকা গত রোববার সকাল ১১ টায় দোয়া ও মিলাদের মধ্য দিয়ে এ কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মোঃ হাসানুজ্জামান আর্মি খোকন, কেদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ মুসা আলী, ইউপি সদস্য মোঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস, সমাজসেবক ও সাবেক সেনা সদস্য মোহাম্মদ মাসুদ মল্লিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাকিম মল্লিক, কেদারপুর ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মোঃ তৌফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য এই ব্রিজটি দীর্ঘ প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। এবং এটি ব্যবহারে একেবারেই অনুপযোগী থাকায় আশেপাশের এলাকার মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এমনকি ব্রিজটি সংস্কার কিংবা পূর্ণ নির্মাণের ব্যাপারে একাধিক বার স্থানীয়রা জনপ্রতিনিধিদের কাছে ধর্না দিয়েও কোন সমাধান পাননি। এ ব্যাপারে জনপ্রিয় অনলাইন পেজ বাবুগঞ্জ বার্তায় সরাসরি লাইভ এর মাধ্যমে গত ২৩ এপ্রিল সংবাদ প্রচার করেন যেটি উপজেলা প্রশাসনের নজরে আসে। সর্বশেষ কেদারপুর ইউনিয়নের বিশিষ্ট সমাজসেবক হাসানুজ্জামান আর্মি খোকন, মোঃ মাসুদ মল্লিক, ইউপি সদস্য মুসা আলী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কে অনুরোধ করেন এ সময় বাবুগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারুক আহমেদ দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেন।

'চুরি, ছিনতাই, মাদক ও জুয়া রোধ করতে না পারি তাহলে চাকরি ছেড়ে দেবো'

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৪ মাসের মধ্যে দিনাজপুর জেলা থেকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক ও জুয়া রোধ করতে না পারি তাহলে চাকরি থেকে এ যাবত কালীন যে বেতন-ভাতা পেয়েছি তা আপনাদের মাঝে বুঝিয়ে দিয়ে চাকরি ছেড়ে দেবো। গত রোববার বিকালে থানা প্রাঙ্গণে ঘোড়াঘাট থানা আয়োজিত চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক ও জুয়া প্রতিরোধে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজের লোকজন ও গণমাধ্যমকর্মীদের নিয়ে ওপেন হাউজ ডে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত থেকে দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার মো. মারুফাত হুসাইন উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, আমি পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর অনেক ডাকাতকে গ্রেফতার করতে পেরেছি এবং ডাকাতির প্রস্তুতি কালে ডাকাত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আমরা যা করেছি এতে আমরা তৃপ্ত নই, আমরা যে সফল হয়েছি তা আমরা বলবো না। ডাকাতির মত ঘটনাকে আমরা জিরো পর্যায়ে নিয়ে আসব, যেন ডাকাতির মতো ঘটনা পরবর্তীতে আর না ঘটে। ডাকাতিসহ অপরাধ দমনে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। এসব অপরাধ প্রতিরোধে আপনাদেরকে (জনগণকে) সহযোগিতা করতে হবে। অনুষ্ঠানে ঘোড়াঘাট থানার ওসি মো. নাজমুল হকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, সহকারী কমিশনার ভূমি ও পৌর প্রশাসক আব্দুল আল মামুন কাওসার শেখ, ঘোড়াঘাট-হাকিমপুর সার্কেলের সহকারি পুলিশ সুপার আ.ন.ম নিয়ামত উল্লাহ, পৌর বিএনপির সভাপতি সাবেক মেয়র আব্দুস সাত্তার মিলন।

সাঁথিয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার সাঁথিয়ায় কলেজের ছুটিতে বাড়ি এসে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে প্রাণ গেল মারুফ হোসেন (২০) নামের এক শিক্ষার্থীর। নিহত শিক্ষার্থী উপজেলার শশদিয়া গ্রামের লিটন প্রামানিকের ছেলে এবং পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর সিভিল ট্রেডের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। গতকাল সোমবার সাঁথিয়া পৌরসভার দৌলতপুর মহল্লায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ সময় তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে স্বপ্না খাতুন (৪৫) নামে এক নারী আহত হয়েছেন। তাকে প্রথমে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে পাবনা সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। নিহতের পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মারুফ হোসেন কলেজের ছুটিতে বাড়ি এসে দরিদ্র পরিবারের সন্তান হওয়ায় পড়ালেখার খরচ যোগাতে গতকাল সোমবার সকালে পৌরসভার দৌলতপুর মহল্লায় সিদ্দিকুর রহমানের বাড়িতে উপজেলার গাগড়াখালি গ্রামের রাজমিস্ত্রি জীবন হোসেনের সাথে তার সহাকারী হিসেবে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত সকাল ১০টার দিকে সে বিদ্যুতায়িত হয়ে গেলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে সাঁথিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষনা করেন। চিকিৎসক জানিয়েছেন মারুফ হোসেন হাসপাতালে আসার আগেই মারা গেছেন। এ সময় বাড়ির মালিক সিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রী স্বপ্না খাতুন তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। সাঁথিয়া পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর সেলিম রেজা স্বপন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, নিহত ছেলেটি সম্পর্কে আমার ভাতিজা হয়। অভাবের সংসারের কারণে সে কলেজের ছুটিতে বাড়ি এসে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মারা গেছেন। তার বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল ছেলেটিকে ইঞ্জিনিয়ার বানাবে কিন্ত সে স্বপ্ন তার পূরণ হলোনা! সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইদুর রহমান জানান, এ ব্যাপারে লিখিত কোন অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাটমোহরের জমি দখল ও ধান কাটা নিয়ে চরম উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার : পাবনার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল ইউনিয়নের মারিয়াস্থল মৌজায় জমি দখল ধান কাটা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। যে কোন মূহুর্তে এনিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেতে পারে বলে এলাকাবাসী জানান। ইতোমধ্যে ধান কেটে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ওই এলাকার আঃ মজিদ গং ও আলমগীর হোসেন গং এর মধ্যে জমি নিয়ে এই বিরোধ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, হান্ডিয়াল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান রবিউল করিম মাস্টার, তার ভাই আঃ রহমান, আঃ আজিজ, আঃ মজিদ, শামসুল আলম, নজরুল, নজির প্রাং গং ক্রয়সূত্রে মারিয়াস্থল মৌজার ৮ একরের বেশি জমির মালিক। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই জমি ভোগদখল করে আসছেন। এসএ রেকর্ড ও আরএস রেকর্ড তাদের অনুকূলে। এনিয়ে আদালতে মামলা চলমান। রবিউল করিম মাস্টার-আঃ মজিদ গং এর অভিযোগ বিগত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর একটি আলমগীর গংএই জমি জবরদখলে মরিয়া হয়ে ওঠে। যার ফলে তারা সশস্ত্র অবস্থায় জমি দখলের অপচেষ্টা করছেন। জানা গেছে, মারিয়াস্থল মৌজার ১১ একর ৬০ শতাংশ জমির ডিএস রেকর্ড অনুযায়ী মালিক নুরুল হক সরকার গং। ১৯৫১ সালে ওই জমি নিয়ে খাজনার মামলা করেন সরকার পক্ষ। মামলায় সমস্ত জমি সরকারি হয়ে যায়। পরবর্তীতে সরকার নিলামে ওই জমি বিক্রি করেন। এলাকার বাসিন্দা শশধর হলদার নিলামে জমি ক্রয় করেন। এরপর শশধর হলদারের নামে এস এ রেকর্ড হয়। এরপর রবিউল করিম-আঃ মজিদ গং ৮ একরের বেশি জমি ক্রয় করে ৪৪ বছর ধরে ভোগদখল করছেন। সম্প্রতি প্রতিপক্ষ আলমগীর হোসেন গং এই জমি নিজেদের দাবি করে জবরদখলের অপচেষ্টা করছেন। এনিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী জানান, এই জমি নিয়ে যে কোন সময় সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হতে পারে। ঘটতে পারে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। গত শনিবার এই জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে চাটমোহর উপজেলা নির্বাহী কর্মকার দপ্তরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মনজুরুল আলম, এ্যাড.আঃ ছাত্তার, এ্যাড.এস এম আঃ রউফ, বিএনপি নেতা অধ্যক্ষ আঃ রহিম কালু, গিয়াস উদ্দিন, আতাউর রহমান তোতা, আবুল কালাম আজাদ, আবু হানিফ, রেজাউল করিমসহ দুই পক্ষের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে এক পক্ষ জমি চাষাবাদ করছে, তাদের নামে এসএ ও আরএস রেকর্ড। আইনগতভাবে ফসল তারাই পাবেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ আলমগীর গং এ সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নন। তারা ধান কেটে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এরআগে গত ৩ এপ্রিল চাটমোহর থানায় আরেকটি একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় আদালতে এনিয়ে মামলা চলমান। মামলা নিষ্পিত্তি হলে এবং যারা রায় পাবেন, তাদের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানার বৈঠকের পরই আলমগীর হোসেন গং গত ২ মে প্রায় ৫ বিঘা জমির ধান জোরপূর্বক কেটে নেয়। পরে অবশ্য থানা পুলিশ এনিয়ে পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। বর্তমানে আলমগীর গং নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে বলে অপরপক্ষ অভিযোগ করেছেন। তারা ধান কেটে নেওয়াসহ জমি জবরদখলে মরিয়া হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। আলমগীর গং কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে জমি জবরদখল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা যে কোন মূল্যে এই জমি দখল ও ফসল কেটে নেওয়ার পাঁয়তারা করছে বলে একাধিক সূত্র জানায়। যদিও এ বিষয়ে আলমগীর হোসেনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করে তাকে পাওয়া যায়নি। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ মনজুরুল আলম জানান, আদারতের বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত দিতে পারিনা। তবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদকীয়

ব্যবসা-বিনিয়োগে মন্দা
আস্থার পরিবেশ ফেরাতে হবে

দেশে ব্যবসা-বিনিয়োগে এক ধরনের আস্থাহীনতা তৈরি হয়েছে। গ্যাসের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। রয়েছে ডলার সংকট। কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর মধ্যে কয়েক শ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ধুঁকছে অনেক কারখানা। অনেক কারখানা নিয়মিত বেতন-ভাতা দিতে পারছে না। বাড়ছে শ্রম অসন্তোষ। উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণনে ধীরগতি তৈরি হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও রয়েছে উদ্বেগ। আর এসবের প্রভাব পড়েছে রাজস্ব আয়ে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ঘাটতি ছাড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই ভূখণ্ড রীতিমতো একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেই অবস্থায় দেশপ্রেমিক উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময়ে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে তাঁরা দেশে শিল্পায়নের একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছেন। কিন্তু সেসবই আজ হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে বলে উদ্যোক্তা ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তাঁদের মতে, সামগ্রিকভাবেই দেশে শিল্প খাতে পরিবেশের অবনতি হচ্ছে। ফলে দেশীয় উদ্যোগ যেমন কমছে, তেমনি কমছে বিদেশি বিনিয়োগ। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে শিল্প খাতের বিকাশ তো দূরের কথা, অস্তিত্ব নিয়েই সংকট তৈরি হতে পারে। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। পরে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রায় তা কমিয়ে চার লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা করা হয়। সে হিসাবে সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বছরে ৩৬৫ দিনের প্রতিদিন গড়ে এক হাজার ২৭০ কোটি টাকা আদায় করতে হতো। প্রথম ৯ মাসে আদায়ের ক্ষেত্রে বিরাট রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বাড়ছে বাণিজ্য ঘাটতি। গত ৯ মাসে এক হাজার ৫৪৩ কোটি ১০ লাখ ডলারের বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে দেশ। এরই মধ্যে বাংলাদেশের পরবর্তী দুই বছরের প্রবৃদ্ধি হ্রাসের সংকেত দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। গবেষণা বলছে, আমদানির ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্টের আরোপ করা শুল্ক কার্যকর হলে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ০.৩ শতাংশ কমে যেতে পারে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কমতে পারে ০.৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞরা অর্থনীতিতে বড় ধরনের বিপর্যয়ের যে আশঙ্কা করছেন, তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে আস্থার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। বেসরকারি খাতের বিকাশ ত্বরান্বিত করতে নানামুখী উদ্যোগ নিতে হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্রে জানা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ঘাটতি ছাড়িয়েছে ৬৫ হাজার ৬৬৫ কোটি টাকা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে এই ভূখণ্ড রীতিমতো একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সেই অবস্থায় দেশপ্রেমিক উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীরা অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময়ে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে তাঁরা দেশে শিল্পায়নের একটি শক্তিশালী ভিত তৈরি করেছেন

৪০ লাখ মামলা ও ভূমিহীনতা: সংস্কার ছাড়া উপায় নেই

বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমিসংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৪০ লাখেরও বেশি–একটি উদ্বেগজনক বাস্তবতা, যা কৃষিজমি, নাগরিক অধিকার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমি ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা ১৩টি সংগঠন এই সংকট মোকাবেলায় কৃষি ও ভূমিসংস্কারভিত্তিক ৩৬টি প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে, যা এক সময়োচিত ও বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা যায়। একইসঙ্গে প্রায় ৯০ হাজার কৃষিজীবী মানুষের স্বাক্ষরসংবলিত আবেদনও সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যা এ ইস্যুর গুরুত্ব ও জনসম্পৃক্ততার একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাগুলো উত্থাপিত হয়েছে, তা শুধু সমস্যার নিরূপণ নয়, বরং তা সমাধানের পথনির্দেশনা হিসেবেও বিবেচ্য। দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি, খাস জমির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ, ভূমি ব্যাংকের কার্যকর প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি একটি 'ভূমি ও কৃষি সংস্কার কমিশন' গঠনের দাবি–এসবই বাস্তবায়নযোগ্য ও নাগরিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ। বক্তারা যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, ৭২-৭৫ শতাংশ মামলাই ভূমিসংক্রান্ত। প্রতিটি পরিবার কোনো না কোনোভাবে এই জটিলতার শিকার। এমন বাস্তবতায় ভূমি সংক্রান্ত মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি কেবল আদালতের উপর চাপ কমাবে না, বরং কৃষিজমির সুষ্ঠু ব্যবহারে সহায়ক হবে এবং ভূমির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অন্যায্যতাও কিছুটা লাঘব হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশের বিভিন্ন আইন ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি ও ভূমি বিষয়টি প্রাধান্য পেলেও তার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। ভূমি সংস্কার নিয়ে কোনো কমিশন এখনও গঠিত না হওয়া এই খাতের প্রতি নীতিনির্ধারকদের দীর্ঘদিনের উদাসীনতার প্রমাণ। অথচ, একটি কার্যকর সংস্কার কমিশন কেবল জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনেই নয়, বরং ভূমিহীনদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, কৃষি উৎপাদনের স্থায়িত্ব এবং পরিবেশ সংরক্ষণেও বড় ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যদি প্রস্তাবিত এই সংস্কার কমিশন গঠনে উদ্যোগ নেয়, তবে তা একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। একইসঙ্গে, ভবিষ্যতের যেকোনো নির্বাচিত সরকারের জন্য এ খাতটি ঢেলে সাজানোর একটি সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি হবে। সুতরাং, কৃষি ও ভূমিসংস্কারসংক্রান্ত সংকট নিরসনে শুধু সংবেদনশীলতা নয়, প্রয়োজন কার্যকর উদ্যোগ ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার। জনসম্পৃক্ত প্রস্তাবনাগুলোর আলোকে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এখন সময়ের দাবি।

একইসঙ্গে প্রায় ৯০ হাজার কৃষিজীবী মানুষের স্বাক্ষরসংবলিত আবেদনও সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যা এ ইস্যুর গুরুত্ব ও জনসম্পৃক্ততার একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে যে প্রস্তাবনাগুলো উত্থাপিত হয়েছে, তা শুধু সমস্যার নিরূপণ নয়, বরং তা সমাধানের পথনির্দেশনা হিসেবেও বিবেচ্য। দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে চলমান মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি, খাস জমির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ, ভূমি ব্যাংকের কার্যকর প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কাম্য নয়

এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া

এ অঞ্চলের পারমাণবিক শক্তিধর দুই প্রতিবেশী ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় যুদ্ধ বেধে যাওয়া ও হতাহতের ঘটনায় নানা হুমকি তৈরি হয়েছে। এর বাইরে আরও বড় বিপদ রয়েছে। অর্থনীতি, বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশের যে বিপর্যয় ডেকে আনবে, তাতে যে দেশই নিজেদের বিজয়ী বলে দাবি করুক না কেন, ক্ষয়-ক্ষতির ফলে স্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি হবে। এখন সময় হয়েছে, দুই দেশের যুদ্ধংদেহি উত্তেজনা বন্ধ করা ও সংকট সমাধানের পথ বের করা। কাশ্মীরে ঘটে যাওয়া বর্বরোচিত সন্ত্রাসী হামলা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সংকট তৈরি করেছে। দেশ দুটিই এখন যুদ্ধংদেহি অবস্থায়। গত দুই দশকের মধ্যে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে ঘটা সবচেয়ে ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত-পাকিস্তান একে অপরের বিরুদ্ধে নানা ধরনের পাল্টাপাল্টি ব্যবস্থা নিচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে পাল্টাপাল্টি বয়ান। হাদিস ও ইসলামি ইতিহাস থেকে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, তার মধ্যে শেষ জামানার যুদ্ধ সম্পর্কেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণী পাওয়া যায়। শেষ সময়ে বা শেষ জামানায় বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের বা যুদ্ধের আলোচনা কিছু হাদিসে এসেছে, যদিও সেগুলোতে সরাসরি কোনো দেশের নাম উল্লেখ নেই। হাদিসে রাসুলে এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার অঞ্চলে অন্তত একটি বড় ধরনের সংঘর্ষ হবে, যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর উপর প্রভাব ফেলবে। কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ রাসুল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে বেরিয়ে আসা ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বক্তব্যের মূল বিষয় হলো, এ ধরনের যুদ্ধে মুসলমানদের একসাথে থাকতে হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আশা করতে হবে। ভারত-পাকিস্তানের এই যুদ্ধের দামামার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন স্থিতিশীল দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তি প্রক্রিয়ার এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু এই আঞ্চলিক রাজনীতির অন্যতম প্রধান অংশীদার সেহেতু প্রশ্ন হলো এই উত্তেজনামূলক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের করণীয় কি হওয়া উচিত ? ভারত-পাকিস্তানের এই যুদ্ধ পরিস্থিতি এই অঞ্চলে নতুন নয়। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে এই ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সবসময় দক্ষ, বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল অংশীদারির ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বিবদমান পক্ষের ওপর ন্যস্ত করে সমস্যার সমাধান আরও গতিশীল রেখেছে। ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বে বাংলাদেশের মূল অস্ত্র ছিল 'বিশ্বাসযোগ্য নিরপেক্ষতা'। বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির মূলমন্ত্র 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়' ছিল এই নিরপেক্ষতার চালিকা শক্তি। ফলে, আঞ্চলিক এই দ্বন্দ্বের মধ্যেও আঞ্চলিক পর্যায়ে অবাধ বিচারণে বাংলাদেশের কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। কারণ এই নিরপেক্ষতা সবপক্ষের আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে করছেন অনেকেই। পাকিস্তানের কূটনৈতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সঙ্গে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়েছে, ফলে চলমান পরিস্থিতিতে কিছুটা অস্বস্তিকর পরিবেশ বিরাজ করছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে কোন দেশ কোন দেশের সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক তৈরি করবে সেই অধিকার প্রতিটি দেশের রয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষেত্রে সেই চর্চায় কৌশলী হতে হয়। আর আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অস্থিতিশীলতা তৈরির আশঙ্কা তৈরি হলে পা ফেলতে আরো বেশি কৌশলী হকে হয়। কারণ এই ধরনের পরিস্থিতিতে বিবদমান পক্ষের অন্যতম লক্ষ্য থাকে দল ভারি করা। নানা ফাঁদ ও লোভনীয় প্রস্তাবের মাধ্যমে বিবদমান পক্ষ তাদের পক্ষের দল ভারী করতে সচেষ্ট হয়। দলে ভিড়তে বাধ্য করে। ভারত-পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা হলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। আল জাজিরাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, ইতিমধ্যে অনেক নাটকীয়তার পর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলো। ভারত পাকিস্তানে আক্রমণের ৫ মিনিটের মধ্যেই পাকিস্তান পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। এটি যুদ্ধের ইতিহাস এক বিরল ঘটন! হামলা পাল্টা হামলার পরপর উভয় দেশের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ভারত হামলা করে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে কি যে ভুল করেছে। ভারত অতিদ্রুত প্রতিআক্রমণের শিকার হবে, তা আশা করেনি। মিডিয়ার তথ্যানুযায়ী পাক বাহিনী ভারতের দুটি যুদ্ধবিমান, ১টি হেলিকপ্টার, ৪টি নজরদারি ড্রোন ধ্বংস করেছে। ২২ ভারতীয় সেনা মারা গেছে। তবে পাকিস্তান ব্লুমবার্গকে জানিয়েছে যে, তারা ৫টি ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস করেছে এবং কিছু ভারতীয় সেনাকে গ্রেফতার করেছে। ভারত পাকিস্তানের ১টি এফ১৬ যুদ্ধ বিমান ধ্বংস করেছে। ৭ পাক সেনা ও এক শিশু মারা গেছে। ভারত হামলা চালিয়েছে তিন জায়গায় ৯ বার, পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে ৫ জায়গায় ১৫ বার। ভারত শহিদ করেছে একটি মসজিদ। পাকিস্তান ধ্বংস করে শ্রীনগরের ভারতীয় এক এয়ার বেইজ। ভারত ৯টি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে, পাকিস্তান ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক ১৫টি ছুড়েছে। ভারত পাকিস্তানের একটি বাড়ি ধ্বংস করেছে, পাকিস্তান ৪টি ভারতীয় সেনা ছাউনি ধ্বংস করেছে। ভারতীয়রা পাক সীমান্তের অভ্যন্তরে ঢুকতে পারেনি। তবে দেড় শতাধিক পাক সেনা জম্মুর ভিতরে প্রবেশ করে স্থল অভিযান শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস গত ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আয়োজিত 'আকাশ বিজয়' মহড়া শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি রীতিমতন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাই বলে দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য, ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি না নেওয়াটা 'আত্মঘাতী' এবং প্রস্তুতি নিতে হলে 'আধা-আধি প্রস্তুতি'র কোনো জায়গা নেই।- এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীকে ম্যাসেজ দিয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। অবশ্য একই বক্তব্যে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূস নিজেকে একজন যুদ্ধবিরোধী মানুষ বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "অনেকের মতো আমিও যুদ্ধবিরোধী মানুষ। পৃথিবীতে যুদ্ধ হোক, এটা কামনা করি না। যুদ্ধ প্রস্তুতি অনেক সময় যুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। কাজেই যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েও একটা ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু এমন বিশ্বে আমরা বাস করি, প্রতিনিয়ত যুদ্ধের হুমকি আমাদের ঘিরে থাকে। সেখানে প্রস্তুতি না নিয়ে থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে।" ভারত-পাকিস্তানের সংঘাতে যে বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, সেই ইতিহাস সংযত হওয়ার শিক্ষা দেয়। ১৯৯৯ সালে খুব সীমিত পরিসরে মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী কারগিল যুদ্ধে ভারত ও পাকিস্তানের পুঁজিবাজারে ধস নেমেছিল। বাজার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হলেও বৈরিতা দীর্ঘদিন ধরে চলায় অর্থনৈতিক প্রভাব পড়েছিল মারাত্মক। পরবর্তী অর্থবছরে পাকিস্তানের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ২ শতাংশ থেকে কমে ৩ দশমিক ১ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছিল। ২০১৯ সালে পুলওয়ামা সংঘাতের সময় আমরা দেখেছি, মাত্র এক সপ্তাহের উত্তেজনায় দুই দেশের পুঁজিবাজারে ক্ষতির পরিমাণ ১২ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছিল। এখন যদি সর্বাত্মক যুদ্ধ বেধে যায়, তাহলে ধ্বংসযজ্ঞ আরও অনেক বেশি হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দক্ষিণ এশিয়ার এই দুই দেশের মধ্যকার চলমান উত্তেজনার প্রভাব বাংলাদেশসহ পুরো অঞ্চলেই পড়বে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে বলে। কাশ্মীরে যখনই কিছু হয়, ভারত পাকিস্তানকে দায়ী করে। আবার বেলুচিস্তানে কিছু হলে পাকিস্তান ভারতকে দায়ী করে। উভয় ক্ষেত্রেই তারা পাল্টাপাল্টি কিছু ব্যবস্থা নেয়। এখন কথা হচ্ছে, এই পাল্টাপাল্টি ব্যবস্থা কোথায় গড়াতে পারে? তারা আরো মনে করেন, এই দুদেশের মধ্যে বড় আকারে যুদ্ধের সম্ভাবনা তেমন নেই। দুটো দেশেরই পারমাণবিক সক্ষমতা আছে। কিন্তু তাদের জনগণ বড় ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত বলে মনে করি না। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বলব, তারা বড় যুদ্ধে জড়াবে না। হয়ত পাল্টাপাল্টি ওই সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের শেষ পরিণতি নির্ভর করবে যুদ্ধ কতটা বিস্তৃত হয়, তা পারমাণবিক পর্যায়ে গড়ায় কি না, এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হস্তক্ষেপের মাত্রার ওপর। তবে এই যুদ্ধ সংগঠিত হলে মানবিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটবে। মানবিক বিপর্যয়ে ফলে বড় আকারের প্রাণহানি, উদ্বাস্তু সংকট, এবং নাগরিক জীবনের ব্যাপক ক্ষতি হতে বাধ্য। উভয় দেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধ দীর্ঘ হলে তা শুধু ভারত-পাকিস্তান নয়, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করবে। ফলে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে। চলমান অবস্থায় যদি কোন এক পক্ষ স্পষ্ট বিজয় অর্জন করে, তাহলে সীমান্তে পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন হতে পারে, বিশেষ করে কাশ্মীর নিয়ে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার উত্তেজনার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, উপমহাদেশের যেকোনো ঘটনার প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই পার্শ্ববর্তী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ওপর থাকে এবং দেশের নাগরিকদের মধ্যেও এর নানাবিধ প্রতিক্রিয়া হয়। এই উত্তেজনার কারণে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও আরেকটু জটিল হলো। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রথমেই ভারত একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি (সিন্ধু পানি চুক্তি) স্থগিত করেছে। ভারতের দিক থেকে এটা আন্তর্জাতিক আইনেরও লঙ্ঘন হলো। অন্যদিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির তথা আগামী বছর বিজেপি বিহার ও পশ্চিমবাংলার ক্ষমতায় আসার জন্য যে জনমতটা তৈরি করতে চাচ্ছে, তার জন্য মুসলমানবিরোধী রাজনীতির দিকে এগোচ্ছে। এটা বাংলাদেশের জন্য জটিলতা বাড়াবে। কারণ মাত্রই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে এসেছে দেশটি। এসব সম্ভাব্য বিপর্যয় ও পরিণতির কথা বিবেচনা করে বিশ্ব সম্প্রদায়কে তাদের নিষ্ক্রিয় উদ্বেগ দেখানোর জায়গা থেকে সরে এসে ইসলামাবাদ ও দিল্লির ওপর সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগাতে হবে। দুই দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা সম্পর্ক রয়েছে এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার অনন্য সক্ষমতাও রয়েছে। বাংলাদেশের প্রতি দিল্লির যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেখানে কূটনৈতিক কোনো সহনশীলতা যেমন নেই, তেমনি কোনো দূরদৃষ্টিও নেই। ফলে এটা বাংলাদেশকে অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দিবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই যুদ্ধ বন্ধে এখনই জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ও অন্যান্য পরাশক্তির চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এখানে বাংলাদেশ তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির কারণ হতে পারে। অতএব, বাংলাদেশকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা উচিত, যাতে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এখন বাংলাদেশের উচিত ওআইসিসহ অন্যান্য ফোরামগুলোকে বলা যে, কাশ্মীর ইস্যুটা স্থায়ীভাবে সমাধান করা উচিত। তাহলে এই অঞ্চলে উত্তেজনার উৎসটা বন্ধ হবে। এই মুহূর্তেই বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটা রাখতে হবে, শুধু দর্শক হয়ে থাকলে হবে না। আন্তর্জাতিক পরিসরে সক্রিয়ভাবে ভয়েস রেইজ করতে হবে। আমি বলব আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের উচিত ভাবমূর্তিটা এমনভাবে তৈরি করা যে, ভারত-পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের মধ্যে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হওয়ার শঙ্কা তৈরি করছে। অন্যদিকে ভারত-পাকিস্তানের চলমান উত্তেজনা সাম্প্রদায়িক রূপ নেওয়ার ব্যাপারটিও গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করতে হবে সরকারকে। গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ভারতে বাংলাদেশ সম্পর্কে এক ধরনের নেতিবাচক প্রচারণার বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখন এই উত্তেজনা ঘিরে সেটা আরও বেশি বৃদ্ধি পেতে পারে। এরকম ঘটনা যেকোনো রাষ্ট্রেই জন্য খুবই অকল্যাণকর। সেই ব্যাপারে আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে। সবদিক বিবেচনায় বাংলাদেশকে যথেষ্ট সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান অবশ্যই করতে হবে। কারণ দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এমন অচলাবস্থা তো বেশিদিন চলতে পারে না। এই ট্রাজেডি হয়ত নতুন কোনো মোড় নিতে পারে। এ সংকটে বাংলাদেশের উচিত হবে সরকারের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করা। এ অঞ্চলে বড় ধরনের যুদ্ধ যেন না হয়, সেটাই আমাদের সকলের কাম্য। যুদ্ধ এখনও শুরু হয়নি এবং যুদ্ধটা গুজবে শেষ হলেই শুভ হয়, ভালো হয়। যদি সত্যি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে, বাংলাদেশের উচিত হবে ওই যুদ্ধের অংশভাগী না হওয়া। শেষ কথা, যুদ্ধ কখনো কারো জন্য শান্তি বয়ে আনে না। আমাদের উচিত শান্তি ও সহনশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা। **লেখক : এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া; কলাম লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক**

ভারত পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়াচ্ছে?

মহসীন হাবিব

গত ২২ এপ্রিল ভারতের কাশ্মীরের পহেলগামের পর্যটন এলাকায় হঠাৎ করেই পাঁচ থেকে ছয়জন জঙ্গি হানা দিয়ে ২৫ জন ভারতীয় এবং একজন নেপালি পর্যটককে হত্যা করে। হামলাকারীরা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে দিব্বি পালিয়ে যায়। সারা পৃথিবী থেকেই এই সন্ত্রাসী হামলায় নিন্দার ঝড় ওঠে। এমনকি পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর পক্ষ থেকেও। হামলার পরপরই ভারত অভিযোগ করে এটি লস্করই তৈয়বা নামক সন্ত্রাসী সংগঠনের কাজ এবং পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এর পেছনে রয়েছে। পাকিস্তানের সরকার তথা সেনাবাহিনী তাদের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছে। কিন্তু লস্করই তৈয়বার শাখা সংগঠন দি রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট অব কাশ্মীর এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। এই সংগঠনটির অপারেশনের টার্গেট হয় কাশ্মীরের নিরাপত্তা বাহিনী, সরকারি কর্মচারী এবং পর্যটকরা। ভারতের দাবি, ওই সংগঠনের প্রশিক্ষণ হয় পাকিস্তানের মাটিতে, অতএব পাকিস্তানের মাটিতে হামলা করেই এর বিনাশ করতে হবে। দুই সপ্তাহ টানটান উত্তেজনার পর ৭ মে ভারত পাকিস্তানের ৯টি স্থাপনায় আক্রমণ করলো। ভারত বলেছে, এ হামলায় পাকিস্তানের মিলিটারি বা বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হয়নি। এই বিবৃতির মধ্যে একটি বৈপরিত্যে আছে। যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মদতে এবং প্রশিক্ষণে ওই ঘাঁটিগুলো হয় তাহলে তো মূল দায়ী হওয়ার কথা পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর! তাহলে সেনাবাহিনীকে টার্গেট করা হয়নি এমন বিবৃতির কোনো প্রয়োজন ছিল কি? যা হোক, ৭ মে'র এই হামলার পর সারা পৃথিবী নড়েচড়ে বসেছে এবং সর্বস্তরের মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আবারও কি পাকিস্তান এবং ভারত বড় আকারের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে? কঠিন প্রশ্ন বটে! ভারত ৭ তারিখের হামলার পর আর সামনে আগাতে চাচ্ছে না। কারণ সামরিকভাবে পাকিস্তানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হলেও যুদ্ধ বা সংঘাত বড় আকার নিলে ভারতকেও চরম খেসারত দিতে হবে। তথাপি এই ঝুঁকি ভারত নিয়েছে, তাকে নিতে হয়েছে। কারণ কিছু একটা করার, একটা বদলা নেওয়ার চাপ ভারতের অভ্যন্তরে সরকার অনুভব করেছে। আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশে যেন বড় আকারের যুদ্ধ না হয় সেই চেষ্টা করছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র নিজে ইয়েমেন, গাজা এবং ইউক্রেন নিয়ে পুরোপুরি ইনভলভ। তারপরও সব হিসাব-নিকেশ কখনো কখনো পাল্টে যায়। তাই ভবিষ্যৎ বিষয়টিও অনিশ্চিত, সেটা দুদিন পরের ভবিষ্যৎই হোক, আর দুই দশক পরের ভবিষ্যৎই হোক। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও বিশ্বাস করেছে যে ২২ এপ্রিল পহেলগাম হামলার পেছনে পাকিস্তান রয়েছে এবং সরকারের বদলা নেওয়াটা কর্তব্য। অন্যদিকে ভারতের অভ্যন্তরে সরকারের নিরাপত্তা ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা সৃষ্টি হয়। কী করে পহেলগামের মতো একটি পর্যটন এলাকায় সন্ত্রাসীরা হামলা করে এতগুলো মানুষ হত্যা করে পালিয়ে গেলো?ভারতীয় নিরাপত্তায় নিয়োজিত হাজার হাজার সদস্য কোথায় ছিল, কেন তারা ঠেকাতে পারেনি, কেন সন্ত্রাসীদের ধরতে পারেনি- এসব প্রশ্ন সামনে এসেছে। সেই সমালোচনার ঝড়ের গতি দিন দিন বাড়তেই থাকে। ফলে মানুষকে শান্ত করতে প্রাথমিকভাবে ভারত সিমলা চুক্তি বাতিল ও পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটি বা সিন্ধু নদের পানি চুক্তি বাতিল করে এবং আপস্ট্রিম কান্ট্রি হিসেবে পানি বন্ধের ঘোষণা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান এটিকে যুদ্ধের শামিল বলে উল্লেখ করে। তাতে হয়তো ভারত সরকার তৃপ্ত হতো। কিন্তু ভারতেই তখন প্রশ্ন ওঠে, ছয়টি নদী দিয়ে পাকিস্তানে পানিপ্রবাহ যায়, সরকারের কটি বাঁধ আছে পানি ঠেকাবার?

২২ এপ্রিলের পর নরেন্দ্র মোদী সরকার ঘোষণা দিয়েছে এক ফোটা পানি পাকিস্তানে যাবে না। কিন্তু ভারতের নদী বিশেষজ্ঞরাই বলেছেন, পাকিস্তানে পানির প্রবাহ বন্ধ করতে হলে বিশাল বিশাল অন্তত ২২টি বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। তাছাড়া পুরো পানি বন্ধ করে দিলে কাশ্মীরের ৪ হাজার কিলোমিটার সমতল ভূমি ১৩ ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাবে। অতএব এটিকে ভারতের সচেতন মহল আইওয়াশ বলে ধরে নেয়। দ্বিতীয়ত, শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতের অভ্যন্তরে কোনো কোনো মহল থেকেও অভিযোগ ওঠে, এ হামলা ভারতেরই সাজানো। এই চাপের মুখে প্রাথমিক পর্যায়ে দুই দেশ একে অপরের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধে দুই দেশের কারওই যে খুব একটা ক্ষতি হবে তা নয়। কারণ দুই দেশের বাণিজ্য ভলিউম খুবই ছোট। এরপর দুই দেশই নিজেদের আকাশ সীমা বন্ধ করে দেয়। এতে অবশ্য পাকিস্তানের চেয়ে ভারতের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কারণ ভারত থেকে পশ্চিম ও উত্তরের দেশগুলোর দিকে প্রায় সব বোয়িং পাকিস্তানের আকাশ সীমা ব্যবহার করে। এতে জ্বালানি খরচসহ ভারতের মোটা অঙ্কের ব্যয় হবে এভিয়েশনে। ভারত বিষয়টি দীর্ঘায়িত না করে একটি প্রতিশোধমূলক আক্রমণ করে থেমে যেতে চেয়েছে। কিন্তু বহু কারণে এখন আর ২০১৬ সালের উরি হামলা এবং ২০১৯ সালে পুলবমা হামলার পর যে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করার অবস্থা ছিল, তা নেই। এখন হামলার অর্থই ছিল বড় ঝুঁকি নেওয়া। কারণ ২০১৯ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেলের কমর জাভেদ বাজওয়া। তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত শান্ত। বর্তমানে সেনাপ্রধান জেনারেল অসিম মুনির আহমেদ শাহ। অসিম মুনির ভারতের কোনো রকম হামলা মেনে নিতে নারাজ। তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির মানুষ এবং ভয়ানক ভারতবিরোধী। তিনি মানসিকভাবে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, তাতে ফলাফল যাই হোক না কেন। এই সবকিছু বুঝেও নরেন্দ্র মোদী সরকারের ওপর চাপ বাড়তেই থাকে এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরে আক্রমণ ছাড়া আর গতি থাকে না। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা তৈরি হলেই সারা পৃথিবী নড়েচড়ে বসে। এর কারণ দুটি দেশেই রয়েছে পরমাণু অস্ত্র। ১৯৪৫ সালের পর বিশ্বে অনেক ছোট ও বড় যুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু হিরোশিমা নাগাসাকির পর আর কোনো স্থানে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি। এর প্রধান কারণ দুটি পরমাণু শক্তিধর দেশ আর পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। কিন্তু পাকিস্তান এবং ভারত চির বৈরী এবং পরমাণু শক্তিধর। সুতরাং দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ হলে পরমাণু ব্যবহার হতে পারে বলে মনে করে বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রগুলো। দ্বিতীয়ত, ভারত পাকিস্তান যুদ্ধে পরোক্ষ তো বটেই, এমনকি প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়তে পারে বিশ্বের অনেকগুলো দেশ। উপরে আনুষ্ঠানিক শান্তির বিবৃতি থাকলেও তলে তলে দুটি দেশের প্রতি দুটি ভিন্ন বলয়ের সমর্থন রয়েছে। ভারতের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রস্তুত ইসরায়েল, রাশিয়া এবং বর্তমানে ব্রিটেন। সম্প্রতি ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের ফ্রি ট্রেড চুক্তি তাদের সম্পর্ককে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন রয়েছে চীন, মধ্যপ্রাচ্যের দু-একটি দেশের। ইরানের ক্ষেত্রে হিসাবটা হলো, যেহেতু ইসরায়েল ভারতের প্রতি সরাসরি সমর্থন দিচ্ছে বা দেবে, তাই পাকিস্তান পাবে ইরানের সমর্থন। আর যুক্তরাষ্ট্র? তার হিসাব বড়ই জটিল। ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পর্ক ভালো হলেও পাকিস্তানের মিলিটারির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের রয়েছে দীর্ঘকালের কানেকশন। যতই তারা ইসলামিক টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধাচরণ করুক, তারা সরাসরি কোনো সামরিক সাহায্য ভারতকে দেবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বিপদের কথা হলো, আরেক শক্তিশালী দেশ চীন বড় যুদ্ধ হলে পাকিস্তানকে নিশ্চিতভাবেই সামরিক সাহায্য দেবে। সুতরাং জয় পরাজয়ের হিসাবে বড় ঝুঁকি আছে উভয় দেশের জন্যই। এই মুহূর্তে, অর্থাৎ এই লেখার সময় যতটা জানা যায় লাইন অফ কন্ট্রোলে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে। এটাই বরাবর দেখা গেছে। দুপক্ষের শতাধিক সামরিক ও বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছে। ছোটবড় যে কোনো যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ তাদের সামরিক শক্তির আধিপত্যের গল্প তৈরি করে। এক্ষেত্রেও তা দেখা যাচ্ছে। দুই দেশের মিডিয়াই নিজে দেশের কৃতিত্বের খবর ফলাও করে প্রকাশ করছে।

কিন্তু পরিস্থিতি এখনো স্পষ্ট নয়। এ যুদ্ধ আরও সম্প্রসারিত হবে কি না তা অনেকটাই নির্ভর করছে দুপক্ষের বন্ধু দেশগুলোর পরামর্শ এবং চাওয়া না চাওয়ার ওপর। আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট দুই দেশকেই উত্তেজনা প্রশমনে আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। তবে ইতোমধ্যে যে ড্যামেজ হয়েছে তা দুটি দেশে বৈরিতাকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এই মুহূর্তে বল এখন পাকিস্তানের হাতে। পাকিস্তানের সরকার তথা সেনাবাহিনীও একটি অভ্যন্তরীণ চাপে আছে হামলার জবাব দেওয়ার। পাকিস্তান ইতিমধ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ নিয়েছে। সেটা নিতে গেলেও যে বড় যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে তা পাকিস্তানের অজানা নয়। তবে জাতি হিসেবে আপস বিষয়টি পছন্দ করে না। তাছাড়া সরকার ভারতের ওপর দৃশ্যমান প্রতিশোধমূলক হামলা না করলে জনগণের একটি চাপ কাঁধের ওপর পড়বে, যা প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং জেনারেল অসিম মুনিরের ওপর বর্তাবে। তবে নিবন্ধকারের ব্যক্তিগত ধারণা, আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দেশে যেন বড় আকারের যুদ্ধ না হয় সেই চেষ্টা করছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র নিজে ইয়েমেন, গাজা এবং ইউক্রেন নিয়ে পুরোপুরি ইনভলভ। তারপরও সব হিসাব-নিকেশ কখনো কখনো পাল্টে যায়। তাই ভবিষ্যৎ বিষয়টিও অনিশ্চিত, সেটা দুদিন পরের ভবিষ্যৎই হোক, আর দুই দশক পরের ভবিষ্যৎই হোক। লেখক: সাংবাদিক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশ্লেষক।

সমন্বিত চেষ্টায় ডেঙ্গু থেকে বাঁচা যায়

ডা. আয়েশা আক্তার

এ কথা আমরা সবাই জানি, ডেঙ্গু একটি এডিস মশা বাহিত ভাইরাস জনিত রোগ। এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণের তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে সাধারণত ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গগুলো দেখা দেয়। সাধারণভাবে ডেঙ্গুর লক্ষণ হচ্ছে জ্বর। ১০১ ডিগ্রি থেকে ১০২ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকতে পারে। জ্বর একটানা থাকতে পারে, আবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে দেবার পর আবারো জ্বর আসতে পারে। এর সাথে শরীরে ব্যথা মাথাব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা এবং চামড়ায় লালচে দাগ (র‍্যাশ) হতে পারে। তবে এগুলো না থাকলেও ডেঙ্গু হতে পারে। সাধারণত দুই ধরনের ডেঙ্গু জ্বর হয়- ক্ল্যাসিকাল এবং হেমোরেজিক। ক্ল্যাসিকাল জ্বর এ সাধারণত দুই থেকে সাত দিনের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। বিপজ্জনক হয়ে ওঠে হেমোরেজিকের ক্ষেত্রে। এই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে জ্বর ভালো হয়ে যাওয়ার পর পাঁচ থেকে সাত দিন পর অবস্থা মারাত্মক সংকটাপন্ন হতে পারে। হেমোরেজিকের ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে রোগীর রক্তপাত হয়, রক্তের অনুচক্রিকা বা প্লাটিলেট এর মাত্রা কমে যায় এবং রক্তের প্লাজমা কমে যায়। মারাত্মক জটিলতা থেকে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম হতে পারে। এতে রক্তচাপ বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পায়। আক্রান্ত ব্যক্তির দাঁতের মাড়ি বা নাক থেকে রক্তপাত ঘটতে পারে। মলের সাথে বা বমির সাথে রক্ত যেতে পারে। দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা না কমানো গেলে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে। আক্রান্ত যত বেশি হয় মৃত্যুও হয় তত বেশি। এজন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রত্যেকটি হাসপাতালে ডেঙ্গু কর্নার খোলা আছে। আমাদের হাসপাতালেও আছে। আমাদের কাছে এলে আমরা সেবা দেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা দেরি করে আসায় সমস্যা বেড়ে যায়। দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা না কমানো গেলে মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়বে। আক্রান্ত যত বেশি হয় মৃত্যুও হয় তত বেশি। এজন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। প্রত্যেকটি হাসপাতালে ডেঙ্গু কর্নার খোলা আছে। আমাদের হাসপাতালেও আছে। আমাদের কাছে এলে আমরা সেবা দেই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা দেরি করে আসায় সমস্যা বেড়ে যায়। এছাড়া অনেকে দেরি করে এসে ডেঙ্গুর এনএস১ পরীক্ষা করায়, এতে তাদের ডেঙ্গু নেগেটিভ আসে। এতে তারা ভাবে তাদের ডেঙ্গু হয়নি বা নেই, নিশ্চিন্তে থাকে। তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডেঙ্গু আক্রান্ত নারীর ক্ষেত্রে পিরিয়ডের সময়ও অতিরিক্ত রক্তপাত হতে পারে অথবা পিরিয়ড হওয়ার সময় না কিন্তু হঠাৎ করে তার পিরিয়ড সরে যেতে পারে আক্রান্ত সংখ্যা কমে এলে মৃত্যুর ঝুঁকি এমনিতে কমে আসবে। নারীরা এসব বিষয়ে উদাসীন, ঘরের কাজকর্ম, রান্নাবান্না করছে। গৃহিনীরা ঠিকভাবে নিজের খেয়ালও রাখছে না। এতে তারা হাসপাতালে দেরি করে আসে। এ কারণে তাদের মৃত্যুও বেশি হয়। কিন্তু যদি দ্রুত হাসপাতালে এসে অসুস্থতা নির্ণয় হয়ে যায়, তখন তারা প্রপার চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হতে পারে।

পোর্ট সুদান নৌঘাঁটিতে ড্রোন হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: সুদানের বৃহত্তম নৌঘাঁটিতে গতকাল ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে, একটি সেনা সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, সেনা-সমর্থিত সরকারের ঘাঁটিটি টানা চতুর্থ দিনে আক্রমণের শিকার হয়েছে। পোর্ট সুদান থেকে এএফপি জানায়, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে সরকার সম্পর্ক ছিন্ন করার একদিন পর এই হামলা হল। সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক বাহিনীকে তার ওপর আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র সরবরাহের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী পোর্ট সুদান রোববার ড্রোন হামলা শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত লাখ লাখ বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং জাতিসংঘের অফিসের জন্য একটি নিরাপদ স্থল ছিল। রোববারের হামলার জন্য র?্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-কে দায়ী করা হয়। মিডিয়ার সাথে কথা বলার অনুমতি না থাকায় নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেনাবাহিনী একটি সূত্র জানিয়েছে, বুধবারের ড্রোন হামলা 'বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের মুখোমুখি হয়। ' এএফপির একজন সংবাদদাতা নগরের ঠিক উত্তরে অবস্থিত ফ্লেমিঙ্গো ঘাঁটির দিক থেকে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের খবর জানান। গতকাল রাতে, বাসিন্দারা নগরীর ওপর দিয়ে ঘোরাফেরা করা ড্রোনগুলোর বিরুদ্ধে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর থাকার কথা জানায়। ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনী এবং আরএসএফের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। আরএসএফ-কে সেনা-সমর্থিত সরকার সংযুক্ত আরব আমিরাতের 'প্রক্সি' বলে অভিহিত করেছে। একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, 'প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দক্ষিণে, ইরিত্রিয়ার সীমান্তের কাছে গতকাল সেনাবাহি-নী-নিয়ন্ত্রিত পূর্ব শহর কাসালার বিমানবন্দর স্থাপনায় তিনটি ড্রোন হামলা চালানোর চেষ্টা করে। ' প্রত্যক্ষদর্শীরা এএফপিকে জানিয়েছেন যে তারা নগরীর পশ্চিমে বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন, যা এই সপ্তাহেও বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। খার্তুম থেকে প্রায় ৪২০ কিলোমিটার দূরে উত্তর রাজ্যের মেরো নগরীর, বাসিন্দারা জানান, ড্রোনগুলো বিমান-বিধ্বংসী গুলি দিয়ে ঠেকানো হচ্ছে। দেশব্যাপী, যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ নিহত এবং ১ কোটি ৩০ লাখ মানুষ উচ্ছেদ হয়েছে।

পুতিনের নির্দেশে ইউক্রেনের সঙ্গে তিন দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: রুশ প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির পুতিন ইউক্রেনের সঙ্গে তিন দিনের যুদ্ধবিরতির যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা গতকাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ক্রেমলিন জানিয়েছে, এটি কিয়েভের শান্তির প্রতি সদিচ্ছা যাচাইয়ের একটি উদ্যোগ; যদিও ইউক্রেন একে 'প্রহসন' হিসেবে অভিহিত করেছে। মস্কো থেকে এএফপি জানায়, যুদ্ধবিরতি উভয় পক্ষ মানছে কি না, তাৎক্ষণিকভাবে তা স্পষ্ট হয়নি। এই যুদ্ধবিরতি এমন সময় কার্যকর হলো, যখন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ব্রাজিলের লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা এবং সার্বিয়ার আলেকসান্দার ভুচিচসহ বিশ্বনেতারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে মস্কো অবস্থান করছেন। পুতিন একতরফাভাবে এই যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে এটি শুক্রবার মস্কোর বিজয় দিবস প্যারেডের সঙ্গে একই দিনে শুরু হয়। ইউক্রেন এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি এবং একে 'নাটক' বলে প্রত্যাখ্যান করে বরং ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই মস্কোর তিন বছরের সামরিক আগ্রাসন বন্ধের চেষ্টা করে আসছেন, কিন্তু বিরোধী পক্ষগুলোর মধ্যে উত্তেজনা কমাতে ব্যর্থ হয়েছেন। পুতিনের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগ পর্যন্ত মস্কো ও কিয়েভ একে অপরের ওপর বিমান হামলা চালায়, যার ফলে রাশিয়ায় বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যায় এবং ইউক্রেনে অন্তত দুইজন নিহত হন। ক্রেমলিন জানিয়েছে, বিরতির এই সময়কালে রুশ বাহিনী যুদ্ধবিরতি মানবে; তবে ইউক্রেন গোলাগুলি শুরু করলে 'তাৎক্ষণিকভাবে' পাল্টা জবাব দেওয়া হবে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি গতকাল রাতে তার ভাষণে আবারও ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করিনি। এটি কূটনীতির একটি সুযোগ হতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার পক্ষ থেকে কোনো সদুত্তর আসছে না, বিশ্ব তা দেখছে। ' পুতিন গত মাসে 'মানবিক উদ্যোগ' হিসেবে এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে এই সিদ্ধান্ত আসে। তবে মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের একটি যৌথ প্রস্তাবে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন পুতিন। এরপর থেকে ট্রাম্পের শান্তি প্রচেষ্টায় রাশিয়া খুব অল্প সাড়া দিয়েছে। ইউক্রেন বলেছে, তারা বিশ্বাস করে না যে রাশিয়া এই যুদ্ধবিরতি মানবে। এর আগে পুতিন ঘোষিত ৩০ ঘণ্টার ইস্টার যুদ্ধবিরতির সময় মস্কোর বিরুদ্ধে শত শত লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে তারা। ২০২২ সালে ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার সামরিক অভিযান শুরু করে রাশিয়া। মঙ্গলবার রাত থেকে গতকাল দুপুর পর্যন্ত রাশিয়া ইউক্রেনের দিকে ১০০টির বেশি ড্রোন ও একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে, এতে এক মা ও তার ছেলে নিহত হন বলে জানিয়েছে কিয়েভ।

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য গতকাল একটি বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে, যা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-আক্রমণের প্রেক্ষাপটে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। তবে চুক্তির ব্যাপ্তি সীমিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লন্ডন থেকে এএফপি জানায়, দ্য নিউইয়র্ক টাইমস ও পলিটিকো একাধিক সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, এই চুক্তি যুক্তরাজ্যের সঙ্গেই হচ্ছে। দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, এটি একটি 'চুক্তির কাঠামো' মাত্র। গত ২ এপ্রিল 'লিবারেশন ডে' হিসেবে অভিহিত করে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক অংশীদারদের ওপর ব্যাপক হারে শুল্ক আরোপ করার পর এটি হবে প্রথম কোনো বাণিজ্য চুক্তি। প্রেসিডেন্ট বিশ্বজুড়ে আমদানির ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও বহু দেশের ক্ষেত্রে উচ্চতর শুল্ক অস্থায়ীভাবে স্থগিত রেখেছেন, যাতে আলোচনার সুযোগ থাকে। গতকাল ট্রাম্প লেখেন, 'একটি বড় ও সম্মানিত দেশের সঙ্গে একটি 'মেজর ট্রেড ডিল' ঘোষণা করা হবে। ' তবে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বিশ্লেষকেরা বলছেন, যুক্তরাজ্যের সঙ্গে এই চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়; এটি কেবল একটি কাঠামোগত ঘোষণা হতে পারে, যা পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। স্থানীয় সময় গতকাল সকাল ১০টায় হোয়াইট হাউসে ওভাল অফিসে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প এ ঘোষণা দেবেন বলে জানানো হয়েছে। তিনি একে 'প্রথম, আরও অনেক চুক্তির শুরু' বলে উল্লেখ করেছেন। লন্ডনে ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান বাণিজ্য আলোচনার বিষয়ে আজই একটি 'আপডেট' দেবেন। সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের দুই দেশের মধ্যে চুক্তির বিষয়ে আলোচনা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী আজকের মধ্যেই এ বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য দেবেন। ' ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ শুরুর আগে থেকেই স্টারমার এই চুক্তির জন্য চাপ দিয়ে আসছিলেন। ট্রাম্পের মতো তিনিও গত বছর ক্ষমতায় আসেন। ব্রেক্সিট-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি ব্রিটেনের জন্য বহুল প্রতীক্ষিত লক্ষ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইসরাইলি জাহাজে হামলা চালাবে হুথিরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: মার্কিন হামলার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা লোহিত সাগরে ইসরাইলি জাহাজকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা অব্যাহত রাখবে। হুথিরা তাদের উপকূলের কাছ দিয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে হামলা বন্ধে রাজি হওয়ার একদিন পরই, হুথি রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য আবদুলমালিক আলেযরি এএফপিকে জানিয়েছেন যে, ইসরাইল এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। সানা থেকে এএফপি এ সংবাদ জানিয়েছে। তিনি বলেন, "এই চুক্তি কেবল মার্কিন ও অন্যান্য জাহাজের জন্য প্রযোজ্য, ইসরাইলের জন্য নয়। কাজেই ইসরাইলি জাহাজগুলো বাদে আন্তর্জাতিক সব জাহাজের জন্য এই জলপথ নিরাপদে চলাচল করতে পারবে। হুথিরা এক দশকের বেশি সময় ধরে ইয়েমেনের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ইসরাইল-হামাস যুদ্ধ শুরুর কয়েক সপ্তাহ পর থেকে লোহিত সাগর ও গালফ অব এডেনে ইসরাইল সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোতে হামলা শুরু করে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সামরিক হামলা চালানোর পর হুথিরা তাদের হামলার পরিসর বাড়িয়ে এসব দেশের সাথে সংশ্লিষ্ট জাহাজগুলোকেও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে।
আলেযরি বলেন, এখন থেকে হুথিরা কেবলমাত্র ইসরাইলি জাহাজ-এর ওপর হামলা চালাবে। পূর্বে ইসরাইল সফরকারী বা ইসরাইলের সাথে সামান্য সম্পর্ক থাকা জাহাজগুলোকেও তারা লক্ষ্যবস্তু করত। গতকাল হুথি মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি জানান, তাদের বাহিনী দুটি হামলা চালিয়েছে-দক্ষিণ ইসরাইলের রামন বিমানবন্দরে দুটি ড্রোন এবং তেলআবিব অঞ্চলে ''শত্রুদের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে'' একটি ইয়াফা ড্রোন ব্যবহার করে। ''ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমাইল বাকায়ি আগেই 'দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন বন্ধ হওয়াকে' স্বাগত জানান এবং ইয়েমেনিদের 'ঐতিহাসিক প্রতিরোধের' প্রশংসা করেন।

পাকবাহিনীর সঙ্গে সারা রাত ধরে গোলাগুলি হয়েছে: ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ভারতীয় সেনাবাহিনী গতকাল জানিয়েছে, বিতর্কিত কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর সীমান্তে ভারত ও পাকিস্তানের সৈন্যরা রাতভর ছোট অস্ত্র ও কামানের গোলা বিনিময় করেছে। গতকাল ভারত তার প্রতিবেশীর উপর মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর পর পারমাণবিক অস্ত্রধারী এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এর আগে কয়েকদিন ধরে সীমান্ত সংঘর্ষ শেষে পরিস্থিতি এই কামান হামলায় রূপ নেয়। ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বুধবারের হামলায় পাকিস্তানে ৯টি 'সন্ত্রাসী ঘাঁটি' ধ্বংস করা হয়েছে। এর দুই সপ্তাহ আগে, ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে পর্যটকদের ওপর হামলার জন্য ইসলামাবাদকে দায়ী করেছিল নয়াদিল্লি। পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। গতকাল রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ বলেন, ইসলামাবাদ 'ভারতের হত্যাকাণ্ডের বদলা নেবে।

ভারতের ১২ ড্রোন ভূপাতিত, দাবি পাকিস্তানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: জম্মু-কাশ্মীরের পেহেলগামে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলা ঘিরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা যুদ্ধের রূপ ধারণ করতে চলেছে ইতোমধ্যে। দুই সপ্তাহ ধরে চলা হুমকি-ধমকির পর গত ৬ মে দিবাগত মধ্যরাতে বাস্তবিকই পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানে বড় ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে দিয়েছে ভারত। এ হামলার কঠিন জবাব দিতে উঠেপড়ে লেগেছে পাকিস্তানও। প্রতিশোধের নেশায় রীতিমতো ফুঁসছে তারা। এরই মধ্যে ভারতকে কঠিন জবাব দিতে প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির কাছ থেকে অনুমতিও পেয়ে গেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। ভারতকে তার হামলার চরম মূল্য দিতে হবে বলে হুঙ্কার ছেড়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ। গতকাল রাতেও ফের আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় ড্রোন পাঠিয়ে হামলার চেষ্টা করেছে তারা। ভারতের এ প্রচেষ্টা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। পাকিস্তান বলছে, হামলা চালানোর জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশ করা অন্তত ১২টি ড্রোন ভূপাতিত করেছে তারা। গতকাল এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা। প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাকিস্তান সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এক রাতে অন্তত ১২টি ভারতীয় ড্রোন তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছে এবং সেগুলোকে তারা একাধিক স্থানে গুলি করে নামাতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় এক বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন এবং চারজন পাক সেনা আহত হয়েছেন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মিডিয়া উইং আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, গত রাতে ভারত ফের আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়েছে। একাধিক জায়গায় ড্রোন পাঠিয়ে হামলার চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে একটি ড্রোন লাহোরের কাছে একটি সামরিক স্থাপনায় আঘাত হেনেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী যথাযথ পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে এবং এখনও অভিযান অব্যাহত রয়েছে। পৃথক আরেক প্রতিবেদনে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন জানিয়েছে, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ব্যাপক সতর্ক রয়েছে এবং এখন পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ভারতের ১২টি হারোপ ড্রোন ধ্বংস করেছে পাকিস্তানের সামরিক মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী। জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী আরও বলেছেন, সাম্প্রতিক সংঘর্ষে ভারত বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছে। ভারতের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে, সীমান্ত এলাকায় তারা বড় ক্ষতির শিকার হয়েছে। এরপর ভারত যেন সম্পূর্ণভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। যেখানে স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক পথে আসা উচিত ছিল, সেখানে ভারত উল্টো উত্তেজনা আরও বাড়াচ্ছে, যা তাদের অহংকার-যুক্ত মনোভাবেরই প্রকাশ। আইএসপিআর প্রধান বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে ভারত কতটা উসকানিমূলক আচরণ করছে। এমন এক সময়ে এই সামরিক আগ্রাসন চালানো হচ্ছে, যখন পুরো অঞ্চলটিই অত্যন্ত স্পর্শকাতর অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে শুধু এই অঞ্চলের নয়, পুরো বিশ্বের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

বিনোদন

বিচ্ছেদের পর আইটেম গানে নাচলেন চাহালের সাবেক স্ত্রী ধনশ্রী

বিনোদন ডেস্ক : কয়েক মাস আগেই খাতা-কলমে ভারতীয় ক্রিকেটার যুজবেন্দ্র চাহালের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টেনেছেন ধনশ্রী। বিয়ের মাত্র ৫ বছরের মাথায় বিচ্ছেদ ঘটে এই জুটির। বিচ্ছেদের পরে বর্তমানে চাহালের সঙ্গে আরজে মাহভাশের প্রেমের জল্পনা শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গাতে তাদের একসঙ্গে ঘুরে বেড়াতেও দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে ক্রিকেটারের সাবেকপত্নীর দেখা মিলল অভিনেতা রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে! সেটাও কিনা মোহময়ী দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থাতে। ভাবছেন কী ঘটেছে? আসলে এই সবটাই তাদের আসন্ন ছবি 'ভুল চুক মাফের' একটি আইটেম সংয়ের ঝলক। বিচ্ছেদের পরে আইটেম গানেই নেচেছেন ধনশ্রী। যেখানে তার সঙ্গে ছিলেন অভিনেতা রাজকুমার রাও। ধনশ্রী চিকিৎসকের পাশাপাশি একজন নৃত্যশিল্পীও বটে। সে কারণেই এবার বলিউডেও আইটেম গানে অভিষেক হয়ে গেল তার। এদিন আইটেম গানের শ্যুটিংয়ের বিভিন্ন মুহূর্ত শেয়ার করেছেন ধনশ্রী। যেখানে তাকে লাল ব্রালেট এবং থাই স্লিট স্কার্টে দেখা গেছে। ছবিগুলো পোস্ট করে চাহালের প্রাক্তন স্ত্রী লিখেছেন, 'রঞ্জনের ব্যাচেলর পার্টিতে আপনারা আসছেন তো? আগামী ৯ মে আপনাদের নিকটবর্তী প্রেক্ষাগৃহে হবে।' প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে সাতপাকে বাঁধা পড়েন ধনশ্রী ভার্মা এবং যুজবেন্দ্র চাহাল। কিন্তু ২০২৪ সাল থেকেই শুরু হয় তাদের ডিভোর্সের জল্পনা। অবশেষে ২০২৫ সালের মার্চ মাসে আইনি ভাবে আলাদা হন তারা। জানা গেছে, ভুল চুক মাফ ছবিটির গল্প আবর্তিত হবে রঞ্জনকে ঘিরে। এই ছেলেটি আদ্যোপান্ত রোম্যান্টিক। তিতলিকে সে ভালোবাসে, তাকে বিয়ে করার জন্য একটি সরকারি চাকরিও জুটিয়ে নেয়। কিন্তু শিবের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। তারপর কী হয় সেটা নিয়েই এই ছবি। আজ শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে এই সিনেমা। যেখানে মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন ওয়ামিকা গাব্বি, রাজকুমার রাও।

'তাণ্ডব' ছবিতে একসঙ্গে শাকিব খান ও আফজাল হোসেন

বিনোদন ডেস্ক : চলছে 'তাণ্ডব' সিনেমার শুটিং। ছবিটির ৭০ শতাংশ শুটিং ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাতা রায়হান রাফী জানালেন, 'তুফান'-এর তুলনায় এবার অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করছেন তিনি। চিত্রনাট্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুটিং ইউনিটে মোবাইল নিষিদ্ধসহ বহিরাগতদের প্রবেশেও রয়েছে কড়াকড়ি। তবুও সিনেমাটি ঘিরে কিছু তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। যেমন, জানা গেছে শাকিবের বিপরীতে এবার পর্দায় আসছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূর। সবচেয়ে বড় চমক হলো-তাণ্ডব সিনেমায় থাকছেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য অভিনেতা ও নির্মাতা আফজাল হোসেন। এ সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো শাকিব খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন তিনি। পুলিশের স্পেশাল ফোর্স 'সোয়াট'-এর প্রধানের ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে। রাজধানীর এফডিসি ছাড়াও রাজশাহীর বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং করছেন শিল্পীরা। সিনেমাটিতে বিদেশি ফাইট ডিরেক্টর ও টেকনিশিয়ানদের যুক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা রাফী। তিনি বলেন, 'এখনই কিছু বলতে চাই না। আগে কাজটা শেষ হোক। অনেক চমক থাকছে সিনেমাটিতে।'

বর্ষাকে সতর্ক করলেন পরীমণি

বিনোদন ডেস্ক : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে গায়িকা ও ইনফ্লুয়েন্সার বর্ষা চৌধুরীর মৃত্যুর খবর। এদিন বর্ষার ফেসবুক পেজ থেকে দাবি করা হয়, তিনি মারা গেছেন। এরপরই অপর এক ফেসবুক পোস্টে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন নারী উদ্যোক্তা ও সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার বারিশা হক। মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সেই খবর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বর্ষার মৃত্যুর খবরে সয়লাব হয়ে ওঠে। এর কিছুক্ষণ পরই আরেকটি পোস্ট করেন বারিশা। যেখানে পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি জানান, বর্ষা চৌধুরী মারা যাননি। বারিশা আরও দাবি করেন, বর্ষা চৌধুরীর ফেসবুক পেজ থেকে কে মৃত্যুর খবর পোস্ট করেছেন, সেটাও তিনি জানেন না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যখন বর্ষার মৃত্যুর গুজবে উত্তাল তখন এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে আলোচিত এই নারীকে সাবধান করেছেন চিত্রনায়িকা পরীমণি। তিনি লিখেছেন, 'রাখাল আর বাঘের গল্পের মতো না হোক কোনোদিন।
মৃত্যু নিয়ে এমন মজা আর নিয়েন না বা কাউকে নেওয়ার সুযোগও দিয়েন না ডিয়ার বর্ষা চৌধুরী। যেদিন সত?্যি আপনি চলে যাবেন সেদিন আপনার জন?্য শোক প্রকাশের জায়গাটা রাখেন অন্তত। জীবন সুন্দর হোক।' প্রসঙ্গত, বছর দুয়েক আগে দ্বিতীয় স্বামী ব্যান্ডশিল্পী রুমি রহমানের মৃত্যুর পর ভেঙে পড়েন বর্ষা চৌধুরী। এর মধ্যে এক সন্তানের বয়স তখন সবে দেড় মাস। অন্যদিকে বর্ষার সঙ্গে রুমিরও দ্বিতীয় সংসার এটি। দ্বিতীয় স্বামীকে হারানোর পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই রুমিকে নিয়ে আবেগঘন পোস্ট ও ভিডিও পোস্ট করে আসছিলেন বর্ষা। কিন্তু হঠাৎই সবাইকে চমকে দিয়ে চলতি বছরের ১৬ মার্চ তৃতীয় বিয়ের পিঁড়িতে বসেন তিনি। পাত্রও ঢাকাই সিনেমার পরিচিত মুখ রাসেল মিয়া। বিয়ের পর কয়েক মাস ভালো গেলেও সেই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গত মাসে ৬৫ লাখ টাকা যৌতুকের দাবিতে মারধর করার অভিযোগে রাসেল মিয়ার বিরুদ্ধে সবুজবাগ থানায় মামলা করেন বর্ষা। পরে ফেসবুকে একটি লাইভে আত্মপক্ষ সমর্থন করে স্বেচ্ছায় থানায় আত্মসমর্পণ করেন তিনি। **ছবি:০২**

এএসপি পলাশ প্রসঙ্গে যা বললেন জায়েদ খান

বিনোদন ডেস্ক : চট্টগ্রামে র্যাব কার্যালয়ে সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পলাশ সাহার মৃত্যুর খবর শুনে ভেঙে পড়েছেন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও চিত্রনায়ক জায়েদ খান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী পলাশ সাহার 'আত্মহত্যা'র খবরে শোক জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন জায়েদ খান। ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ছেলেটা (পলাশ) আজকে পারিবারিক কলহের কারণে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে!' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাজীবনের স্মৃতিকথা জানিয়ে জায়েদ খান লেখেন, 'ছোট ভাই পলাশ। একই বিশ্ববিদ?্যালয়ের হওয়াতে দেখা হলে ভালো লাগতো। খুব ভালো ছেলে ছিল। দেখা হলেই হাসি দিয়ে বলতো ভাইয়া চা খাবেন?' গত বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে চট্টগ্রামের চান্দগাঁও থানাধীন সিপিসি-৩, র?্যাব-৭ ক্যাম্পের নিজ অফিস কক্ষ থেকে এএসপি পলাশ সাহার গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এসময় তার কক্ষ থেকে একটি চিরকুট? পাওয়া গেছে। চিরকুটে লেখা আছে, 'আমার মৃত্যুর জন্য মা এবং বউ- কেউ দায়ী না। আমিই দায়ী। কাউকে ভালো রাখতে পার-লাম না। বউ যেন সব স্বর্ণ নিয়ে যায় এবং ভালো থাকে। মায়ের দায়িত্ব দুই ভাইয়ের ওপর। তারা যেন মাকে ভালো রাখে।

রেকর্ড গড়ে মুক্তি পাচ্ছে মিশন ইম্পসিবল : দ্য ফাইনাল রেকনিং

বিনোদন ডেস্ক : অবশেষে অফিসিয়ালি ঘোষণা এলো 'মিশন ইম্পসিবল : দ্য ফাইনাল রেকনিং' হতে যাচ্ছে গোটা ফ্র্যাঞ্চাইজির সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের সিনেমা। এই অ্যাকশন-থ্রিলারটি যুক্তরাজ্যে ২১ মে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ২৩ মে মুক্তি পাচ্ছে। এটি আগের কিস্তি 'মিশন ইম্পসিবল : ডেড রেকনিং'-এর সরাসরি সিক্যুয়েল। নতুন ছবিটির দৈর্ঘ্য নির্ধারিত হয়েছে ২ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। যা আগের রেকর্ডধারী 'ডেড রেকনিং'-এর তুলনায় ৬ মিনিট বেশি। এ ছবিটি দিয়ে টম ক্রুজ আবারও পর্দায় ফিরছেন এথান হান্ট চরিত্রে। তার সঙ্গে থাকছেন অ্যাঞ্জেলা বাসেট (এরিকা স্লোন), হেইলি অ্যাটওয়েল (গ্রেস), ইসাই মোরালেস (গ্যাব্রিয়েল), পম ক্লেমেন্টিয়েফ (প্যারিস), ভেনেসা কার্বি (আলানা), ভিং রেমস (লুথার স্টিকেল)।

বিরল রেকর্ড গড়লেন ৭১ বছর বয়সী অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক : চলতি বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত হরর সিনেমা 'ফাইনাল ডেস্টিনেশন : ব্লাডলাইনস'। ছবিটি এখনো মুক্তি পায়নি। কিন্তু এর উদ্বোধনী দৃশ্য ইতিমধ্যেই গড়েছে এক অভিনব রেকর্ড। সিরিজের ষষ্ঠ পর্ব হিসেবে নির্মিত এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন জ্যাক লিপোভস্কি ও অ্যাডাম স্টেইন। সিনেমার গল্প এগিয়েছে বিভিন্ন টাইমলাইন ধরে। যার শুরু হয় ১৯৬৯ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে। এই দৃশ্যেই ঘটে ইতিহাস। ৭১ বছর বয়সী অভিনেত্রী ও স্টান্টওম্যান ইয়ভেট ফার্গুস অবসর ভেঙে ফিরেছেন এই ছবির জন্য। ফিরেই গড়েছেন বিরল এক রেকর্ড। নিজের শরীরে আগুন নিয়ে অভিনয় করেন তিনি ছবির মিসেস ফুলার চরিত্রে। তিনি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি যিনি পুরো শরীর জ্বলন্ত অবস্থায় ক্যামেরার সামনে অভিনয় করেছেন। পরিচালক লিপোভস্কি গণমাধ্যমে বলেন, 'আমরা অনেক মানুষকে আগুনে পুড়িয়েছি এই দৃশ্যে। ইয়ভেট ফার্গুসন ছিলেন সেই রেকর্ডধারী যিনি রূপালি পোশাকে পুরো বডি বার্ন করেছেন। এটা ক্যামেরার সামনে সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ স্টান্ট।' ইয়ভেট নিজেও নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই দৃশ্যকে জীবনের অন্যতম প্রিয় স্টান্ট বলে উল্লেখ করেন। এক ভক্তের মন্তব্যে জবাব দিয়ে বলেন, 'আবার করতে চাই! আমার বয়সে এসে এভাবে মজা করার সুযোগ ক'জনের হয়?' এই স্মরণীয় মুহূর্তের সময় সেটে উপস্থিত ছিলেন সিনেমার অভিনেত্রী ব্রেক বাসিঞ্জার। তিনি ছবিতে অভিনয় করছেন ইয়াং আইরিস ক্যাম্পবেল চরিত্রে। তিনি বলেন, 'আমি ওর আশেপাশেই ছিলাম। ভীষণ সুন্দর একটা মুহূর্ত ছিল। সবাই হাততালি দিচ্ছিল আর ও ছিল দারুণ রোমাঞ্চিত।' ছবিতে বাসিঞ্জারের চরিত্র আইরিস হলেন মূল চরিত্র স্টেফানি লুইসের দাদী। স্টেফানি একজন কলেজ শিক্ষার্থী, যার বারবার দেখা দুঃস্বপ্ন তার পুরো পরিবারের মৃত্যুর পূর্বাভাস হয়ে দাঁড়ায়।

তোকে আমি জুতা দিয়ে পিটাইতে চাই : বন্যা

বিনোদন ডেস্ক : হঠাৎ করেই উত্তাল দেশের নাট্যাঙ্গন। ছোট পর্দার অভিনেতা শামীম হাসান সরকারের বিরুদ্ধে মারধর এমনকি ধর্ষণের হুমকির মতো গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন নবাগত অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা প্রিয়া। এই ঘটনার পরই শামীমের বিরুদ্ধে শুটিংসেটে অসাধারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে দুই বছর আগের এক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন অভিনেত্রী, বাচিক শিল্পী ও সঞ্চালক সিফাত বন্যা। যেখানে তিনি শামীম হাসান সরকারকে 'ভাঁড়' বলে সম্বোধন করেছেন। একইসঙ্গে অভিনেত্রী দাবি করেছেন, শামীমের ব্যবহারের কারণে তাকে জুতাপেটা করতে চেয়েছিলেন তিনি। সিফাত তার স্ট্যাটাসে লিখেছেন, 'শামীম হাসান সরকার নামে একজন ভাঁড় আছে। সে গতকাল একজন অভিনেত্রীকে প্রকাশ্যে ধর্ষণের হুমকি দিয়েছে। সেই সেটের ডিরেক্টর থেকে শুরু করে সবাই নাকি চুপ ছিল! চিন্তা করেন এদের অবস্থা! এদের মানসিকতা!' অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘটে যাওয়ার ঘটনার স্মৃতি টেনে তিনি লিখেছেন, 'গত দুই বছর আগে রাজধানীর উত্তরায় একটি শুটিং হাউজে বুদ্ধিজীবী দিবসের দিন ওর (শামীম) সাথে আমার কাজের পড়ে। আমি এডিকে (এসেস্টেন্ট ডিরেক্টর) বলি আমাকে ২ টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ চারটার সময় গাজীপুর জেলা প্রশাসকের অনুষ্ঠানে আমাকে আবৃত্তি করতে হবে।' পরের ঘটনা উল্লেখ করে সিফাত লেখেন, 'সেদিন আমার খুব জ্বরও ছিল। মেকআপ রুমে যাওয়ার পর ওর সাথে (শামীম) এডি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। ভাঁড়ের সাথে ওই দিনই আমার প্রথম কাজ ছিল। পরিচয়ের পরে হাই হ্যালো হলো এবং এডি ওকে বলেওছিল আমার খুব জ্বর। তাই এসি টা কমিয়ে দিলাম। মেকআপ রুমে আমি,ভাঁড়, আর মেকআপ আর্টিস্ট। আমি বসে বসে স্ক্রিপ্ট পড়ছি। আর ভাঁড় জোরে জোরে ইংরেজি গান,হিন্দি গান বাজাচ্ছে। একটু পর এসিটাও বাড়িয়ে দেয়। এডি যে ওকে বলে গেল আমার জ্বর তাতে ওর কোনো মাথাব্যথা নেয়। আমার মেজাজ খারাপ হচ্ছিল। তবুও সিনিয়র যেহেতু আস্তে করে উঠে গিয়ে বললাম ভাইয়া আমার তো খুব জ্বর এসি টা কমালে খুব ভালো হতো। তাছাড়া গানের সাউন্ড নিতে পারছি না আর আজ বুদ্ধিজীবী দিবস চলুন বাংলা গান শুনি।

কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সড়কের পাশে সোনালি ধান রোদে ঝলমল করছে। শুকানোর পর এই ধান উঠবে ঘরে। কেরানীহাট-বান্দরবান সড়ক, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রার প্রতীক গরু

কৃষি ও প্রকৃতি : বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি কৃষি। এই কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রায় গরু পালন দীর্ঘদিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। একসময় গরু ছিল প্রধানত হালচাষ, গোবর ও দুধের উৎস। এখন সেই গরুই হয়ে উঠেছে সম্ভাবনার প্রতীক, আয়ের উৎস, পুষ্টির জোগানদাতা এবং আত্মনির্ভরতার পথ প্রদর্শক। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে এক বা একাধিক গরু থাকা যেন এখন সাধারণ চিত্র। কেউ পালন করেন দুধ বিক্রির জন্য, কেউবা কোরবানির মৌসুমে বিক্রি করতে। অনেকে আবার খামার গড়ে তুলেছেন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। এসব খামারে দেশি ও উন্নত জাতের গরু পালনের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে দুধ, মাংস ও গোবর। যার প্রতিটিই অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ জীবনযাত্রার প্রতীক গরু, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে গরু পালনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সহজলভ্য খাবারের ব্যবস্থা। গ্রামের মাঠে প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো নরম ঘাস, রাস্তার পাশে থাকা কাঁচা লতা-গুল্ম, ক্ষেতের আগাছা সবকিছুই গরুর জন্য আদর্শ খাবার। পাশাপাশি রান্নাঘর থেকে আসা ভাতের মাড়, ফেলে দেওয়া সবজির খোসা বা অন্য উচ্ছিষ্ট গরুর খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে আলাদাভাবে দানাদার খাবার বা ফিড কিনতে হয় না। যা খাবার খরচ কমিয়ে দেয়। দুধ হচ্ছে সবচেয়ে তাৎক্ষণিক আয়ের মাধ্যম। অনেক পরিবার প্রতিদিন ২-৫ লিটার দুধ বিক্রি করে নগদ টাকা পাচ্ছেন। এই দুধ দিয়ে তৈরি হচ্ছে দই, ঘি, ছানা; যা স্থানীয় বাজারে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্রামের নারীরা এতে সরাসরি যুক্ত হয়ে ঘরে বসে আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। শুধু পুষ্টি নয়, তাদের জীবনে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতাও। হারিয়ে যাচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বটগাছ, গোবরও ফেলনা নয়। এটি জ্বালানি ও জৈবসার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অনেকে গোবর দিয়ে ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি করে বিক্রি করছেন কৃষকদের কাছে। এতে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমে যাচ্ছে। বাড়ছে টেকসই চাষাবাদ। পাশাপাশি কোরবানির ঈদকে ঘিরে তৈরি হয় বিশাল সম্ভাবনাময় বাজার। সারাবছর ধরে পরিচর্যার পর একটি গরু বিক্রি করে মিলছে হাজার হাজার টাকা। স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে অনেক খামারি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শহরে গরু বিক্রি করছেন।

কালীগঞ্জে জুলাই 'গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল' এর চেক ও সঞ্চয়পত্র বিতরণ

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধ : গাজীপুরের কালীগঞ্জে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জুলাই 'গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল' এর উদ্যোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতের পরিবার ও আহতদের মাঝে ১৮ লাখ টাকার চেক ও সঞ্চয়পত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত বুধবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জুলাই 'গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত বিশেষ সেল' এর উদ্যোগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতের পরিবার ও আহতদের মাঝে ১৮ লাখ টাকার চেক ও সঞ্চয়পত্র বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার তনিমা আফ্রাদ। এ সময় অন্যান্যের মাঝে কালীগঞ্জ ও কাপাসিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান, কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আলাউদ্দিন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার তনিমা আফ্রাদ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ জাকারিয়া হাসান জুয়েল এর পরিবারের নিকট পাঁচ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র তুলে দেন। অতপর কালীগঞ্জ পৌরসভার বালীগাঁও গ্রামের নিজাম উদ্দিন মোড়লের ছেলে মিনহাজুল ইসলাম, মো. ইসমাইল মোড়লের ছেলে মাহামুদুল হাসান, মাজম মোহাম্মদের ছেলে মাহমুদুল হাসান রাহাত, কাপাইস(চরপুটনি) গ্রামের ছিদ্দিকের ছেলে হারুন মিয়া, মো. রজব আলী মাঝির ছেলে মো. কবির হোসেন, উত্তরগাঁও বেপারী বাড়ীর মো. কিছমত আলী ছেলে মো. ইসমাইল, তারা মিয়ার ছেলে জাহিদ হাসান, মোক্তারপুর গ্রামের মোহাম্মদ ছাইদুর রহমানের ছেলে আব্দুর রহমান, খৈকরা গ্রামের তৈমুছ আলীর ছেলে তাওহীদ, উত্তর খৈকড়া গ্রামের মো. মাইন উদ্দিনের ছেলে মো. মারুফ মিয়া, বক্তারপুর গ্রামের নাছির উদ্দিনের ছেলে আনিসুর রহমান, কলাপাটুয়া গ্রামের মো. আবুল কালামের ছেলে মো. শফিকুল ইসলাম সাহেদ, ছৈলাদী গ্রামের কোব্বাত হোসেন খানের ছেলে আবু হোসেন খান প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত ও শহীদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিরামপুরে যেখানে-সেখানে হচ্ছে পশু জবাই

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরামপুরে যেখানে-সেখানে পশু জবাই করে মাংস বিক্রয় করা হচ্ছে দেদারছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করছেনা কেউ। ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়াই জবাই করা পশুর মাংস প্রতিটি হাট-বাজারে বিক্রয় করা হলেও কতৃপক্ষ যেন দেখেও দেখছে না। ভেটেরিনারী সার্জনের পরীক্ষার পর পশু জবাই করার নিয়ম থাকলেও মানা হয় না কোন নিয়ম। ফলে বিভিন্ন রোগ ও ভাইরাস আক্রান্ত পশু জবাই করে মাংস বিক্রয় করা হয় কি না তা জানার কোন উপাই থাকেনা। অপরদিকে বেশীরভাগ হটি-বাজারে কসাইখানা না থাকায় নিয়ম না মেনেই যে যার মতো যেখানে খুশি পশু জবাই করে। বিরামপুর পৌরসভায় একটি কসাইখানা থাকলেও পৌরসভার বিভিন্ন পয়েন্টে পশু জবাই করে মাংস বিক্রয় করা হচ্ছে। পশু জবাইয়ের পর বর্জ্যও ফেলা হয় যত্রতত্র। এতে পরিবেশ হয় দূষিত। নির্দিষ্ট কসাইখানায় নিয়মিত পশু জবাই না হলেও সেখানে রয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। অধিকাংশ মাংস বিক্রয়ের দোকানগুলো অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। নেই কোন স্যানিটেশন ব্যবস্থা। শহরের পূর্বজগন্নাথপুর মহল্লার এক বাসিন্দা বলেন, বাজারে মনিটরিং না থাকায় যে যার মতো করে মাংস বিক্রয় করেন। রোগাক্রান্ত পশুর মাংস জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকী হলেও এসব প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের যথাযথ তৎপরতা দেখা যায়না। শহরের বকুলতলা মোড়ের মহসীন আলী জানান, "গবাদি পশু হাট-বাজারে বিক্রয় করার পূর্বে নিবন্ধিত চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। তা না হলে সাধারণ মানুষের মাঝে বিভিন্ন রোগ-ব্যধির সংক্রমন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।" খোঁজ নিয়ে জানা যায় প্রতিদিন বিরামপুর পৌরসভার ফসি মার্কেটের সামনে ২টি পয়েন্টে, পোষ্টঅফিস মোড়ে।

পাহাড়ের কোলে বইছে এখন বোরো ধানের ঘ্রাণ। সেই ধান রাখার জন্য নিজ হাতে তৈরি বাঁশের ঝুড়ি বেচতে সাপ্তাহিক হাটে এসেছেন এই বিক্রেতা। খাগড়াছড়ি বাজার।

চাঁদপুরে জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে 'মৃত' দেখিয়ে স্ত্রী'র ভাতা উত্তোলন

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরের মিশন রোড, চন্দনা রায়ের বাড়ির তৃতীয় তলায় (আশ্রমের পাশে) বীর মুক্তিযোদ্ধা সুজন তালুকদার এখনো জীবিত, তবে সরকারি নথিপত্রে তিনি 'মৃত'। এই 'মৃত' পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে তার স্ত্রী অসীমা তালুকদার দীর্ঘদিন ধরে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা উত্তোলন করে আসছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এই প্রতারণার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে চিত্রলেখা মোড়ে অবস্থিত সোনালী ব্যাংক শাখায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিষয়টি ধরা পড়ে। ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার মাহবুব আলম জানান, "আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী, সুজন তালুকদার মৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত। তার স্ত্রী নিয়মিতভাবে ভাতা উত্তোলন করছেন।" তিনি আরও জানান, ওই শাখা থেকে মোট ৩৯৫ জন মৃত মুক্তিযোদ্ধার ওয়ারিশরা নিয়মিতভাবে ভাতা উত্তোলন করছেন। সরকারি 'বীর মুক্তিযোদ্ধা তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম'-এও সুজন তালুকদারকে মৃত দেখানো হয়েছে। তার মুক্তিযোদ্ধা নম্বর: ০১১৩০০০১৬০২ এবং গেজেট নম্বর: ৫৫। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে, তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বর্তমানে জীবিত আছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সুজন তালুকদার যখন প্রবাসে ছিলেন, সেই সময় স্ত্রী অসীমা তালুকদার বিভিন্ন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। বর্তমানে তার বিরুদ্ধে স্বামীকে গৃহবন্দি করে রাখা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পরকীয়া এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। ভাতিজি বিপাশা তালুকদার বলেন, "আমার কাকাকে গৃহবন্দি করে রেখেছে। সরকারি নথিতে তাকে মৃত দেখিয়ে তার নামে ভাতা তুলে নিচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, সে কাকাকে সরিয়ে দিয়ে সম্পত্তি দখলের চেষ্টাও করছে।" ঘটনার পর চাঁদপুরের মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা বিনয় ভূষণ মজুমদার, আমিনুর রহমান ও বাসুদেব মজুমদার বলেন, "এটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি বিশ্বাসঘাতকতা। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে মৃত দেখিয়ে রাষ্ট্রীয় ভাতা আত্মসাৎ করাটা একটি ভয়ানক অপরাধ। আমরা দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।" এ বিষয়ে চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন জানান, "অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবিলম্বে ভাতা বন্ধ করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য-প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। প্রয়োজনে তাদের পুরস্কৃতও করা হবে।"

চট্টগ্রামে অ্যাম্বুলেন্স সাজিয়ে চলছিল মাইক্রোবাস, ট্রাফিক সার্জেন্টের বউয়ের প্রতারণা

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : চট্টগ্রাম শহরে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে নিবন্ধন নেওয়া একটি গাড়িকে মাইক্রোবাসে রূপান্তর করে ব্যবহার করছিলেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক সার্জেন্ট দ্বীন মোহাম্মদের স্ত্রী তানহা আক্তার মিলি। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এমন ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে গাড়িটি চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভাড়ায় চলাচল করছিল। অবশেষে এমন অভিযোগসহ বিআরটিএ'র দুর্নীতি ও অনিয়ম তদন্তে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এই ঘটনা জানা জানি হলে নগরবাসীর মধ্যে ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। একাধিক সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার দুপুরে সকালে চট্টগ্রাম সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১ এর সহকারী পরিচালক এমরান হোসেনের নেতৃত্বে এ এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালিত হয়। ওই অভিযানে চট্টগ্রাম মহানগর ট্রাফিক বিভাগের উত্তর জোনে কর্মরত সার্জেন্ট দ্বীন মোহাম্মদকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে দুদক। এ সময় জিজ্ঞাসাবাদে সার্জেন্ট দ্বীন মোহাম্মদ স্বীকার করেছেন, তার স্ত্রীর নামে অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে নিবন্ধন করা গাড়িটি বাস্তবে মাইক্রোবাস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। দুদক সূত্রে জানা গেছে, বিআরটিএ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয় এবং মেট্রো সার্কেল-২ এর অফিসে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানা অভিযোগ পাওয়ার পর এই অভিযান চালানো হয়। ছদ্মবেশে গ্রাহক সেবাকেন্দ্র ঘুরে নানা অনিয়মের প্রমাণ সংগ্রহ করে দুদকের এনফোর্সমেন্ট টিম। এক পর্যায়ে তদন্তে দেখা যায়, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ফিটনেস সনদ ও রোড পারমিট ইস্যু করতে ঘুষ লেনদেন এবং দালাল চক্রের সরব উপস্থিতি রয়েছে। দুদক কর্মকর্তা এমরান হোসেন বলেন, 'অভিযানে বেশ কিছু অনিয়মের প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। অ্যাম্বুলেন্সের নামে নিবন্ধন করা গাড়িটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের মাইক্রোবাস হিসেবে চলাচলের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট রেকর্ড সংগ্রহের জন্য বিআরটিএকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাচাই শেষে কমিশনের কাছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে।

ভালুকায় ডাকাতি, ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ভালুকায় একটি সজ্ঘবদ্ধ ডাকাতদল ঘরের দরজা ভেঙে বাড়ির লোকদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ও বেঁধে রেখে নগদ টাকা ও স্বণালঙ্কারসহ প্রায় ১০ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত বুধবার রাতে উপজেলার কাচিনা গ্রামে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার রাতে উপজেলার কাচিনা গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মাওলানা আবুল কালাম আজাদের বাড়িতে মুখোশধারী ১৫/১৬ জনের একদল ডাকাত হানা দিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। ঘরে থাকা পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাদের দঁড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে। পরে ঘরের আলমারীতে রাখা মাছের খাদ্য কিনার দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা ও পাঁচভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে পিকআপ দিয়ে পালিয়ে যায়। রাতেই থানায় খবর দেয়া হয়েছে কিন্তু ঘটনাস্থলে পুলিশ আসেনি। পরদিন অর্থাৎ গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ডাকাতরা একটি বড় পিকআপ গাড়ী নিয়ে এসেছিল। ভালুকা মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) গোবিন্দ দাস জানান, খবর পেয়ে তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। অভিযোগ পেলে আইনী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কৃষকের ঘরে উঠছে সোনালি ধান। কৃষকের ধান ঘরে তোলার এই ব্যস্ততা যেন এক নতুন জীবনের গান। পিয়ারপুর, কৈজুরী, ফরিদপুর।

ফরিদগঞ্জে পানিতে ডুবে ২ শিশুর মৃত্যু

চাঁদপুর প্রতিনিধি : ফরিদগঞ্জে পুকুরের পানিতে ডুবে আবদুল্লাহ (২) ও মাহফুজ (২) নামে দু শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নের ষোলদানা ও রূপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের সাহেবগঞ্জ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আবদুল্লাহ ষোলদানা গ্রামের মো. রুবেলের ও মো. মাহফুজ সাহেবগঞ্জ গ্রামের কাতার প্রবাসী মাহবুবের ছেলে। পরিবারের সদস্যরা জানান, সকলের অগোচরে খেলতে গিয়ে বাড়ির পুকুরের পানিতে ডুবে পৃথক স্থানে শিশু আবদুল্লাহ ও মাহফুজের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এলাকাগুলোতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শ্রীমঙ্গলে বিষাক্ত গ্রিন পিট ভাইপার সাপ উদ্ধার : লাউয়াছড়ায় অবমুক্ত

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : শ্রীমঙ্গল শহরের নতুন বাজারের কলার আড়ৎ থেকে একটি গ্রিন পিট ভাইপার সাপ উদ্ধার করেছে শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী সেবা ফাউণ্ডেশন। শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউণ্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল জানান, কলার আড়ৎ-এ সাপ দেখে সবাই আতংকিত হয়ে পড়ে। পরে স্থানীয়রা বন্যপ্রাণী ফাউণ্ডেশনে খবর দিলে ফাউণ্ডেশনের পরিচালক সজল দেব ঘটনাস্থল থেকে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন এবং শ্রীমঙ্গলের বন্যপ্রাণী কার্যালয়ে সাপটি হস্তান্তর করেন। সজল দেব ধারনা করছেন, সাপটি কলা বাগান থেকে কলার ছড়িতে করে চলে আসছে।

পিরোজপুরে ২ মাদক ব্যবসায়ীর ১০ বছর সশ্রম কারাদন্ড

পিরোজপুর প্রতিনিধি : মাদকের মামলায় পিরোজপুরের এক আদালত ২ মাদক ব্যবসায়ীকে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন। পিরোজপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোক্তাগীর আলম ওই আদেশ দেন। আদেশে আদালত প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাস করে সশ্রম কারাদন্ডাদেশ দেন। দন্ডপ্রাপ্তরা হলো জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলার আরাফাত আল আহসান ও ইকবাল মল্লিক। রায় ঘোষনার সময় আসামীদ্বয় পলাতক ছিলো। মামলায় ৮ আসামীর বাকী ৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় আদালত তাদেরকে বেকসুর খালাস দেন।

আদালতে রাষ্ট্র পক্ষের অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাড. ওয়াহিদ হাসান বাবু জানিয়েছেন, ভান্ডারিয়া উপজেলা সদরের জনৈক মাইনুল শরীফের বাড়ীতে আসামীরা ইয়াবা কেনাবেচা করতো।

গাংনীতে মাদকাসক্ত জামাইয়ের ছুরকাঘাতে চাচা শ্বশুর খুন

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুর গাংনীতে মাদকাসক্ত জামাই সবুজের ছুরিকাঘাতে চাচা শশুর ইলিয়াস হোসেন (৪৪) খুন হয়েছেন। উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়া গ্রামের স্কুল পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইলিয়াস হোসেন গাড়াবাড়িয়া স্কুল পাড়ার মৃত লেকসার আলীর ছেলে। জামাই ঘাতক সবুজর একই উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য ময়নাল আলীর ছেলে। নিহত ইলিয়াসের ভাই ইমদাদুল হক বলেন, জামাই সবুজ ভোর রাতে বাড়িতে এসে শ্যালক আব্দুল্লাহ ও স্ত্রী সালমা খাতুনের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে ইলিয়াস হোসেন পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে সবুজ তার শরীরের বিভিন্ন অংশে ছুরিকাঘাত করে। এরপর পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ভুড়ি বের যায়। পরে আহতবস্থায় স্থানীয় লোকজনের সহযোগিতায় পরিবারের সদস্য মেহেরপুর জেনালে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। ঘাতক সবুজের শ্যালক আব্দুল্লাহ জানায়, বোনের জামায় মাদকাসক্ত হওয়ায় টাকা চেয়ে অত্যাচার নির্যাতন করে আমার বোনকে তিন দিন আগে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে বোন আমাদের বাড়ি চলে এসেছে। বোনকে নিয়ে যাবার অজুহতে গত রাতে আমাদের বড়ি আসে সবুজ। সকালে কথাকাটির এক পর্যায়ে কোমরে থাকা ধারালো ছুরি দিয়ে আমার চাচাকে হত্যা করে সবুজ। আমি ঠেকাতে গেলে আমাকেও আঘাত করেছে। আমি সবুজের ফাঁসি চাই। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ ও সেনাবাহীনির সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘাতক সবুজকে পরিবার ও স্থানীয়রা আটক করে একটি ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখে পরে সেখানথেকে তাকে উদ্ধার করে থানায় নেয়া হয়েছে। এ ঘটনার পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুজানগরে পদ্মা নদীতে কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ শিকার

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরে পদ্মা নদীতে নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল দিয়ে অবৈধভাবে মাছ শিকার করা হচ্ছে। কতিপয় অসাধু মৎস্যজীবী পদ্মা নদীর সাতবাড়ীয়া, নিশ্চিন্তপুর, ভাটপাড়া, নারুহাটি, নাজিরগঞ্জ এবং গোয়ারিয়াসহ বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ওই মাছ শিকার করছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার তারাবাড়ীয়া নতুনপাড়া, সাতবাড়ীয়া, গোয়ারিয়া এবং নাজিরগঞ্জসহ বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে ৫/৬'শ মৎস্যজীবী। ওইসব মৎস্যজীবী প্রত্যেক বছর বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই পদ্মা নদীতে মাছ শিকারে নেমে পড়েন। এদের মধ্যে কতিপয় মৎস্যজীবী মৎস্য আইনকে অমান্য করে নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল দিয়ে নদীতে মাছ শিকার করে থাকেন। পদ্মাপাড়ের বাসিন্দারা জানান, ওই সকল মৎস্যজীবী কারেন্ট জাল দিয়ে নদী থেকে রুই, কাতলা, বোয়াল, টেংরা এবং বেলেসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ শিকার করে থাকেন।

মহেশপুর সীমান্তে নারী-শিশু মাদকসহ ৩৬ বাংলাদেশি আটক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে নারী-শিশুসহ ৩৬ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। এছাড়াও পৃথক অভিযানে ৮০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। গত বুধবার মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম এ তথ্য জানানো হয়। আটকরা হলেন, যশোরের নাউলি গ্রামের মনিরুলগাজী(৩৭)ফরিদপুরের ইমরান মুন্সি (৪৮), গোপালগঞ্জের তাবারকান্দি গ্রামের উজ্জল শেখ (৩৭), নোয়াখালী সদর থানার চরঈশ্বর গ্রামের সুজন দাস (২৮), খুলনার আন্দনগর গ্রামের জাহিদুল মুন্সি(৪০) ও তার ভাই হাফিজুল (৪৯), যশোরের ঝুমঝুমপুর গ্রামের শাহাজান গাজী (৫৮), যশোরের অগ্রভোলাট গ্রামের সুমন হোসেন(২৮) একই গ্রামের শাহাব উদ্দিন (২৮) নড়াইল জেলার কালিয়া থানার রিজাউল শেখ(৫০), নড়াইলের লোহাগাড়া থানার শিমুল সিকদার (৪৩)ঝিনাইদহের জলুলী গ্রামের সাজিদুল ইসলাম (১৯), নড়াইলের সাঁতরাখালি গ্রামের আলিমুল শেখ (২৭) কালিয়া থানার শুক্ত গ্রামের হুমায়ুন খান (৩০), টেকনাফ থানার শাপলাপুর গ্রামের রবিউল আলম(২০)।

পোরশায় হেফাজতের কমিটি গঠন

পোরশা, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর পোরশায় হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের কার্মকান্ড তৃণর্মল পর্যায়ে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। পোরশা মুসাফির খানা মিলনায়তনে কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলাম নওগাঁ জেলা সভাপতি মুফতি রাশেদ ইলিয়াস। বিশিষ্ট আলেম, লেখক ও গবেষক মাওঃ ফজলুল হক শাহ-এর সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন হেফাজতে ইসলামী নওগাঁ জেলা সেক্রেটারী মাওঃ রেজওয়ানুল্লাহ ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাওঃ হেলাল হাশেমী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে বিশিষ্ট আলেম, লেখক ও গবেষক মাওঃ ফজলুল হক শাহকে সভাপতি ও মাওঃ মোস্তফা শাহকে সাধারন সম্পাদক এবং আলহাজ নূরুল আলম শাহকে সিনিয়র সহসভাপতি, হাফেজ আমিনুল হক শাহকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মাওঃ আহমাদুল্লাহকে প্রচার সম্পাদক, মাওঃ নাসিরুদ্দিন শাহকে কোষাধক্ষ্য করে ১০১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি ঘোষনা করা হয়। এসময় স্থানীয় দুই শতাধিক প্রতিনিধিত্বশীল ওলামায়ে কেরাম ও দলীয় শীর্ষ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শেষে নবনির্বাচিত সভাপতি বলেন, হেফাজতে ইসলাম আমাদের আকাবেরদের রেখে যাওয়া আমানত। এ সংগঠনটি ধরে রাখার দায়িত্ব সকল মুসলমানের। আমরা এ কর্তব্য থেকে কখনোই সরে দাঁড়াব না।

লালমনিরহাটের স্কুলছাত্রী জন্নাতি হত্যা মামলার আইনজীবীকে হত্যার হুমকি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি : লালমনিরহাটে আলোচিত স্কুল ছাত্রী জন্নাতি হত্যা মামলার আইনজীবী জাকিউল হাসান সিদ্দিক রাসেলকে মুখোশধারীরা হত্যার হুমকি দিয়েছে। হেলমেট পরিহিত ৪ থেকে ৫জন ব্যক্তি ওই আইনজীবীর পথরোধ করে এ হত্যার হুমকি দেয়। পরে গত বুধবার বিকেলে জজকোর্ট মিলনায়তনে আইনজীবী জে এইচ রাসেল সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি সাংবাদিকদের অবগত করেন। গত ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের চরশৌলমারী এলাকার একটি ভুট্টাক্ষেত থেকে ষষ্ঠ শ্রণীর ছাত্রী জান্নাতির হাত, পা ভাঙা ও মুখে বালু ভর্তি অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

কয়রায় জলবায়ু সহিষ্ণু বসতঘর পেয়ে বেজায় খুশি হত দরিদ্র ইউসুফ

কয়রা, খুলনা প্রতিনিধি : উপকূলীয় উপজেলা কয়রায় জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা অসহায় ও গৃহহীন পরিবারগুলো কে মানবিক সহায়তা দিতে নির্মিত জলবায়ু সহিষ্ণু বসতঘর হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে করে কয়রার ৯৪ টি পরিবার পেয়েছে নিরাপদ ও স্থায়ী আশ্রয়স্থল যা তাদের জীবনে নতুন আশার আলো ছড়িয়েছে। মহারাজপুর ইউনিয়নের মঠবাড়ি গ্রামের ইউসুফ আলী বিশ্বাসের দেওয়া বসতঘর হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে এই ঘর নির্মান প্রকল্প শেষ হওয়ায় তা উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টায় উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের মঠবাড়ি গ্রামে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশনের আরএইচএল প্রকল্পের বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) সহযোগীতায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে ঘর হস্তান্তরের উদ্ধোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলী বিশ্বাস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশনের পরিচালক (মাইক্রোফাইন্যান্স) মোঃ আজিজুল হক, সহকারি প্রকল্প পরিচালক মোজাম্মেল হক, জোনাল ম্যানেজার আজাদুল রহমান, প্রকল্প সমন্বয়কারি মোঃ ইউসুফ আলী, ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ তরিকুল ইসলাম, ইউপি সদস্য নুর ইসলাম খোকা, মাসুম বিল্লাহ মিন্টু প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুলী বিশ্বাস বলেন, জলবায়ু সহিষ্ণু এ ঘর গুলো মানুষের বসতঘর নয় এটা উপকূলের মানুষের জন্য সম্মানের প্রতিক। আরও বেশি পরিবারকে এই সুবিধার আওতায় আনতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাজ করা হচ্ছে। তিনি এ ধরনের প্রকল্প গ্রহন করায় সংস্থাকে ধন্যবাদ জানায়। জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোঃ আজিজুল হক বলেন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রতিটি ঘর ঘূর্ণিঝড় ও ঝলোচ্ছ্বাস মোকাবেলায় উপযোগী করে তৈরি করা হয়েছে। যেখানে উঁচু প্লাটফর্ম, শক্ত কনক্রিটের ভিত্তি, কনক্রিটের ছাঁদ ও সুরক্ষিত জানালা দরজা, একটি করে টয়লেট ও সুপেয় পানির ব্যাবস্থা রয়েছে। বসতঘর পাওয়া ইউসুফ আলী ও ছফেদা খাতুন দম্পতি বলেন, আমরা বেজায় খুশি হয়েছি।

যমুনার চরের বিস্তীর্ণ প্রান্তজুড়ে হলুদের সমারোহ। এই চরে এবার ভুট্টার ভালো ফলন হয়েছে। এভাবেই তা বালুচরে শুকানো হচ্ছে। মির্জাপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

লিড নিয়েও হারের মুখ দেখলো আল নাসর

স্পোর্টর্স ডেস্ক : টানা ৯ বছর খেলেছিলেন ইউরোপের সবচেয়ে সফল ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে। ভাগ্যগুণে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও করিম বেনজেমা এখন সৌদি প্রো লিগে। রোনালদো খেলছেন আল নাসরের হয়ে, আর বেনজেমা আল ইত্তিহাদের জার্সিতে। গত বুধবার সৌদি প্রো লিগে মুখোমুখি হয়েছিলেন রোনালদো ও বেনজেমা। এই ম্যাচে দারুণ এক লড়াই হয়েছে। প্রথমার্ধে ছিল আল নাসরের দাপট, আর দ্বিতীয়ার্ধে আল ইত্তিহাদের। তবে শেষ হাসি হেসেছে ইত্তিহাদ। ঘরের মাঠ আল আওয়াল পার্কে ম্যাচের মাত্র ৩ মিনিটে সাদিও মানে গোল করে আল নাসরকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। ৩৭ মিনিটে দ্বিতীয় গোল পায় আল নাসর। এবার গোল করেন আয়মান ইয়াহিয়া। ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় রোনালদোর দল। দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ইত্তিহাদ। ৩ মিনিটের ব্যবধানে দুই গোল শোধ করে তারা। প্রথম গোলটি করেন বেনজেমা, ৪৯ মিনিটে। আর ৫২ মিনিটে ইত্তিহাদকে ২-২ সমতায় ফেরান এনগোলা কান্তে। ৯৪ মিনিট পর্যন্ত দুই দল সমতাতেই ছিল। এরপরই স্বাগতিক দলের ভক্তদের স্তব্ধ করে দেন ইত্তিহাদের হোসেম আওয়ার। এতে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল ইত্তিহাদ। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে দু’দলের ফুটবলাররা মারামারিতে জড়ায়। এতে লাল কার্ড দেখেন ইত্তিহাদের মুসা দিয়াবি। এই ম্যাচে স্কোর করতে না পেরে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়েন রোনালদো। এখনো আল নাসরের জার্সিতে কোনো বড় শিরোপা জিততে পারেননি পর্তুগিজ তারকা। এবারও হয়তো তাকে ফিরতে হবে খালি হাতেই। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে রোনালদোরা এবার পড়েছে সেমিফাইনাল থেকে। আর প্রো লিগে ৩০ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে তাদের অবস্থান এখন চতুর্থস্থানে। অন্যদিকে সমান ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল ইত্তিহাদ।

পিএসএল না খেলার সিদ্ধান্ত বিদেশী ক্রিকেটারদের

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের জেরে পাকিস্তান ছাড়তে চাইছেন পাকিস্তান সুপার লিগের বিদেশি ক্রিকেটাররা। পিসিবি পিএসএল চালিয়ে যেতে চাইলেও বাকি অংশে বিদেশি ক্রিকেটারদের না-ও পাওয়া যেতে পারে। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের জেরে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানের বেশ কিছু এলাকা আক্রান্ত হয়েছে। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো আছে বেশি ঝুঁকিতে। এমনকি গোটা পাকিস্তান জুড়েই বিরাজ করছে আতঙ্ক। এরই মাঝে পিএসএল খেলতে এক ঝাঁক বিদেশি ক্রিকেটার পাকিস্তানে অবস্থান করছেন। তবে বিদেশি ক্রিকেটাররা একযোগে পিএসএল খেলতে ও পাকিস্তানে অবস্থান করতে আপত্তি জানিয়েছেন। পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভিকে তারা জানিয়েছেন, এ মুহূর্তে পাকিস্তানে অবস্থান করতে নিরাপদ বোধ করছেন না। পিএসএলের পরবর্তী দুটি ম্যাচ রাওয়ালপিন্ডিতে। রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পাশে একটি ভারতীয় ড্রোন ভেঙে পড়ে, যা নজরদারির জন্য পাঠানো হয়েছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় দুজন বেসামরিক নাগরিক আহত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্টেডিয়াম এলাকার একটি রেস্তোরাঁও। পিসিবি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিলেও এই ঘটনায় আতঙ্ক তৈরি হয় ক্রিকেট পাড়ায়। বিশেষ করে বিদেশি ক্রিকেটাররা আর পাকিস্তানে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করছেন না। বিদেশি ক্রিকেটাররা না খেললে শুধু দেশি ক্রিকেটার দিয়ে পিসিবি পিএসএলের বাকি অংশ চালিয়ে যাবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত।

ইসলামাবাদকে বড়ো ব্যবধানে হারালো কোয়েটা

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ভৌগোলিকভাবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চলছে চরম উত্তেজনা। দুই দেশের পাল্টাপাল্টি হামলার মধ্যেও চলছে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) ও আইপিএল। এর মধ্যে পিএসএলে গত বুধবার টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান ওঠার রেকর্ড হয়েছে। রাওয়ালপিন্ডিতে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের বিপক্ষে ৩ উইকেটে ২৬৩ রান তুলেছে কুয়েটা গ্লাডিয়েটরস। রেকর্ডগড়া রান তুলে ইসলামাবাদকে ১০৯ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে কোয়েটা। এর আগে পিএসএলে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি ছিল ৩ উইকেটে ২৬২। ২০২৩ সালের আসরে রাওয়ালপিন্ডিতেই এই ম্যাচে রেকর্ড করা কোয়েটার বিপক্ষে এই রান করেছিল মুলতান সুলতানস। কোজোড়া সেঞ্চুরির রেকর্ডটিও এবারই প্রথম হলো। আর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ১০তম জুটি হিসেবে এই রেকর্ড করেছেন রুশো-নওয়াজ জুটি। গত বুধবার শেষ ১০ ওভারে ১৬০ রান তুলেছে কুয়েটা। পিএসএলে যুগ্মভাবে শেষ ১০ ওভারে সর্বোচ্চ রানের রের্কড এটি। এর আগে ২০২৩ সালে পেশোয়ার জালমির বিপক্ষে এই রান তুলেছিল লাহোর কালান্দার্স।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আইপিএলের ভেন্যু পরিবর্তন

স্পোর্টর্স ডেস্ক : জরুরি ভিত্তিতে পাঞ্জাব কিংস ও মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মধ্যকার ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করেছে আইপিএল। ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার মধ্যে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্বঘোষিত সূচি অনুসারে, আগামী রোববার জম্মু-কাশ্মীরের পার্শ্ববর্তী হিমাচল প্রদেশের শহর ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল পাঞ্জাব-মুম্বাইয়ের মধ্যকার ম্যাচটি। নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে এই ম্যাচ গড়াবে গুজরাট প্রদেশের আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। ভেন্যু বদলের খবরটি জানিয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া। গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসিয়েশনের (জিসিএ) অনিল প্যাটেলের বরাতে এই তথ্য দিয়েছে তারা। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে অনিল প্যাটেল বলেন, ‘হ্যাঁ, মুম্বাই ও পাঞ্জাবের ম্যাচটি আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে।’ যুদ্ধ পরিস্থিতি ভালো নয় বুঝতে পেরে ধর্মশালা ও আশপাশের বিমানবন্দরগুলোতে নিরাপত্তাজনিত কারণে ফ্লাইট চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে ভারত।

দেশের ফুটবলভক্তদের সুসংবাদ দিলেন শামিত সোম

স্পোর্টর্স ডেস্ক : বাংলাদেশ জাতীয় দলের জার্সি গায়ে দিতে যে বাধা ছিল, সেটি আগেই টপকে ফেলেছিলেন কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশি ফুটবলার শামিত সোম। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) আবেদনের দুই কর্মদিবসের মধ্যেই ফিফার ছাড়পত্র পেয়েছিলেন তিনি। এখন শুধু মাঠে নামার অপেক্ষা তার। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হবে এই তারকা মিডফিল্ডারের। মাঠে নামার আগে গতকাল বৃহস্পতিবার বাফুফের মাধ্যমে দেশের ফুটবলভক্তদের বার্তা দিয়েছেন শামিত। দেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রক সংস্থার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান কানাডা জাতীয় দলের হয়ে ২ ম্যাচ খেলা এই মিডফিল্ডার। শামিত বলেন, ‘আন্তর্জাতিক ফুটবলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়ে আমি খুবই রোমাঞ্চিত। আপনাদের সবার সহযোগিতার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এই প্রক্রিয়াকে দ্রুত সময়ে শেষ করতে সাহায্য করেছেন, তাদেরও ধন্যবাদ। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে মূল ম্যাচের আগে ৫ জুন হওয়ার কথা একটি ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। প্রথমে শোনা গিয়েছিলো ওই ম্যাচেও দেখা যেতে পারে শামিতকে। তবে পরে জানা গেছে, ১ জুন কানাডায় তার ক্লাবের খেলা রয়েছে। এ কারণে ৫ জুনের ম্যাচটি খেলা সম্ভব হবে না তার পক্ষে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের আগে আগামী ৩১ মে থেকে শুরু হবে জাতীয় দলের অনুশীলন। ক্লাবের খেলার কারণে প্রথম দুই-তিন দিন অনুশীলনে থাকতে পারবেন না শামিত। তবে ২-৩ জুনে দলের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনি। এর আগে গেল ২৫ মার্চ ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ দিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয় ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা হামজা চৌধুরীর।

আর্সেনালকে বিদায় দিয়ে ফাইনালে পিএসজি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : এমিরেটস স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে ১-০ গোলে হারলেও প্যারিসে জাদুকরী পারফরম্যান্স দেখাতে চেয়েছিল আর্সেনাল। শুরুতে কয়েকটি সুযোগ তৈরি করে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস তারা দিয়েছিল। কিন্তু পারেনি। বরং পুরো মাঠজুড়ে দাপট দেখিয়ে দ্বিতীয় লেগেও জিতেছে পিএসজি। গত বুধবার পার্ক দে প্রিন্সেসে ২-১ গোলে আর্সেনালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা। ৩-১ গোলের অগ্রগামিতায় ইন্টার মিলানের সঙ্গে শিরোপার লড়াই নিশ্চিত করেছে পিএসজি। শুরুর দিকে কয়েকবার পিএসজির বক্সে ঢুকে আক্রমণ করতে দেখা গেছে আর্সেনালকে। তৃতীয় মিনিটে ডানদিক থেকে টিম্বার বল পাঠান। বক্সের মধ্যে লাফিয়ে হেড করেন ডেকলান রাইস। কিন্তু তার হেড বাঁ পোস্টের পাশ দিয়ে মাঠের বাইরে যায়। দুই মিনিট পর আর্সেনাল গোল করার দারুণ সুযোগ পেয়েছিল। পার্টির লম্বা থ্রোয়ে বল পান মার্তিনেল্লি। তার শট সাম-নাসামনি দাঁড়িয়ে রুখে দেন জিয়ানলুইজি দোনারুম্মা। পিএসজি কিপার দুই মিনিট পর আবারও রক্ষকের ভূমিকায়। কর্নার থেকে রাইসের শট বাঁ হাত দিয়ে ক্লিয়ার করে কর্নার বানান তিনি। পরের মুহূর্তেই পিএসজির ক্লিয়ারেন্সে বক্সের বাইরে বল পান মার্টিন ওডেগার্ড। তার শক্তিশালী নিচু শট বাঁ দিকে ডাইভ দিয়ে বাম হাতে রুখে দেন দোনারুম্মা। ১৭ মিনিটে প্রথম আক্রমণে পিএসজির সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় গোলপোস্ট। দুয়ের পাসে বাঁ পাশ থেকে কভারাতসখেলিয়ার শট ডেভিড রায়াকে পরাস্ত করলেও পোস্টে লাগে। মাঝমাঠ থেকে ২৩তম মিনিটে পিএসজি আবার আক্রমণে যায়। বারকোলার সঙ্গে বল অদলবদল করে দুয়ে লক্ষ্যে শট নেন। তার দুর্বল শট সহজে ঠেকান গানার কিপার রায়া। ২৮ মিনিটে পিএসজি গোলমুখ খোলে। বাঁ দিকে ৩০ গজ দূরে কভারাতসখেলিয়াকে ফাউল করেন রাইস। ফ্রি কিক পায় প্যারিস ক্লাব। ভিতিনহার ক্রস বক্সে ঢোকে, আর্সেনাল বল বিপদমুক্ত করেছিল। কিন্তু বক্সের বাইরে বল পান ফ্যাবিয়ান রুইজ। তারপর বাঁ পায়ের দুর্দান্ত ভলিতে জালে বল জড়িয়ে দেন তিনি। তিন মিনিট পর পিএসজি আবারও গোলের সুযোগ পেয়েছিল। কভারাতসখেলিয়ার পাসে দুয়ে এবার রাইসের চাপে দুর্বল শট নিলে সহজে সেভ করেন রায়া। বিরতির পর প্রথম পরিষ্কার সুযাগ তৈরি করেছিল আর্সেনাল। ৫৯তম মিনিটে বুকায়ো সাকার শট দোনারুম্মা পাঞ্চ করে মাঠের বাইরে পাঠান। ওই কর্নার থেকে পরের মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে ওডেগার্ডের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন পিএসজি কিপার। ৬৫ মিনিটে সাকার লক্ষ্যে নেওয়া শট দোনারুম্মা ডান পাশে ঝাঁপিয়ে আঙুলের ছোঁয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন।

ইসলাম

হজ ও ওমরার মধ্যে যেসব পার্থক্য রয়েছে

ধর্ম ডেস্ক : হজ ইসলামের ফরজ বা আবশ্যকীয় ইবাদত। শারীরিক ও আর্থিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জীবনে একবার হজ সম্পাদন করা ফরজ। আরবি জিলহজ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ হজের জন্য নির্ধারিত সময়। হজ পালনের জন্য বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা নগরী, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে গমন ও অবস্থান আবশ্যক। শারীরিক ও আর্থিকভাবে হজ পালনে সক্ষম হয়ে ওঠার অবস্থাকে ইস্তিতাহ বলা হয়। যে মুসলমান এই শর্ত পূরণ করে তাকে মুস্তি বলা হয়। হজ হল মুসলিম জনগণের সংহতি, আল্লাহর নিকটে তাদের আনুগত্যের প্রদর্শনী। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদিসে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হজ করে ও অশ্লীল ও গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকে, সে হজ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে।’ অর্থাৎ জন্মের পর শিশু যেমন নিষ্পাপ থাকে, সেও তদ্রূপই হয়ে যায়। আরেকটি হাদিসে তিনি বলেছেন, শয়তান আরাফার দিন হতে অধিক লজ্জিত ও অপদস্থ আর কোনো দিন হয় না, কেননা ওই দিন আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দার প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করেন ও অসংখ্য কবিরা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। **ওমরাহর পরিচয়** ওমরাহ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো জিয়ারত বা সফর ও ইচ্ছা। শরিয়তের পরিভাষায় ওমরাহ বলা হয় নিয়ত করে ইহরামসহ কাবা শরিফের চারপাশ সাতবার তাওয়াফ, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাতবার সাঈ করা ও মাথা মুণ্ডানোকে ওমরা বলে। আফাকি তথা দূরবর্তী ওমরা সম্পাদনকারীর জন্য মদিনা মুনাওয়ারায় হজরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরিফ জিয়ারত করা সুন্নত। ওমরা পালন গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত আমল। ওমরা পুরুষ ও নারী সবার জন্য প্রযোজ্য। ওমরা পালন করলে হজ ফরজ হয়ে যায়, এমন কোনো বিধান নেই। ওমরাহ পালনের বিশেষ কোনো সময় নেই। তবে হজের নির্ধারিত বিশেষ সময়ে (৮ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ পর্যন্ত পাঁচ দিন) ওমরা পালন করা বিধেয় নয়। এই পাঁচ দিন ছাড়া বছরের যেকোনো দিন যেকোনো সময় ওমরা পালন করা যায়। হজের সফরেও ওমরা করা যায়। একই সফরে একাধিক ওমরা করতে কোনো বাধা নেই। **হজ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য কী কী** হজ মুসলমানদের জন্য একটি আবশ্যকীয় ইবাদত। হজ ও ওমরার মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। ১. হজ মুসলমানদের জন্য একটি ফরজ ইবাদত। অন্যদিকে, ওমরাহ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো জিয়ারত বা সফর ও ইচ্ছা। ওমরাহ ফরজ নয়। ২. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তাদের জীবনকালে হজ পালন করা বাধ্যতামূলক যদি তারা শারীরিকভাবে উপযুক্ত এবং আর্থিকভাবে এটি করতে সক্ষম হয়। ওমরাহ জীবনে একবার হলেও করা ফরজ নয়। ৩. হজ এক নির্দিষ্ট সময়ে করতে হয়। অন্যদিকে, ওমরা বছরের যেকোনো সময়ই করা যায়। ৪. ওমরার মধ্যে আরাফার ময়দান ও মুজদালিফায় অবস্থান, দুই ওয়াক্ত নামাজ একসঙ্গে আদায় করা ও খুতবার কোনো বিধান নেই। তাওয়াফে কুদুম ও তাওয়াফে বিদাও নেই। অন্যদিকে, ওই সব কাজ হজের মধ্যে রয়েছে। বরং করতেই হয়। ৫. ওমরার মধ্যে তাওয়াফ আরম্ভ করার সময় তালবিয়া পড়া মওকুফ করা হয়। অন্যদিকে, হজের মধ্যে জামরাতুল আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় মওকুফ করা হয়। ৬. ওমরাহ নষ্ট হলে বা জানাবত অবস্থায় তওয়াফ করলে একটা ছাগল বা মেষ জবেহ করা যথেষ্ট। অন্যদিকে, হজে তা যথেষ্ট নয় বরং পরবর্তী বছর পুনরায় হজ সম্পন্ন করতে হয়। সমাজে একটি ভুল কথা প্রচলিত রয়েছে। তিনবার ওমরাহ করলে আর হজ করতে হয় না। এটি একটি কঠিন মিথ্যা কথা। এমন কোনো বিধান ইসলামে নেই।

মসজিদে নববীর গুরুত্বপূর্ণ ৫ মিহরাব

ধর্ম ডেস্ক : মসজিদে নববীতে আগত দর্শনার্থীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুগ্ধ হয়ে যান এর দৃষ্টিনন্দন মিহরাবগুলো দেখে। এই প্রবন্ধে আমরা মসজিদে নববীর বিখ্যাত মিহরাবগুলোর ইতিহাসের দিকে একবার নজর দেব। ঐতিহাসিকদের মতে, মসজিদে নববীর মিহরাবের ইতিহাস শুরু হয় ৮৮৮ হিজরিতে, সুলতান কায়েতবায়ের শাসনামলে। পরে কিং ফাহাদ বিন আবদুল আজিজ লক্ষ্য করেন যে মিহরাবগুলো তাদের আসল সৌন্দর্য হারাতে বসেছে। তাই ১৪০৪ হিজরিতে তিনি মিহরাবগুলোর খিলান পুনঃনির্মাণ করেন। **১. মিহরাবে নববী** এটি সেই স্থানে অবস্থিত, যেখানে রসুলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে সালাত আদায় করতেন। আজও মসজিদে নববীর ইমাম এই মিহরাবেই নামাজ পড়ান। এটি মসজিদে নববীর সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর একটি। **২. তাহাজ্জুদের মিহরাব** তাহাজ্জুদের মিহরাবটি গম্বুজের উত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন। ইতিহাসবিদ ইবনে-নাজ্জার জানান, ৬৪৩ হিজরিতে এই মিহরাবের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু পরে তা সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর উসমানীয় শাসকরা একটি লাল পাথর বেছে নিয়ে এটিকে পুনঃনির্মাণ করেন। এই মিহরাবে সোনালী হরফে তাহাজ্জুদ শব্দটি খোদাই করা আছে। **৩. ফাতিমার মিহরাব** এই মিহরাবটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কক্ষে অবস্থিত এবং এটি মামলুক আমলে নির্মিত হয়। এটি আকারে ও নকশায় নবীর মিহরাবের সাথে মিল রাখে।

বদলি হজ করার নিয়মাবলী

ধর্ম ডেস্ক : হজ তিন প্রকার; ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু **ইফরাদ হজঃ** হজের মাসগুলোতে (শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ) শুধুমাত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে হজ সম্পাদন করাকে ইফরাদ হজ বলা হয়। **কিরান হজঃ** হজের মাসগুলোতে (শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ) হজ ও ওমরা পালনের নিয়তে দীর্ঘ দিনের জন্য ইহরাম বেঁধে একই ইহরামে ওমরাহ ও হজ সম্পাদন করাকে কিরান হজ বলে। **তামাত্তু হজঃ** হজের মাসগুলোতে (শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ) ওমরাহ পালনের নিয়তে ইহরাম বেঁধে ওমরাহ পালন করে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাওয়া অতঃপর হজের আগে হজের নিয়তে ইহরাম বেধে হজ সম্পাদন করাকে তামাত্তু হজ বলে। কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে বদলি হজ অর্থাৎ তার পরিবর্তে হজ পালনের জন্য মক্কায় পাঠায় এবং কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের হজ পালন করতে না বলে বা কোনো নির্দিষ্ট প্রকারের হজ করতে নিষেধ না করে, তাহলে তার জন্য যে কোনো প্রকারের হজ করা জায়েজ। বদলি হজে প্রেরণকারী যদি ইফরাদ হজের কথা নির্দিষ্ট করে বলে দেয় অথবা কিরান ও তামাত্তু হজ করতে নিষেধ করে, তাহলে বদলি হজ আদায়কারীর জন্য ইফরাদ হজ করা জরুরি। এ রকম ক্ষেত্রে কিরান বা তামাত্তু হজ করা জায়েজ হবে না। আমাদের দেশের মানুষ যেহেতু সাধারণত তামাত্তু হজই করে থাকে এবং হজ্ব বলতে তামাত্তু হজই বুঝে থাকে, তাই হজে প্রেরণকারী কিরান ও তামাত্তু হজ করতে নিষেধ না করলে বদলী হজের অনুমতিকে তামাত্তু হজের অনুমতি ধরা হয়। কারো ওপর যদি হজ ফরজ হয় এবং হজ পালন করার শারীরিক সক্ষমতাও থাকে, তার জন্য নিজে হজ করা জরুরি। বদলি হজ করালে অর্থাৎ অন্যকে দিয়ে হজ করালে তার ফরজ হজ আদায় হবে না। যার ওপর হজ ফরজ হয়েছে এবং হজ আদায়ের সক্ষমতাও ছিল, কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করেনি, তারপর হজ্ব আদায়ের সক্ষমতা হারিয়ে মাজুর হয়ে পড়েছে, এমন ব্যক্তির ওপর নিজের পক্ষ থেকে বদলি হজ করানো অথবা মৃত্যুর সময় বদলি হজ করানোর অসিয়ত করে যাওয়া ফরজ। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাসআম গোত্রের এক নারী নবিজিকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর বান্দার উপর ফরযকৃত হাজ আমার বয়োবৃদ্ধ পিতার উপর ফরজ হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের ওপর স্থির থাকতে পারেন না, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ (আপনি তার পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারেন)।

মসজিদে হামলাকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে যে শাস্তি

ধর্ম ডেস্ক : মসজিদ আল্লাহ তায়ালার ঘর। এই ঘরকে বায়তুল্লাহ বলা হয়। পৃথিবীর সবকিছু থেকে এই ঘরকে মুক্ত রাখা হয় আল্লাহর ইবাদতের জন্য। আল্লাহ তায়ালা নিজেও মানুষকে এই ঘর অর্থাৎ, মসজিদে ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে- ‘অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের।’ (সূরা কুরাইশ, আয়াত : ৩) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহর জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে আহ্বান কোরো না।’ (সূরা জিন, আয়াত : ১৮) মানুষের ইবাদতের জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদ নির্মাণের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইসলামে। মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম মুসলমানদের ইবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি নিজে মসজিদ মির্নাণ করেছেন এবং অন্যদেরকেও মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরি করে দেবেন।’ (বুখারি, হাদিস : ৪৫০) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৫৫) মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণকারীদের মহান আল্লাহ ভীষণ পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা তাওবা, আয়াত : ১৮) মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণকারী ও মসজিদে ইবাদতকারীদের ঈমানদার বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনে। অপরদিকে মসজিদ ধ্বংসকারী এবং মসজিদে হামলা চালানো ব্যক্তিদের অভিশম্পাত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তার নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং এগুলো বিরাণ করার চেষ্টা করে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের জন্য সেগুলোতে প্রবেশ করা সঙ্গত ছিল না। দুনিয়াতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও আখেরাতে রয়েছে মহাশাস্তি। (সূরা বাকারা, আয়াত : ১১৪) এই আয়াতের প্রেক্ষাপট হলো-ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদিরা ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-কে হত্যা করে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে খ্রিষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়।

তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে ইহুদিদের উপর আক্রমণ চালায়। তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তাওরাতের কপিসমূহ জ্বলিয়ে ফেলে, বায়তুল মুকাদ্দাসে আবর্জনা ও শুকর নিক্ষেপ দেয়। এতে ইহুদিদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তারই নির্দেশক্রমে বায়তুল মুকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়।

মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুতে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন

ধর্ম ডেস্ক : ইসলামের ইতিহাসের অমর বীর মুহাম্মদ বিন কাসিম। মাত্র ১৭ বছর বয়সে সিন্ধু জয় করেন। তার সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলমানদের আগমনের সূচনা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বয়স যখন মাত্র ১৬ কিংবা ১৭। এ সময় সিন্ধুর রাজা দাহির আরব বণিকদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করেন। মুহাম্মদ বিন কাসিম সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে রাজা দাহিরের দেবাল জয় করেন। সিন্ধু অঞ্চল জয়ের পর মুহাম্মদ বিন কাসিম সুক্কুর জেলার অরোরায় একটি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সংস্কারের অভাবে ঐতিহাসিক মসজিদটি জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। মেরামতের অভাবে মসজিদটির বেশিরভাগ অংশই ভেঙে পড়েছে। এখনো মসজিদের মূল অবকাঠামোর কিছু ধ্বংসাবশেষ অক্ষত রয়েছে। পবিত্র রমজান মাসে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি এই মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন। বিভিন্ন সময়ে মসজিদটি পুনর্নির্মাণের জন্য অনেক প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছিল, কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু অনিবার্য কারণে কাজ সমাপ্ত হয়নি। মুহাম্মদ বিন কাসিম মসজিদের খতিব মাওলানা নবী বখশ ভাট্টি ১৪ বছর ধরে এই মসজিদে ইমামের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বলেন, এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয় ৯৩ হিজরি অর্থাৎ ৭১২ খ্রিস্টাব্দে। মসজিদে দৈনিক পাঁচবার জামাতে এবং শুক্রবারের নামাজ আদায় করা হয়, পাশাপাশি শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষাও দেওয়া হয়। তিনি বলেন, মসজিদের মূল অবকাঠামো এখন আগের মতো নেই। তবে এখনো কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে। সিন্ধুর স্থানীয় সংস্থা ফিকর-ও-নজর নিয়মিত মসজিদের যত্ন নিচ্ছে। তারা মসজিদের উঠোনের উপরে একটি ছাদ এবং দেয়াল নির্মাণ করেছে। ৭০ বছর বয়সী মসজিদের ইমাম নবী বখশের বলেন, তিনি এই এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছেন এবং প্রথম দিন থেকেই মসজিদটিকে এই অবস্থায় দেখছেন। তার মতে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তারা বিভিন্ন সময়ে মসজিদটি পরিদর্শন করেছেন এবং মসজিদটি পুনর্নির্মাণের ঘোষণাও দিয়েছেন, কিন্তু কার্যক্রম কোনও অগ্রগতি দেখা যায়নি।